Contents

দশম বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

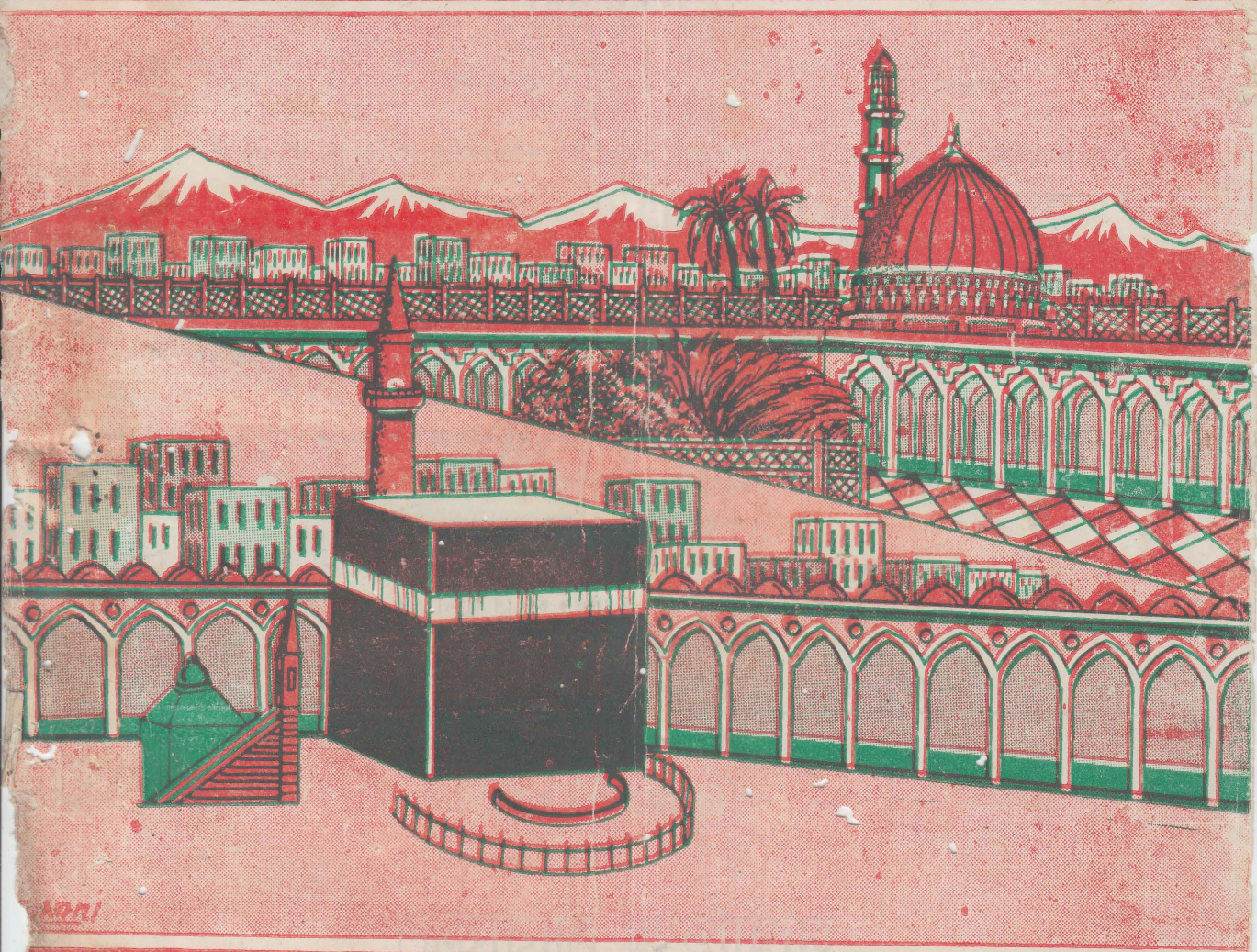

সম্পাদক

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

দশম বর্ষ—প্রথম সংখ্যা

শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৬৮ বাং আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	আরবী উপক্রমিকা	(ভূমিকা)	শেখ মোঃ আবদুররহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি	১
২।	অনুবাদ	(,,)	,,	২
৩।	সূরত আলফাতেহার তফসীর	(তফসীর)	,,	৪
৪।	সূরত আলবকারা		,,	৫
৫।	মোহাম্মদী জীবনব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	৯
৬।	ইসলাম ও গ্রন্থাগার	(,,)	মূল : এস বেলায়েত হোসেন বি, এ, ডি, এল এস অনুবাদ : আবদুর রহমান বি এ বি-টি	১৪
৭।	ইসলাম সমন্বয় নহে	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক মোঃ আবদুল গণি এম, এ	১৭
৮।	সৈয়দ আহমদ ব্রেলবীর রাজনীতি	(আলোচনা)	মোঃ আবদুল বারী এম, এ, ডি-ফিল	২৭
৯।	জঙ্গে আযাদী	(কবিতা)	নওবেলাল	৩১
১০।	ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী	(জীবনী)	অধ্যাপক আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,	৩৬
১১।	ওয়াহাবী আন্দোলনের ইতিহাস	(ইতিহাস)	অধ্যাপক হাসান আলী এম এ, এম এম	৪১
১২।	সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)	সম্পাদক	৪৪
১৩।	জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	(স্বীকৃতি)		৪৭

নিয়মিত পাঠ করুন

সাপ্তাহিক আরাফাত

সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ বি টি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

দশম বর্ষ	আগষ্ট ১৯৬১ খৃস্টাব্দ, সফর ১৩৮০ হিঃ, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৬৮ বংগাব্দ	প্রথম সংখ্যা

প্রকাশ স্থল : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

فاتحة السنة العاشرة

الحمد لله على ايجاد الخلق من العدم، رب العلمين الذى اشرق فى بنى آدم العقل والفهم، الرحمن الرحيم الذى علم بالقلم، علم الانسان مالم يعلم، مالك يوم الدين يحاسب فيه كلا من الثقلين على ماقدم، يجازى الصالحين منهم بماكسبوا من الخير خيرا، ويعاقب المسيئين بما اكتسبوا من الشر شرا، اياك نعبد اللهم عبادة رسمية، لاتناسب شأنك الرفيع ومرتبتك العلية، واياك نستعين لتكون عبادتنا عندك مرضية، اهدنا الصراط المستقيم بزيادة العلم فى القرآن العظيم، واحاديث النبى الرؤف الرحيم، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم من العتاة والبغاة والجاحدين والمنحرفين، الذين غلبت فيهم الشهوة والغضب على العقل والنقل، ولا الضالين من الغلاة والمطرين الذين غشيت نور عقلهم ظلمات الوهم والجهل، امين اللهم استجب دعاءنا وحقق امالنا بكرمك وفضلك ياأكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين -

والصلوة والسلام على من جعله الله فيه للناس اسوة حسنة، وقرن باطاعته اطاعته وساوى عصيانه عصيانه، وهو محمد رسول الله وخاتم النبيين، وعبد الله ارسله الله رحمة للعالمين، قد اجهد نفسه فى تبليغ رسالة الله واقامة دينه، واقام هو عبادة الله حق عبادته، ثم اوجب على امته كلا من واجباته، فقال "ليبلغ الشاهد منكم الغائب" وقال ايضا "رب مبلغ اوعى له من سامع" -

ثم الرضا والرحمة على من جاهد فى اعلاء كلمة الله حق جهاده، وامعن النظر فى كلام الله وكلام رسوله، فاشاع الاسلام بالتعليم والقلم، وذب عنه بالسيف والقلم، من المفسرين والمحدثين، والغزاة المجاهدين والكتاب والمصنفين -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

اما بعد، فالحمد والشكر لله الذى وفق "ترجمان الحديث" على تبليغ احكامه تسع سنين وادخله فى العاشر، ولقد قضى الترجمان ثمانى سنين منها فى حضانة مؤسسه المحقق الخابر، العلامة الفهامة الشاكر الصابر، ولكن الزمان ذوغير، والام يحدث بعده الامر، ففى السنة التاسعة من عمره فقد الترجمان الموسس الموصوف والمدير المعروف فصار يتيما، ونظر يمينا وشمالا، فلم يجد احدا يقوم مقامه، وينوب منابه، فصار نحيف الجسم لايكاد يقوم هزالا، واصبح ضعيف الصوت يكاد يسطو عليه الناس خبالا ـ

ثم الشكر لله الذى قضى وقدر، بعض العلماء ذوى العلم والخبر، فانتدبوا لتربية الترجمان حسب وسعتهم، معترفين بانهم لايقدرون على سد الخلة، لان المؤسس كان كالمطر وانهم كالبلة، ومع ذالك كتبوا له مقالات مفيدة ومضامين رائقة، فيشكر الترجمان سعيهم

بناء على ذالك يسئل الترجمان العلماء والفضلاء من المعتمدين والمحبين ان يبقوا عليه ويبذلوا سعيهم لابقائه، وان لايألوا جهدهم فى تحليته وتقويته وترقيته، ويرجو الترجمان من القراء الكرام ان يسامحوا النقص فيه بعد انتقال المؤسس المرحوم وان يتوجهوا الى اصلاحه فان الترجمان لهم، ويقوم بهم ـ

واخيرا يسئل الترجمان الله عزوجل ان يخلصه لوجهه ويكفله وكفى بالله كفيلا ويتوكل على الله فهو حسبه وكفى بالله وكيلا ـ امين — شيخ عبد الرحيم

দশম বর্ষের উপক্রমণিকা : অনুবাদ

পরম কারুণিক অতীব দয়ালু আল্লার নামে।

নাস্তি হইতে সৃষ্টি উৎপাদনের জন্য যাবতীয় কৃতজ্ঞতা আল্লার প্রাপ্য। যিনি জগৎসমূহের রব্ব— যিনি আদম-সন্তানের মধ্যে জ্ঞান ও বোধশক্তির আলোক উদ্ভাসিত করিয়াছেন। যিনি পরম কারুণিক, অতীব দয়ালু—মানুষ যাহা জানিত না তাহা তাহাকে লেখনী সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন। যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক—যে দিবসে তিনি জিন্ন ও মানুষ প্রত্যেকেরই অতীত কার্যের বিচার করিবেন—সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ যে সমস্ত পুণ্য কাজ করেন তাহাদিগকে তাহার উত্তম প্রতিদান দিবেন এবং অসৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ যে মন্দ কাজ করে তাহাদিগকে তাহার জ. শাস্তি দিবেন।

হে আল্লাহ, আমরা তোমার ইবাদত করি বটে, কিন্তু উহা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক। উহা তোমার উচ্চ মর্যাদা ও মহান মরতবার উপযোগী হয় না। কাজেই, আমাদের 'ইবাদত যাহাতে তোমার নিকটে সন্তোষজনক হইতে পারে তজ্জন্য আমরা তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। মহান কুরআনে এবং কোমলহৃদয়, দয়ালু নবী সঃ-র হাদীসে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া আমাদিগকে সরল পথে চালিত কর। নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ-কর্মপরায়ণ লোকগণ যে পথে চলায় তুমি তাহাদিগকে নে'মৎ দান করিয়াছ আমাদিগকে সেই পথে চালিত কর। যে সকল লোক তোমার অবাধ্য ও বিদ্রোহী, যাহারা একগুঁয়ে ও অগ্রাহ্যকারী, যাহাদের জ্ঞান ও বিবেক... লোভ ও ক্রোধ আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে—তোমার সেই ক্রোধভাজন ব্যক্তিদের পথে আমাদেরে চালিত করিওনা। আরও যাহারা প্রশংসা ব্যাপারে অতিশয়োক্তি করিয়া থাকে, যাহারা নবীদের প্রতি কাল্পনিক ও মিথ্যা গুণ-গরিমা আরোপ করিয়া থাকে, মূর্খতা ও অনুমানের তমসাপুঞ্জ যাহাদের জ্ঞান রশ্মিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সেই সকল বিপথগামীর পথেও আমাদেরে চালিত করিওনা।

তাহাই হোক, হে আল্লাহ তাহাই হোক! হে সম্মানীদের শ্রেষ্ঠ সম্মানী, হে দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ দয়ালু,

www.ahlehadeethbd.org

আমাদের প্রার্থনা কবুল কর এবং তোমার করুণা ও তোমার মেহেরবানী দেখাইয়া আমাদের আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ কর।

আর সেই মহান ব্যক্তির প্রতি আল্লার অনুগ্রহ ও শান্তি নাযিল হউক যাঁহার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য আদর্শ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন; যাঁহার অনুসরণকে নিজ অনুসরণের সহিত সংযোজিত করিয়াছেন এবং যাঁহার আদেশ অমান্য করাকে নিজের আদেশ অমান্য করার সমতুল্য ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ সঃ—তিনি আল্লার রসুল ও সর্বশেষ নবী। তিনি আল্লার বান্দা। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সারা জাতের জন্য নিজ করুণারূপে প্রেরণ করেন। তিনি আল্লার দূতরূপে প্রাপ্ত বাণী লোকের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ও আল্লার দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং আল্লার যথাযোগ্য ইবাদত কি ভাবে করিতে হয় তাহা তিনি স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া দেখান। তারপর তিনি নিজ অবশ্য করনীয় বিষয়গুলির প্রত্যেকটি তাঁহার উম্মতের পক্ষে অবশ্য প্রতিপাল্য করিয়া যান। তিনি বলেন, "মুসলিমদের মধ্যে যাহারা উপস্থিত রহিয়াছে তাহারা যেন শ্রুত বিষয়গুলি অনুপস্থিত লোকদেরে পৌঁছাইয়া দেয়।" তিনি আরও বলেন, "যাহাদেরে শ্রুত বিষয়গুলি পৌঁছান হয় তাহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকে যাহারা ঐ বিষয়গুলি স্বয়ং শ্রোতা অপেক্ষা অধিকতর উত্তমরূপে স্মরণ রাখে।"

অতঃপর যাঁহারা আল্লার বাণীকে উন্নত করিবার জন্য যথোপযুক্ত প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন—যাঁহারা আল্লার কালাম ও রাসুলের হাদীসে গভীরভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন—যাঁহারা শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান দ্বারা ইসলামের ব্যাপক প্রসার সাধন করিয়াছেন এবং যাঁহারা তরবারী ও লেখনীর সাহায্যে ইসলামের উপর শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছেন সেই সকল তফসীরকার, হাদীস-শাস্ত্রবিদ, গাযী-মুজাহিদ, লেখক ও গ্রন্থকারদের প্রতি আল্লার সন্তুষ্টি ও করুণা নাযিল হউক!

অতঃপর সকল প্রশস্তি ও সকল কৃতজ্ঞতা সেই মহান আল্লারই যিনি **তর্জুমানুল হাদীসকে** পূর্ণ নয়টী বৎসর তাঁহার বিধানাবলী প্রচারের তওফীক দান করিয়া উহাকে দশম বর্ষে প্রবেশ করাইলেন। **তর্জুমান** উহার আটটি বৎসর তাহার তথ্যদর্শী, তত্ত্বজ্ঞানী, পণ্ডিত-প্রবর, বিচক্ষণ, শাকের ও সাবের আলিম প্রতিষ্ঠাতার তত্ত্বাবধানে কাটাইয়াছে। কিন্তু কাল পরিবর্তনশীল, এবং কালক্রমে এক ঘটনা শেষ হইয়া অপর ঘটনা ঘটিয়া থাকে। নবম বর্ষ বয়সে **তর্জুমান** তাহার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠাতা, সুবিখ্যাত সম্পাদককে হারাইয়া মাতীম হইয়া পড়িল। সে তখন দক্ষিণে বামে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠাতার স্থান অধিকার করিতে এবং তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে এরূপ কাহাকেও পাইল না। তাই সে ক্ষীণকায় হইয়া পড়িল এবং দুর্বলতার কারণে তাহার উত্থানশক্তি রহিত হইবার উপক্রম হইল—তাহার স্বর দুর্বল হইয়া পড়িল এবং শত্রুগণ দুর্বুদ্ধিতাবশতঃ তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু আবার শুকুর সেই আল্লাহ পাকের। তিনি কয়েকজন সুপণ্ডিত 'আলিমকে **তর্জুমানের** খিদমতের জন্য জুটাইয়া দিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ শক্তি সামর্থ **তর্জুমানের** প্রতিপালনে নিয়োজিত করিবার জন্য সাড়া দিলেন। তাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা মরহুমকে মুষল ধারার বৃষ্টি এবং নিজেদিগকে শিশির-বিন্দু স্বীকার করতঃ শূন্যস্থান পূরণে নিজেদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া **তর্জুমানের** জন্য উচ্চ প্রবন্ধ ও মূল্যবান নিবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। **তর্জুমান** তাঁহাদের প্রচেষ্টার শুকরিয়া আদায় করিতেছে।

উল্লিখিত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে **তর্জুমান** তাহার সুশিক্ষিত, 'আলিম পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুদের নিকট আবেদন জানাইতেছে যে, তাঁহারা যেন **তর্জুমানের** প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতঃ তাহাকে স্থায়ী রাখিবার জন্য তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করেন। তাহাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিতে, তাহাকে শক্তিশালী করিতে ও তাহাকে উন্নত করিতে তাঁহারা যেন চেষ্টার ত্রুটি না করেন।

তর্জুমান তাহার মাননীয় গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিকট হইতে এই আশা রাখে যে, **তর্জুমানের** প্রতিষ্ঠাতার ইন্তিকালের ফলে **তর্জুমানের** গুণগত মানের যতটুকু অবনতি ঘটিয়াছে তাহা যেন তাঁহারা নিজ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা ক্ষমা করেন এবং উহার সংশোধন ও ক্ষতিপূরণের দিকে অধিকতর মনোযোগী হন—কেননা **তর্জুমান** তাঁহাদেরই জিনিস এবং তাঁহাদের আনুকূল্যে উহা বাঁচিয়া রহিয়াছে!

অবশেষে **তর্জুমান** আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করিতেছে যে, তিনি যেন **তর্জুমানকে** খাঁটিভাবে তাঁহারই খিদমতে নিয়োজিত রাখেন এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করেন—আল্লার দায়িত্ব গ্রহণ যথেষ্ট। **তর্জুমান** আল্লারই উপর নির্ভর করিতেছে—তিনিই উহার একমাত্র ভরসাস্থল—আর আল্লাই যথেষ্ট ভরসাস্থল। আমীন!

—শেখ আবদুর রহীম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুর্‌আন মজীদের বঙ্গানুবাদ

শেখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি, ফাজিল-দেওবন্দ

প্রথম সূরা—আল্‌-ফাতিহা ১ (আরম্ভিক সূরা)

মক্কায় অবতীর্ণ—আয়াত-সংখ্যা : সাত

যাচনা-প্রণালী

আল্লার আশ্রয় লইতেছি বিতাড়িত শয়তান হইতে২

بسم الله الرحمن الرحيم	* পরম কারুণিক, অতীব দয়ালু আল্লার নামে *৩
١ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ	১। প্রশংসা আল্লার (যিনি) জগৎসমূহের প্রতিপালক।
٢ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	২। পরম কারুণিক, অতীব দয়ালু।
٣ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ	৩। প্রতিদান-দিবসের কর্তা।
٤ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ	৪। তোমারই 'ইবাদত৪ আমরা করি এবং তোমারই সাহায্য আমরা চাহি।
٥ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ	৫। আমাদিগকে চালিত কর ন্যায় পথে,—
٦ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	৬। তুমি যাহাদের প্রতি বদান্য হইয়াছ তাহাদের পথে;—
٧ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ	৭। আক্রোশপ্রাপ্তদের (পথেও) না এবং পথভ্রষ্টদের (পথেও) না।৫

১ এই সূরার বহু নাম আছে; তন্মধ্যে কয়েকটি এই :—

(ক) আল্‌-ফাতিহা = আরম্ভিক। কুরআন মাজীদের প্রথমে ও নামাযের প্রথমে ইহার স্থান বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

(খ) উম্মুল-কুর্‌আন = কুরআনের মূল বা সার। কুরআনের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ তিনটি : ঈমান, আমাল ও পাপপুণ্যের ফলাফল। এই তিনটি বিষয়ই সংক্ষেপে এই সূরার মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া ইহার এই নামকরণ হইয়াছে।

(গ) সূরাতুস্‌-সালাত = নামাযের সূরা। এই সূরা বাদ দিয়া কোন নামাযই শুদ্ধ হয় না বলিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) সূরাতু-তা'লীমুল্‌-মাস্‌আলা = যাচনা প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার সূরা।

(ঙ) সূরাতুশ্‌-শিফা = রোগমুক্তির সূরা।

২ সূরা ১৬ (আন-নাহ্‌ল) : ৯৮ আয়াতে বলা হইয়াছে, "যখন তুমি কুরআন পড়িবে তখন আল্লার আশ্রয় চাহিও বিতাড়িত শয়তান হইতে।" আল্লার এই হুকুম পালন করা হয় কুরআন পাঠের শুরুতে "আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্‌ শয়তানির রাজীম" পড়িয়া।

৩ ক্রিয়াপদ উহ্য আছে। যে কাজের জন্য বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলা হয় সেই ক্রিয়াপদ উহ্য ধরিতে হইবে। যথা পড়িবার আগে যে বিসমিল্লাহ বলা হয় তাহাতে উহ্য থাকে "আমি পড়িতেছি;" শয়্যাদি ওযন করিবার আগে যে বিসমিল্লাহ বলা হয় তাহাতে উহ্য থাকে "আমি ওযন করিতেছি;" ইত্যাদি।

কেবলমাত্র কুরআন পাঠের পূর্বেই বিসমিল্লাহ পড়িতে হইবে, এমন কথা নয়; বরং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ পড়িতে হইবে। নবী করীম (স:) বলিয়াছেন, "যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিসমিল্লাহ সহকারে আরম্ভ করা না হয় উহা ছিন্নপুচ্ছ (অসমাপ্ত, বরকতশূন্য)।

৪ 'ইবাদতের মূল অর্থ আন্তরিক চরম দীনতা ও হীনতা অবলম্বন। নামায তথা রুকু (মাথা নত করা), সিজদা (মাটিতে মাথা ঠেকান), কুরবানী প্রভৃতি কার্যগুলি 'ইবাদতের বাহ্যিক রূপ।

৫ এই সূরার শেষে "আমীন" বলা সুন্নত। ইহার ফযীলত ও মাহাত্ম্য হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। "আমীন" এর অর্থ 'তথাস্তু', 'মঞ্জুর কর'।

www.ahlehadeethbd.org

দ্বিতীয় সূরা :—আল্‌বাকারা

(গাভী-বিবরণ-সম্বলিত)

মদীনায় অবতীর্ণ

আয়াত সংখ্যা : ২৮৬

প্রথম রুকু ১-৭ আয়াত

২—৫ মুমিনের বিবরণ : ৬—৭ কাফিরের বিবরণ

পরম কারুণিক, অতীব দয়ালু আল্লার নামে :

١ الم۔

১। আলিফ্, লা…ম্, মী…ম্[১]

٢ ذالك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين

২। ইহাই যে একমাত্র গ্রন্থ—ত হাতে কোন সংশয় নাই; [ইহা] (পাপ হইতে) আত্ম-রক্ষাকারীদের জন্য পথ-নির্দ্দেশ—

٣ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون

৩। যাহারা অদৃশ্যে[২] বিশ্বাস করে; এবং রীতিমত নামায পড়ে এবং আমরা[৩] তাহাদিগকে যাহাই সরবরাহ করিয়াছি তাহারই কিছু [দান] ব্যয় করে;

٤ والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون

৪। এবং যাহারা ঐ বিষয় [এর যথার্থতা] বিশ্বাস করে যাহা [হে নাবী মুহম্মদ,] আপনার উপর অবতীর্ণ করা হইয়াছে[৪] ও যাহা আপনার পূর্ব্বে অবতীর্ণ করা হইয়াছে[৫]; এবং পর-কালকে তাহারাই নিশ্চিত জ্ঞান করে।

٥ اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون

৫। তাহারা তাহাদের প্রতিপালক হইতে [আগত] পথ নির্দেশের উপরে [দৃঢ়], এবং তাহারাই সফলকাম।

১। কুরআন মজীদের ২৯টি সূরার প্রথমে এইরূপ বিচ্ছিন্ন অক্ষর রহিয়াছে। তন্মধ্যে তিনটি সূরার প্রথমে এক-অক্ষরী তিনটি—সাদ, কাফ্ ও নুন; নয়টি সূরার প্রথমে দুই-অক্ষরী চারিটি—তা-হা, তা-সীন, য়া-সীন ও হা-মীম; তেরটি সূরার প্রথম তিন অক্ষরী তিনটি—আলিফ-লাম-মীম; আলিফ-লাম রা,ও তা-সীন-মীম; দুইটি [illegible]মে চার-অক্ষরী দুইটি—আলীফ-লাম-মীম-সাদ ও আলিফ-লাম মীম-রা এবং দুইটি সূরার প্রথমে পাঁচ-অক্ষরী দুইটি—কাফ হা-য়া-আইন-সাদ ও হা-মীম-আইন-সীন-কাফ।

এই অক্ষরগুলির অর্থ রহস্যাবৃত; [illegible] ইহাদের তাৎপর্য সূরা ৩ (আল-ইমরান): ৭ আয়াতে বলা হইয়াছে। "এই অক্ষরগুলিও আল্লার কালাম" ইহা বিশ্বাস করাই [illegible] তাৎপর্য।

২। 'অদৃশ্য' [illegible] এখানে আল্লাঃ, ফিরিশ্‌তা, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৩। আল্লাঃ তা'আলা কুরআন মাজীদে নিজের জন্য উত্তম পুরুষ—সর্বনাম পদ প্রয়োগকালে সাধারণতঃ বহুবচন 'আমরা' ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা কতকটা Royal 'we' (বাদশার ফরমানে ব্যবহৃত 'আমরা') অথবা Editorial 'we' (সম্পাদক, লেখক ও বক্তার ভাষায় ব্যবহৃত 'আমরা') এর অনুরূপ।

৪। কুরআন মজীদকে আল্লার বাণী বলিয়া বিশ্বাস করে।

৫। তওরাৎ, যাবুর, ইন্‌জীলকে আল্লার বাণী বলিয়া বিশ্বাস করে।

www.ahlehadeethbd.org

৬ ان الذين كفروا سواء عليهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمنون'

৬। ইহা নিশ্চিত যে, যাহারা [পাকা] অবিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদিগকে আপনি সতর্ক করুন অথবা তাহাদিগকে সতর্ক না করুন, উভয়ই তাহাদের পক্ষে সমান—তাহারা বিশ্বাস করিবে না।

৭ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم'

৭। আল্লাহ তাহাদের হৃদয়ের উপর ও তাহাদের শ্রবণশক্তির উপর সিল্-মোহর লাগাইয়াছেন; আর তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ[৭]; এবং তাহাদের জন্য গুরু দণ্ড রহিয়াছে।

দ্বিতীয় রুকু ; ৮—২০

মুনাফিকের ঈমান ও কর্মপন্থার স্বরূপ

৮ ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين'

৮। কতক লোক এমন আছে যাহারা বলে, "আমরা আল্লাহ ও শেষ দিন বিশ্বাস করিয়াছি," অথচ তাহারা বিশ্বাসী নয়।

৯ يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون'

৯। তাহারা আল্লার সহিত এবং যাহারা (বাস্তবিক) বিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের সহিত প্রতারণামূলক ব্যবহার করে; কিন্তু [প্রকৃতপক্ষে] তাহারা নিজেদেরেই প্রতারণা করিয়া থাকে অথচ তাহারা অনুভবও করে না।

١٠ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون'

১০। তাহাদের হৃদয়সমূহে পীড়া[৮] রহিয়াছে; অনন্তর আল্লাহ তাহাদেরে (ঐ) পীড়ায় বৃদ্ধি দিলেন। এবং তাহারা মিথ্যা উক্তি করিতে থাকে[৮] বলিয়া তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

١١ واذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون'

১১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, "তোমরা দুনিয়াতে বিশৃংখলা ঘটাইও না," তাহারা বলে," "আমরাই ত নিশ্চিত শৃংখলা বিধানকারী[৯]।

৬। রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ সাংসারিক বিষয় আশয়ে কাফিরদের জ্ঞান অত্যন্ত গভীর, বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর ও শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত তীব্র; কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে তাহারা জ্ঞানশূন্য বুদ্ধিহীন, অন্ধ ও বধির হইয়া যায়।

৭। অবিশ্বাস রূপ পীড়া অথবা হিংসাজনিত হৃৎপিণ্ডের দহন জ্বালা।

৮। তাহাদের মিথ্যা উক্তি এই যে, তাহাদের অন্তরে ঈমান নাই অথচ তাহারা ঈমানের দাবী করে।

৯। 'আবদুল্লাহ ইব্ন্ উবাই প্রমুখ মুনাফিক নেতাগণ দাবী করিত যে, তাহারা মুসলিম জাতি ও য়াহুদী জাতির মধ্যে সমঝোতা ও মিলন সাধনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকিয়া শৃঙ্খলা আনয়নে বদ্ধপরিকর। আল্লাহ তা'আলা ইহার প্রতিবাদে বলেন যে, ঐ মুনাফিকগণ যাহাই দাবী করুক না কেন, বাস্তবিকপক্ষে একটা ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ঘটানই তাহাদের মূল উদ্দেশ্য। তাহারা যাহাতে উভয় জাতির উপরে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে এই মৎলবে তাহারা মুসলিম ও য়াহুদীদের মধ্যে বিরোধ ও যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়া উভয় জাতিকে পঙ্গু ও দুর্বল করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে।

www.ahlehadeethbd.org

১২। الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون٬

১২। মনে রাখিও! নিশ্চিত তাহারাই বিশৃংখলা আনয়নকারী[৯], কিন্তু তাহারা [তাহা] লক্ষ্য করিয়া দেখেনা!

১৩। واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لايعلمون٬

১৩। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, "লোকে[১০] যেই ভাবে বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছে" তোমরাও সেই ভাবে বিশ্বাস করিয়া বস, তাহারা বলে, "অবুঝেরা যেই ভাবে [শুনিবামাত্র না বুঝিয়া ও বিচার না করিয়াই] বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছে, আমরাও কি সেই ভাবে বিশ্বাস করিয়া বসিব?" মনে রাখিও! তাহারাই নিশ্চিত অবুঝ, কিন্তু তাহাদের [সে] জ্ঞান রাখে না।

১৪। واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شيطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزءون٬

১৪। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের সহিত যখন ঐ (মুনাফিক) লোকগণ সাক্ষাৎ করে তখন ঐ (মুনাফিক) লোকগণ বলে, "আমরা বিশ্বাস করিয়াছি," আর যখন তাহারা তাহাদের দুষ্ট দলপতিদের সহিত গোপনে মিলিত হয় তখন তাহারা বলে, "আমরা নিশ্চয় আপনাদের সঙ্গে, আমরা তো (তাহাদের সাথে) কৌতুককারী।"

১৫। الله يستهزئ بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون٬

১৫। আল্লাহ তাহাদের সহিত কৌতুক[১১] করেন, আর তাহাদিগকে তাহাদের দুষ্টামিতে প্রশ্রয় (আশ্‌কারা) দিতে থাকেন, (তাহাতেই) তাহারা বিভ্রান্ত হয়।

১৬। اولئك الذين اشتروا الضللة بالهدى فماربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين٬

১৬। তাহারা এমনই (নির্বোধ) লোক যে, সৎপরামর্শের স্থলে তাহারা ভ্রান্তি ক্রয় (গ্রহণ) করিল, ফলে তাহাদের ব্যবসাতে লাভ দিল না এবং তাহারা সুপথ অবলম্বী হইল না।[১২]

১৭। مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما اضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لايبصرون٬

১৭। তাহাদের অবস্থা এমন একজন লোকের অবস্থার মত যে লোক অতি কষ্টে আগুন ধরাইল। ফলে যখন ঐ আগুন সেই লোকটির চারি পাশ আলোকিত করিয়া উঠিল তখনই আল্লাহঃ তাহাদের আলো (হঠাৎ) অপসারিত করিয়া তাহাদিগকে কয়েক প্রকার অন্ধকারের[১৩] মধ্যে ত্যাগ করিলেন—তাহারা [কিছুই] দেখিতে পায় না।

১০। এখানে 'লোক' বলিয়া মদীনার লোক তথা খাঁটি মুসলিমদের বুঝানো হইয়াছে।

১১। আল্লাহ তা'আলা প্রশ্রয় দিতে দিতে হঠাৎ পাকড়াও করিয়া বসেন। ইহাই তো একটা বড় কৌতুক।

১২। দুনয়ার কারবারে তাহারা খুব পণ্ডিত; কিন্তু ধর্মীয় পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা সম্বন্ধে তাহারা একেবারে অনভিজ্ঞ—এ ব্যবসা তাহারা মোটেই বুঝেনা। তাই এই দিক দিয়া তাহারা ষোলআনা ক্ষতিগ্রস্ত।

১৩। যথা দুর্গম গিরিবর্ত্মের অন্ধকার, রাত্রির অন্ধকার, তুহিনের অন্ধকার ইত্যাদি।

আগুন ধরান = কালিমা তাওহীদ উচ্চারণ।

আলো = মুসলিমদের ভোগ্য পার্থিব সুবিধা।

আলো নির্বান = মুনাফিকদের স্বরূপ প্রকাশ।

নানাপ্রকার অন্ধকার ইসলাম বিরোধজনিত অসুবিধা।

www.ahlehadeethbd.org

১৮ صم بكم عمى فهم لايرجعون'

১৮। [মুনাফিকগণ] (ধর্মীয় ব্যাপারে) কালা, বোবা, অন্ধ—তাই তাহারা [সুপথের দিকে] ফিরিতে পারে না।

১৯ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم فى اذا انهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين'

১৯। অথবা [তাহাদের অবস্থা] আসমান হইতে ঐ বৃষ্টিধারা [দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি]র ন্যায় যাহার মধ্যে থাকে নানা প্রকার অন্ধকার,[১৩] বজ্রগর্জন ও বিদ্যুচ্ছটা—লোকে অশনির কারণে (উপায়ান্তর না দেখিয়া) মরণ এড়াইতে নিজ নিজ কাণের মধ্যে আঙ্গুল রাখে,[১৪] আর আল্লাহ বিশ্বাসহীনদের পরিবেষ্টনকারী।

২০ يكاد البرق يخطف ابصار هم كلما اضاءلهم مشوافيه واذا اظلم عليهم قاموا ولوشاء الله لذهب بسمعهم وابصار هم ان الله على كل شئ قدير'

২০। বিদ্যুচ্ছটা তাহাদের দৃষ্টি ছিনাইয়া লইবার উপক্রম করে,[১৫] যখনই ঐ বিদ্যুৎ তাহাদের মঙ্গলার্থ (বিকশিত হইয়া) আলোক দান করে তাহারা ঐ আলোকে পথ চলে, আর যখন উহা (অন্তর্হিত হইয়া) অন্ধকার নামায় তখন তাহারা থম কয়া দাঁড়ায়।[১৬]

এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তবে তিনি নিশ্চয় তাহাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি (একেবারে) লোপ করিতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।

১৪। আসমান হইতে [illegible]জীবনীশক্তি-দায়িনী বৃষ্টিধারা কুরআন; অন্ধকার কুরআনে [illegible] অবিশ্বাস ও কপটতা; বিদ্যুৎ কুরআনে ব[illegible] যুক্তিপ্রমাণ; বজ্রগর্জন কুরআনে অবিশ্বাস ও কপটতার ভয়াবহ পরিণামের উল্লেখ। কুরআনের যুক্তি প্রমাণ তাহাদের জ্ঞানচক্ষুকে প্রায় অন্ধই করিয়া ফেলে; আর কুরআন যখন বজ্র-নির্ঘোষে অবিশ্বাস ও মুনাফিকীর শাস্তি বর্ণনা করে তখন কাফির ও মুনাফিকগণ তাহা শুনিলে ভয়ে তাহাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে। তাই তাহারা যাহাতে তাহা শুনিতে না পায় সেই উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কানে আঙ্গুল ঢুকাইয়া দেয়।

১৫) তাহারা পার্থিব সকল ব্যাপারে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে; কিন্তু কুরআনে বর্ণিত যুক্তি-প্রমাণের জওয়াব সম্পর্কে তাহাদের বুদ্ধি প্রায় লোপ পায়।

১৬) কুরআনে বর্ণিত যুক্তি প্রমাণ যখন মুনাফিকদের অনুকূলে হয় তখন তাহারা তাহা মানিয়া লয়; কিন্তু উহা যখন তাহাদের স্বার্থের প্রতিকূল হয় তখন তাহারা তাহা মানিয়া লইতে ইতস্ততঃ করে।

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুন্‌তাছির আহমদ রহমানী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪৪৭) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যেকোন মুসলমান মারা যায় এবং তাহার জানাযায় চল্লিশ জন মুসলমান শরীক হয় যাহারা আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক করেনা তাহাদের সুপারিশ তাহার সম্বন্ধে গৃহীত হইবে।—মুসলিম।

قال سمعت النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لايشركون بالله شيأ الا شفعهم الله فيه

৪৪৮) সামুরা বিন জুন্দব (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহর (দঃ) পশ্চাতে জনৈকা মহিলার জানাযার নমায সমাধা করিয়াছি যিনি তাহার প্রসব ঋতুতে (নেফাসে) মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। সেই জানাযায় রসূলুল্লাহ (দঃ) উক্ত মহিলার লাশের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

قال صليت وراء النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على امراة ماتت فى نفاسها فقام وسطها

৪৪৯) জননী আয়েশার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বয়যার দুই পুত্রের প্রতি মস্‌জিদেই নমায পড়িয়াছিলেন।—মুসলিম।

قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ابنى بيضاء فى المسجد

৪৫০) হযরত আবদুররহমান বিন আবিলায়লা রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হযরত যায়দ বিন আরকম সাধারণতঃ জানাযায় চারিবার তকবীর বলিতেন কিন্তু একবার তিনি পাঁচবার তকবীর বলিলেন, আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) এইরূপই কোন সময় পাঁচবার তকবীর বলিতেন।—মুসলিম ও সুনন চতুষ্টয়।

كان زيد بن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يكبرها

৪৫১) হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি সহল বিন হানীফের জানাযায় ছয়বার তকবীর বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তিনি বদরযুদ্ধে যোগদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।—ছয়ীদ বিন মনসুর।

انه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال انه بدرى

৪৫২) হযরত নাফের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) রেওয়াত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ(দঃ) জানাযার নামাযে চার তকবীর বলিতেন এবং প্রথম তকবীরের পর সূরত ফাতেহা পাঠ করিতেন।— শাফেয়ী দুর্বল সূত্রে।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يكبر على جنائزنا اربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب فى التكبيرة الاولى

৪৫৩) তলহা বিন আবদুল্লাহ বিন আউফ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত ইব্‌নে আব্বাসের পশ্চাতে এক

قال صليت خلف ابن عباس (رضى) على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا انها سنة

www.ahlehadeethbd.org

জানযার নামায পড়িয়াছে। তিনি উক্ত জানাযায় সূরা ফাতেহা পাঠ করতঃ বলিয়াছেন যে, আমি এই জন্য পাঠ করিয়াছি যাহাতে তোমরা অবহিত হইতে পার যে, উহা পাঠ করা সুন্নত।—বুখারী।

৪৫৪) হযরত আউফ বিন মালেক (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) জানাযার নামায পড়িলেন, (তখন) আমি তাঁহার দোআ হইতে এই দোআ কণ্ঠস্থ করিয়াছি, "হে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা কর, রহম কর, তাহার (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য) ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার কর, তাহাকে উত্তম আতিথ্য দান কর, তাহার বাসস্থান প্রশস্ত কর, তাহার (পাপসমূহ) পানি, বরফ দ্বারা বিধৌত কর এবং তাহাকে পাপ হইতে এইভাবে পরিষ্কার কর যেমন শ্বেতবস্ত্র ময়লা হইতে পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং তাহার গৃহের পরিবর্তে উত্তম গৃহ আর তাহার পরিবারের পরিবর্তে উত্তম পরিবার প্রদান কর এবং হে আল্লাহ তাহাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাও এবং কবরের বিপদ আপদ আর নরকের শাস্তি হইতে পরিত্রাণ দান কর।—মুসলিম।

قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار

৪৫৫) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) জানাযার নমাযে (তৃতীয় তক্‌বীরের পর) এই দোয়া পড়িতেন, "হে আল্লাহ, আমাদের জীবিত ও মৃত, হাযির এবং গাইব, ছোট এবং বড়, পুরুষ ও মহিলা-দিগকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ, আমাদের মধ্য হইতে যাহারা জীবিত থাকে তাহা-দিগকে ইসলামের উপরই জীবিত রাখ এবং যাহারা মৃত্যুবরণ করে তাহাদিগকে ঈমানের সহিত মৃত্যুদান করিও। হে আল্লাহ, তাহাদের পুণ্য হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিওনা এবং মৃত্যুর পর আমাদিগকে কোন বিপদে নিক্ষেপ করিও-না।—মুসলিম ও সুনন।

كان رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم اذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لاتحرمنا اجره ولا تفتنا بعده

৪৫৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء মৃত ব্যক্তির প্রতি জানাযা সমাধা কালে তাহার জন্য বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে দোয়া করিও।—আবু দাউদ। ইব্‌নে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৪৫৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যথা-শীঘ্র জানাযাকে দ্রুত গতিতে লইয়া চল, যদি সে সৎ হয় তাহাহইলে উহা এমন একটি মঙ্গল যাহার দিকে তাহাকে অগ্রসর করিয়া দিলে। পক্ষান্তরে যদি সে অন্য কিছু হয় তাহা হইলে একটি অমঙ্গলকে তোমরা স্বীয় গর্দ্দান হইতে অপসারিত করিয়া দিলে।—বুখারী ও মুসলিম।

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدموا نها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

www.ahlehadeethbd.org

৪৫৮) তিনি আরও রেওয়ায়েত করিয়াছেন; রসূলুল্লাহ(দঃ)ফরমাইয়াছেন যে কেহ কোন মৃত ব্যক্তির নিকট গমন করতঃ জানাযা পর্যন্ত অবস্থান করে সে এক কীরাৎ পুণ্য লাভ করিবে এবং যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিবে সে দুই কীরাৎ পুণ্য লাভ করিবে। কীরাতের অর্থ জিজ্ঞাসিত হইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, বৃহৎ দুইটি পর্বততুল্য।—বুখারী ও মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين

মুসলীমের সূত্রে (দাফন করার স্থলে) কবরে রাখা পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। বুখারীর বর্ণনাতে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, যেব্যক্তি কোন মুসলমানের জানাযায় বিশ্বাস এবং পুণ্যলাভের আশায় শরীক হইয়া নমায সমাধা করে এবং দাফন ক্রিয়া সম্পন্ন করে, সে ব্যক্তি দুই কীরাৎ পুণ্যসহ প্রত্যাবর্তন করে, প্রত্যেক কীরাৎ উহুদ পর্বততুল্য।

من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل احد

৪৫৯। হযরত সালেম বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) স্বীয় পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং আবুবকর এবং উমরকে (রাযিঃ) জানাযার সম্মুখভাগে গমন করিতে দেখিয়াছেন।—আহমদ ও সুনন। ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে নাসায়ী এবং অপর কতিপয় লোক ইহাকে মুর্সল বলিয়াছেন।

انه راى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وابابكر وعمر يمشون امام الجنازة

৪৬০) হযরত উম্মে আতীয়া (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমাদিগকে (স্ত্রীলোক) জানাযার সহিত গমন করা হইতে বারণ করা হইয়াছে। কিন্তু কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নাই।—বুখারী ও মুসলিম।

نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

৪৬১) হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাযিঃ) বরাতে বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কোন জানাযা প্রত্যক্ষ করিলে তোমরা দাঁড়াইয়া যাইবে এবং যে কেহ উহার সহিত গমন করিবে তাহার পক্ষে উহা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত উপবেশন করা উচিত নহে। —বুখারী ও মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع

৪৬২) আবু ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ মইয়তকে (মৃতকে) কবরের পায়ের দিক হইতে কবরস্থ করিতেন এবং বলিতেন, ইহাই সুন্নত।—আবুদাউদ।

ان عبد الله بن يزيد (رضى) الله تعالى عنه ادخل الميت من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة

৪৬৩) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) নবী করীম (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের মইয়তকে কবরে রাখিবার সময় "বিসমিল্লাহে ওয়া আলা মিল্লাতে রসূলিল্লাহ" আল্লাহর নামে ও রসূলুল্লাহর মিল্লতে উপরই এই মৃতদেহ সমাধিস্থ করিতেছি।—আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী। ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন পক্ষান্তরে দারকুতনী ইহাতে মওকুফ হওয়ার ত্রুটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন[১]।

اذا وضعتم موتاكم فى القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله

১) দারকুত্নী ও নাসায়ী (রাঃ) এই হাদীসকে মওকুফ সাব্যস্ত করিলেও যেহেতু ইহাতে ইজ্তিহাদের কোন সম্ভাবনা নাই সুতরাং ইহাকে মরফুরূপেই গ্রহণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু ইহার সাক্ষ্য স্বরূপ বিবিধ বর্ণনা রেওয়ায়ত করা হইয়াছে। ইমাম হাকীম ও বয়হকী দুর্ব্বল সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূল-তনয়া উম্মে কুলসুমকে সমাধিস্থ করার সময় রসূলুল্লাহ (দঃ) এই দোয়া পাঠ করিয়াছেন, মিন্হা খালাক্নাকুম ওয়া ফীহানুয়ীদুকুম ওয়া মিন্হা নুখরিজুকুম তারাতান উখ্রা, বিস্মিল্লাহে ওয়া ফী সবীলিল্লাহে ওয়া আলা মিল্লাতে রসূলিল্লাহে (দঃ)। ইমাম শাফেয়ী বলেন, সমাধিস্থকারী যে দোয়া ইচ্ছা পাঠ করিতে পারে। ইহার সীমা নির্ধারিত নাই।—নয়লুল ও সুবুলুস্ সালাম।

www.ahlehadeethbd.org

৪৬৪) জননী আয়েশা (রাযিঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন, দেখ, মৃতব্যক্তির অঙ্গহানী করা পাপের দিক হইতে—জীবিত ব্যক্তির অঙ্গহানীর তুল্য।—আবু দাউদ; ইবনে মাজাতে উম্মেসালমার সূত্রে ফিলইসমে শব্দও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

قال كسر عظم الميت ككسره حيا

৪৬৫) হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) যেরূপ লেহ্দ (বগ্‌লী কবর) করা হইয়াছিল আমার জন্য সেইরূপ লেহ্দ খনন করিও এবং উহাতে ইষ্টকখণ্ড স্থাপন করিও যেভাবে হযরতের (দঃ) কবরে করা হইয়াছিল।—মুস্‌লিম। বয়হকী হযরত জাবের কর্তৃকও এইরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহাতে "তাঁহার কবর জমীন হইতে অর্ধহস্ত পরিমাণ উঁচু করা হইয়াছে" বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। মুসলিম শরীফে তাঁহারই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) কবরকে পাকা করিতে, উহার উপর উপবেশন করিতে এবং উহার উপর কিছু নির্মাণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

قال الحدوا لى لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه

৪৬৬) হযরত আমের বিন রবীয়া (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) উছমান বিন মযউনের জানাযার নমায সমাধার পর তাঁহার কবরের নিকট আগমন করতঃ দাঁড়ান অবস্থায় উহাতে তিন অঞ্জলী মাটি প্রদান করিলেন।—দারকুত্‌নী।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى على عثمان بن مظعون واتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم

৪৬৭) হযরত উছমান (বিন আফ্‌ফান) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) লাশ কবরস্থ করার পর সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেন, মুসলমানগণ তোমাদের মৃত ভ্রাতার জন্য দোআ যাচ্ঞা কর এবং যাহাতে ফেরেশতাদের প্রশ্নোত্তরে তাহার পদস্খলন না ঘটে তাহার জন্য প্রার্থনা করিতে থাক, কেননা সে এখনই জিজ্ঞাসিত হইবে।—আবুদাউদ, হাকীম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسلوا له التثبيت فانه الان يسئل

৪৬৮) জনাব যামুরা বিন হবীব তাবেয়ী (রহঃ) বলিয়াছেন, সুধীবৃন্দ ইহা পছন্দ করিতেন যে, যখন লাশ কবরস্থ করতঃ মানুষ প্রত্যাবর্তন করে তখন তাহার গোরের নিকট দাঁড়াইয়া বলা যায়, "হে অমুক", তুমি বল, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই" তিনবার এইরূপ বলিবে। হে অমুক, তুমি বল আল্লাহই আমার প্রভু এবং আমার দীন হইতেছে ইস্‌লাম এবং আমার নবী হইতেছেন হযরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।—ছঈদ বিন মনসূর মওকুফভাবে এবং তাবরানী মরফূ'ভাবে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

كانوا يستحبون اذا سوى على الميت قبره وانصرف الناس عنه ان يقال عند قبره يافلان قل لا اله الا الله ثلاث مرات يافلان قل ربى الله ودينى الاسلام ونبيي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

৪৬৯) হযরত বুরায়দা হাসীব আসলামী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে (এতদিন পর্যন্ত) কবর যিয়ারত হইতে বারণ করিয়াছিলাম, এখন তোমরা যিয়ারত করিতে পার।—মুসলিম। তিরমিযীর বর্ণনাতে "কবর যিয়ারত পরকালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়" বর্দ্ধিত হইয়াছে। এবং ইবনে মাজাতে ইবনে মসূউদের রেওয়ায়তে "দুনিয়ার মোহ হইতেও পরিত্রাণ দান করিয়া থাকে" বর্দ্ধিত হইয়াছে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

فانها تذكر الاخرة

وتزهد فى الدنيا

৪৭০) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) কবর যিয়ারতকারীদের প্রতি অভি-

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور

www.ahlehadeethbd.org

শস্পত করিয়াছেন।—তিরমিযী। ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৪৭১) হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) মাতমকারিনী ও উহার শ্রবণকারিনীদের প্রতি অভিশম্পাত করিয়াছেন।—আবু দাউদ।

لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النائحة والمستمعة

৪৭২) হযরত উম্মে আতীয়া (রাযিঃ) বলিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদের নিকট হইতে (বয়অত গ্রহণকালে কাহারও মৃত্যুতে) মাতম না করার অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন।—বুখারী ও মুসলিম।

قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان لانوح

৪৭৩) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, মইয়তের প্রতি মাতম করার জন্য তাহাকে শাস্তি প্রদান করা হইয়া থাকে তাহার কবরে।—বুখারী ও মুসলিম। হযরত মুগীরার সূত্রেও এইরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه

৪৭৪) হযরত আনসের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহর জনৈকা দুহিতার দাফন করার সময় উপস্থিত হইয়াছি। সেই সময় রসূলুল্লাহ (দঃ) কবরের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, তখন আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুপাত হইতেছে।—বুখারী।

شهدت بنتا للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان

৪৭৫) জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, দেখ রাত্রিকালে তোমাদের মইয়তকে দাফন করিওনা। কিন্তু অনিবার্য কারণ বশতঃ (করা যাইতে পারে)।—ইবনে মাজাহ্। মূল হাদীস মুসলিমেও বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ রাত্রিকালে কাহাকেও জানাযার নমায না পড়িয়াই দাফন করা কঠোর ভাবে বারণ করিয়াছেন।

ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لاتدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا اليه

৪৭৬) হযরত আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রাযিঃ) বলিয়াছেন জা'ফরের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, জা'ফর গোত্রের জন্য অদ্য আহার তৈয়ার কর। কারণ তাহাদের এরূপ দুঃসংবাদ আসিয়াছে যাহাতে তাহারা অতিব্যস্ত থাকিবে (আহারের সংস্থান করিতে পারিবেনা)।—আহমদ ও সুনন—নাসাযী ব্যতীত।

اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم

৪৭৭) সুলায়মান বিন বুরায়দা স্বীয় পিতার মারফত রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) সাহাবাগণকে গোর যিয়ারতে এই দোয়া পড়িতে শিক্ষা দিয়াছেন, হে কবরস্থ মু'মিন ও মুসলিমবৃন্দ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। ইন্‌সাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সহিত মিলিত হইতেছি। আল্লাহর নিকট আমাদের এবং তোমাদের জন্য ক্ষমা ও শান্তি ভিক্ষা করিতেছি।—মুসলিম।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر ان يقولوا السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله تعالى بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية

৪৭৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) মদীনাস্থ গোরস্থানে গমন করতঃ কবরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, হে কবরবাসীগণ, আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন, তোমরা আমাদের পূর্ববর্তী এবং আমরা তোমাদের পদাঙ্কানুসরণকারী মাত্র (অর্থাৎ সকলেই এক পথের যাত্রী)।—তিরমিযী।

مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقبور المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر

৪৭৯) জননী আয়েশা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, তোমরা মৃতগণকে গালী দিওনা, তাহারা নিজেদের কর্মফল ভোগ করিতেছে।—বুখারী।—তিরমিযী মুগীরার সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। (চলবে)

لاتسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইসলাম ও গ্রন্থাগার

মূল : এস, বেলাহেত হুসেন,
বি, এ, ডি, এল, এস, ডিরেক্টর অব লাইব্রেরীজ,
গবর্ণমেণ্ট অব পাকিস্তান, করাচী।

অনুবাদঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান
বি-এ, বি-টি

ইসলামের সূচনায়

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনা—ইসলাম আরবের বুক থেকে বিশ্বের দিকে দিকে জ্ঞানের ভাতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে, সমস্ত জগত অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, সাহিত্য ও জ্ঞান-চর্চা অধোগতির সর্ব নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। জ্ঞানার্জন রাজবংশ আর উচ্চ দর্জার পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। খৃষ্ট জগতে অজ্ঞানতা ঈমান বা ধর্ম বিশ্বাসের প্রসূতিরূপে পরিকীর্তিত! সমগ্র পাশ্চাত্য জগত আঁধারের গর্ভে নিমজ্জিত—শুধু সন্ন্যাসীদের আখড়া গুলোতে জ্ঞানের বাতি মিট মিট ক'রে জ্বলছে। কিন্তু সেখানেও মৌলিক পুস্তকের সন্ধান খুব অল্পই পাওয়া যেতো। কোন সমৃদ্ধশীল মঠে ১৪০ খানা পুস্তকের সমাবেশ ঘটলে সেটাকে পরম গৌরবের এক মূল্যবান উৎস রূপ মনে করা হতো।

ইসলামে জ্ঞানের গুরুত্ব

ইসলাম জীবন সম্পর্কে এক নূতন মতবাদ নিয়ে জগতে আবির্ভূত হ'ল। অজ্ঞানতার তিমির আঁধার থেকে জ্ঞানের আলোক বাসরে আদম সন্তানকে টেনে আনার কাজ শুরু হ'ল। এই ধর্মের ভিত্তিই হ'ল এমন এক মহান গ্রন্থ যার নাম হ'ল কোরআন অর্থাৎ "পড়া"। কোরআনের প্রথম যে বাণী মহানবী মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) উপর নাযেল হয় সেও হচ্ছে পড়া সম্পর্কে اقرأ باسم ربك তোমার প্রভুর নাম নিয়ে পড়—সুতরাং শিক্ষা এবং বিদ্যাবত্তাই যে হবে এই ধর্মের মৌলিক উপাদান তা অবধারিত। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জ্ঞান অর্জনের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে :

يتفكرون فى خلق السموات والارض ربنا ماخلقت هـذا باطـلا

"আকাশ এবং ভূমণ্ডলের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর উপর তারা গভীর ভাবে চিন্তা করে এবং বলে, প্রভুহে, এসব তুমি বৃথাই সৃষ্টি কর নাই"। "যে জ্ঞানই তোমরা অর্জন কর গ্রন্থে তা লিখে রাখ" রসূলুল্লাহর [দঃ] এই বাণী মুসলমানদের উপর জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় গ্রন্থ রচনা ও সঙ্কলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিপুল উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

জ্ঞানার্জনে উৎসাহ

ইসলামের নবী [দঃ] প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর বিদ্যার্জনকে ফরজ করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই এই নির্দেশ মুসলমানগণের উপর কল্যাণপ্রদ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে সমগ্র মুসলিম জগত এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জ্ঞানর্চ্চায় সক্রিয় হয়ে উঠে।

রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত বাণী আরব জাতির নিস্তেজিত কর্মোদ্যমে এক নব প্রেরণা সঞ্চার করে। তাঁর জীবৎ কালেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে বীজ রোপিত হয়—তাই উত্তরকালে বাগদাদ, সালের্ণো, কায়রো, কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়ের মহীরূহে পরিণতি লাভ করে। রসূলুল্লাহর (দঃ) আহ্লে বায়তের সকলেই তাঁর জীবদ্দশায় শিক্ষা এবং চিন্তা চর্চার কাজ শুরু করে দেন। ইসলামী জ্ঞানে হযরত আলী প্রভূত বুৎপত্তি অর্জন করেন। কে না জানে তিনি এবং তার চাচাত ভাই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস সে যুগের শ্রেষ্ঠতম চিন্তাবিদ-রূপে খ্যাত ছিলেন।

ইসলাম সগৌরবে ঘোষণা করে যে, উহাই জগতের একমাত্র পূর্ণ ধর্ম এবং কামেল জীবন ব্যবস্থা। পৃথিবীর প্রলয়কাল পর্যন্ত এই ঘোষণা বাণীর যাথার্থ অক্ষুন্ন রেখেই ইসলামের পূর্ণতার দাবীর যৌক্তিকতা কার্যতঃ প্রতিপন্ন হতে পারে। আল কোরআন এবং হাদীসে-রসুল (দঃ)—ইসলামের এই দুই মহা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমকে চির অক্ষয় ও চির-সজীব রেখেই এই পূর্ণতার প্রতিপাদন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। তাই আমরা দেখতে পাই, কোরআন এবং হাদিসের সংরক্ষণের মহৎ উদ্দেশ্যে গোড়াগুড়ি থেকেই বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতিতে উহাদের সংগ্রহ, সঙ্কলন ও গবেষণা কার্য্যে ব্রতী হওয়ার জন্য মুসলমানগণ এক তীব্র অন্তর্জাত প্রেরণা অনুভব করতে থাকে। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের তামদ্দুনী জীবনের অন্যতম অপরিহার্য্য অংশ রূপে লাইব্রেরী আপনার স্থান ক'রে নেয়।

পবিত্র কোরআন

যুগ ও কালের সমস্ত সীমা অতিক্রম ক'রে আল কোরআন মুসলমানদের হেদায়তের চির উজ্জ্বল দীপ্তি রূপে বিদ্যমান থাকতে এসেছে। অতি প্রারম্ভ থেকেই সমগ্র কোরআনের সযত্ন সংরক্ষণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। হযরত আবু বকর স্বীয় তত্ত্বাবধানে সমগ্র কোরআনের সঙ্কলন কার্য্যের কঠিন দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করেন। সমস্ত অংশ সংগ্রহের জন্য তিনি যায়েদ বিন সাদেককে নিয়োজিত করেন। তিনি মানুষের হৃদয়-ফলক, শুভ্র প্রস্তরের তক্তা এবং খর্জুর পত্রে লিপিবদ্ধ উহার সমস্ত অংশ একত্রিত করেন। এই ভাবে সংগৃহীত ত্রুটীশূন্য অনুমোদিত কপি উম্মেহাতুল মোমেনীন হযরত হাফসার (রাঃ) নিকট গচ্ছিত রাখা হয়। বলা বাহুল্য, এটাই হচ্ছে আরবীতে লিখিত এবং লিপিবদ্ধ আসল কুরআনে-পাক। এরপর থেকে শুরু হ'ল দেশ বিজয়, শাসনের স্থায়িত্ব বিধান, এবং সংগঠনের সময়। হযরত ওমরের খেলাফত কালে ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী সিরিয়া, ইরাক এবং মিসরে উড্ডীয়মান হয়। ইরানও বিজিত হয়।

হযরত উসমানের খেদমত

হযরত উসমানের খেলাফত কালে হুজায়ফা নিরীক্ষণ করলেন যে, বিভিন্ন স্থানে যে সব কোরআন সঙ্কলিত হয়েছে তার কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান। হযরত উসমান উপলব্ধি করলেন সমস্ত কোরআন একই নির্দিষ্ট মানের হওয়া একান্ত আবশ্যক। এজন্য একটি কোরআনকে আদর্শমানের প্রস্তুত করে উহার হুবহু নকল অধীনস্থ গবর্ণরগণের মধ্যে বিতরণ করলেন। তিনি ৪ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটী গঠন করে সাবেত বিন যায়েদকে উহার নেতা নির্ব্বাচন করলেন। উদ্দেশ্য : চতুর্দিকে প্রচলিত সমস্ত কোরআনকে একই নির্দিষ্ট মানের অনুসারী করা। হযরত আবু বকর [রাঃ] কর্তৃক সঙ্কলিত এবং হযরত হাফসার নিকট গচ্ছিত কোরআনের আসল কপিটি চেয়ে আনা হল। তাঁর হুবহু ৪টি কপি ক'রে একটি মদিনায় রাখা হল—আর একটি করে দামেস্ক, বসরা এবং কুফার গবর্ণরের নিকট প্রেরণ করা হ'ল। আসল কপি হযরত হাফসাকে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। কোরআনের অন্য যে সব কপিতে কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেল সেগুলো বাজেয়াফত করে নষ্ট করে ফেলা হ'ল। হযরত ওসমানের এই কাজ ছিল ইসলাম জগতের জন্য এক মহত্তম খেদমত। এ কাজ যদি তাঁর দ্বারা নিষ্পন্ন না হ'তো তা হ'লে আজ আমরা ইসলামের যে রূপ দেখতে পাচ্ছি তা আর দেখা সম্ভবপর হ'তো না বরং এর ভিন্ন রূপই আজ আমাদের নজরে পড়ত। কোরআনের অধিকাংশ আয়াত হয়ত পরিবর্তিত হয়ে বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হ'তো, আর কতকটা শক্তিশালী শাসক অথবা তথাকথিত পুরোহিতদের মর্জি অনুসারে রূপান্তরিত হতো।

জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা

ইসলামের প্রসারের জন্য জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বিদ্যাবত্তার চর্চা একান্ত অপরিহার্য। বরং এই চর্চ্চাকে জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জ্জনের আসল বুনিয়াদ রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। কোরআন-পাকে মুসলমানদিগকে প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে قل رب زدنى علما বল, হে প্রভু, আমার জ্ঞানকে বর্ধিত করো। এর উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান অর্জ্জনের স্পৃহাকে জাগ্রত করা, আর জ্ঞানের

www.ahlehadeethbd.org

ক্রম প্রসারের জন্য প্রার্থনার লক্ষ হচ্ছে স্থবিরতা থেকে উহার অগ্রগতিকে রক্ষা করা।

জ্ঞানের প্রশস্তি

এখন প্রশ্ন এই যে, জ্ঞান কি বস্তু? এটা আর কিছুই নয়, জ্ঞান হচ্ছে সেই তথ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যে তথ্য সাধারণতঃ এবং স্বাভাবিক ভাবে মানুষ অবগত নয় এবং যা পড়াশুনা বা অধ্যয়নের মাধ্যমেই অবগত হওয়া যায়। রসূলুল্লাহ (দঃ) অনেক স্থলেই অত্যন্ত জোরদিয়ে মুসলমানদের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বের কথা বলে গিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বাণীর কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

১) শুধু অধ্যয়নের মধ্যস্থতায় জ্ঞানার্জন করা যেতে হবে।

২) জ্ঞানার্জন কর, কারণ যে জ্ঞানার্জন ক'রে সে আল্লাহর পথে (অবস্থান করে), সে ধার্মিকতার কাজই আঞ্জাম দিয়ে থাকে। যে এই বিদ্যার কথা বলে, সে আল্লাহরই প্রশংসা করে। যে এই জ্ঞানের আকাঙ্খা পোষণ করে, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে থাকে।

যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুসন্ধানে বাড়ী থেকে বহির্গত হয়, সে আল্লাহর পথেই পদক্ষেপ করে থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞানের সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করে আল্লাহ তালা তাকে বেহেশতের পথ দেখিয়ে থাকেন। জ্ঞানের অনুসন্ধানকারীকে কেয়ামত দিবসে বেহেশতে অভিনন্দন জানান হবে; স্বয়ং ফেরেশতারা তাদিগকে খোশ আমদেদ জানাবেন।

রসূলুল্লাহকে [দঃ] একদা একথাও বলতে শোনা গেছে যে, জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে যদি প্রয়োজন হয় বিদেশেও গমন কর। রসূলুল্লাহর [দঃ] এই সব বাণী দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি এই আকাঙ্খাই পোষণ করেছিলেন যে, মুসলমানকে জন্মের পরমুহূর্ত থেকে মৃত্যুর পূর্ব সময় পর্যন্ত জ্ঞানের সন্ধান করতে হবে।

গ্রন্থাগার স্থাপন

রসূলুল্লাহ (দঃ) যে জ্ঞান অর্জনের জন্য এতটা গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সেই জ্ঞান যার মারফত আহরণ করা যাবে এমন প্রতিষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন দেখাদিল। এ কাজের জন্য গ্রন্থাগার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কোন প্রতিষ্ঠানের কল্পনা কেউ করতে পারলোনা। গ্রন্থাগার শত শত বৎসর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মানুষের লিপিবদ্ধ চিন্তারাজির যোগ্যতম এবং বিশ্বস্ততম সঞ্চয়াগাররূপে স্বীকৃত ও প্রমাণিত হয়েছে। লাইব্রেরী সম্বন্ধে কত সুন্দর ও কত সত্য কথাই না বলা হয়েছে নিম্নেধৃত বাক্যে:

"একথা স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষ এ পর্যন্ত যা চিন্তা করেছে, এবং ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন দেখেছে, আধুনিক এবং প্রাচীন গ্রন্থাগার সমূহ তা স্বযত্নে আপন বুকে ধারণ করে রেখেছে। লাইব্রেরী হচ্ছে অতীত এবং বর্তমানের সংযোগ স্থল। কর্মোদ্যমের এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে মানবীয় অগ্রগতির পদচিহ্ন এখানে রেখাঙ্কিত হয়ে আছে।

লাইব্রেরীর মাধ্যমেই মৃত আত্মা নব জীবনের স্পন্দন অনুভব করতে ও নূতন পথে জীবন পরিচালনার প্রেরণা লাভ করতে পারে। লাইব্রেরীই হচ্ছে সৃজনশীল মানুষের কীর্তিস্তম্ভ, ভাবধারার সুরক্ষিত কোষাগার এবং জ্ঞান ও বিদ্যারাজির ভাণ্ডার। এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রেই ইসলামের নবী (দঃ) এরশাদ ফরমিয়েছিলেন, "আমি জ্ঞানের নগর আর আলী তার দুয়ার।" প্রকৃত প্রস্তাবে এই হাদীসের দ্বারাই তিনি এমন এক বস্তুর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যাকে আমরা বলতে পারি লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার। এর দ্বারা রূপক ভাবে তিনি কি নিজেকে সার্বজনীন জ্ঞানের প্রতীক বিশ্বগ্রন্থাগাররূপে অভিহিত করেন নাই?

বিশ্বজনীন গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারে আমরা কেন যাই? আমরা সেখানে যাই অজানাকে জানতে। আমরা একটু আগেই দেখতে পেলাম রসূলুল্লাহ [দঃ] নিজেকে বিশ্বগ্রন্থাগার

[২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

www.ahlehadeethbd.org

ইসলাম সমন্বয় নহে

—অধ্যাপক মোঃ আবদুল গণি এম, এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মানবজাতির বৈষয়িক উন্নতি হইয়াছে সত্য; কিন্তু পূর্বাপেক্ষ অশান্তি বাড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার, শোষণ-জুলুম; চারিত্রিক অধঃপতন ও নৈতিক স্খলন সমতালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে; আর কোন কোন ক্ষেত্রে ইহারা অধিকতর শক্তিসঞ্চয় করিয়া এবং নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া মানুষকে প্রলুব্ধ এবং প্রতারিত করিতেছে—মানবতার সর্বনাশ সাধন করিতেছে।

"জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বৈষয়িক দিকদিয়া মানুষ ক্রমোন্নতি করিয়া চলিয়াছে এবং ইহা ক্রমাগতই চলিতে থাকিবে"—ইসলাম ইহা অস্বীকার করেনা, কিন্তু ইসলামের মতে ইহাতে জোয়ার ভাঁটা আছে। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিগত ভাবে বিচার করিলেই ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে; কেহই ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেনা। অতএব এই দিক দিয়া ক্রমবিবর্তনবাদের (Theory of Evolution) সহিত ইসলামের সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য উভয়ই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সর্বউন্নতির মূল বস্তু—মানুষের মনোবৃত্তি ও স্বভাব একভাবেই কাজ করিয়া যাইতেছে। সমষ্টিগত ভাবে বিচার করিলে ইহা অবশ্যই প্রমাণিত হইবে যে, এই দিকদিয়া কোন ধারাবাহিক ক্রমোন্নতি নাই। যুগে যুগে বিভিন্ন নবী ও মহাপুরুষের আবির্ভাবের ফলে তাহাদের প্রচারিত আদর্শের কল্যাণে এবং তাহাদের আদর্শ জীবন পদ্ধতির অনুসরনের ফলে মহৎগুণাবলী কিছু কিছু মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং মানুষ মহান চরিত্রবান হইয়া কাজ করিয়াছে এবং পৃথিবীর কোন কোন অংশকে শান্তিপূর্ণ ও মানবজীবনকে সত্যিকারের আনন্দদায়ক করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু কিছু কাল পরে আবার মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছে এবং নিজেরাই অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া ধরাপৃষ্ঠকে কলুষিত করিয়াছে; ইহাকে মানুষের বসবাসের অনুপযুক্ত করিয়াছে, সুজলা সুফলা ধরিত্রিকে ধ্বংস করিয়াছে। ইহাতে আছে মানব জাতির জন্য একটি আদর্শ শিক্ষা: তাই কোরান অতি সুন্দর ভাষায় বলে:

ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت' فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

"এবং প্রত্যেক উম্মতের নিকট আমরা একজন রছুল প্রেরণ করিয়াছিলাম (এই পয়গাম দিয়া) যে, "তোমরা সকলে এবাদৎ করিতে থাকিবে আল্লার, এবং সকল প্রকার তাগুৎ (মন্দকাজ) হইতে বাঁচিয়া চলিবে"। সেমতে তাহাদের মধ্যে কতেক লোক এরূপ হইল যে, তাহাদিগকে আমরা পথে পৌছাইয়া দিলাম এবং অন্য কতক লোক এইরূপ হইল যে, তাহাদের জন্য ভ্রষ্টতাই সাব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইল; অতএব পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং সন্ধান করিয়া দেখ সত্যকে ঝুটলাইয়া ছিল যাহারা, কি ঘটিয়াছিল তাহাদের পরিণাম? (১৬: ৩৬)

আরও লক্ষ্য করুন:

اولم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينت فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون' ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوای ان كذبوا بايت الله وكانوا بها يستهزءون

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহারা কি দুনিয়ায় পর্যটন করিয়া অনুধাবন করেনা যে, তাহাদের পূর্বে যাহারা বর্তমান ছিল; কি পরিণতি ঘটিয়াছে তাহাদের? তাহারা ছিল শক্তির হিসাবে অপেক্ষাকৃত প্রবল, আর তাহারাও জমীন চাষবাস করিয়াছিল ও তাহাকে আবাদ করিয়াছিল ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে, এবং তাহাদের কাছেও আমাদের রছুলগণ সমাগত হইয়াছিল সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ সহকারে; আল্লাহ তো তাহাদের উপর জুলুম করিতে পারেন না; কিন্তু বস্তুতঃ জুলুম করিয়াছে তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর। ফলতঃ বদকারদের চূড়ান্ত মন্দ পরিণতি, আল্লার আয়তগুলিকে তাহারা ঝুটলাইয়া দিত আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে থাকিত তাঁহার সম্বন্ধে। (৩০ : ৯ ১০)

শ্রেণীসংগ্রাম ও ইসলাম : ইতিপূর্বে আমরা কমিউনিজমের শ্রেণী সংগ্রাম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আলোচনা করিয়াছি। পাঠকগণ দেখিয়াছেন যে, এই ধারা অনুযায়ী মানব জাতি শুধু দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত। "সমগ্র মানব জাতির ইতিহাস এই দুই শ্রেণীর ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নহে"। ইসলামও মূলতঃ মানব জাতির মধ্যে দুই শ্রেণীর অস্তিত্বের কথাই ঘোষণা করে। কমিউনিজমের মতে ইহারা বিত্তশালী ও সর্বহারা—জালেম ও মজলুম আর ইসলামের মতে ইহাদের একদল বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল এবং একদল অবিশ্বাসী, নাস্তিক এবং অন্যায় ও কুকর্মকারী। কোরানের পরিভাষায় প্রথম দলকে বলা হয় মোমেন ও মুত্তাকীন এবং দ্বিতীয় দলকে বলা হয় মোশরেক ও কাফের। দ্বিতীয় দলেরই আর একটি শ্রেণীর কথাও বিশেষভাবে বলা হইয়াছে—ইহারা মোনাফেক।

ইসলামের মতে মোমেন ও মুত্তাকীন অর্থাৎ আল্লাতে বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল ছাড়া বিশ্বের আর সমস্ত মানুষই নশ্বর জীবনের সুখ সুবিধা ও আরাম আয়াশের উদ্দেশ্যে সর্ব শক্তি নিয়োগ করিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের একমাত্র বা প্রধান কাম্যবস্তু হওয়ায় ইহা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা যে কোন রূপ অন্যায়—অবিচার করিতে দ্বিধা বোধ করেনা; ইহাই সকল প্রকারের অশান্তি ও বিবাদ বিসম্বাদের মূলীভূত কারণ। কোরানের ভাষায় বলা যায় "অশান্তি ও বিপর্যয় উপস্থিত হইয়া গিয়াছে প্রান্তরে ও সাগরে মানুষের স্বহস্ত অর্জিত কর্মফলে—যে মতে আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের কৃত কোন কোন কর্মের প্রতিফল ভোগ করাইবেন যেন তাহারা (সৎপথে) ফিরিয়া আসে। বল, পৃথিবীতে পর্যটন কর আর সন্ধান করিয়া দেখ—তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদের পরিণাম কি ঘটিয়াছে; তাহাদের অধিকাংশই ছিল মোশরেক"। (৩০:৪১—৪২)

এই দলের অন্য শ্রেণীর কার্যকলাপ সম্পর্কে কোরানে অন্যত্র বলা হইয়াছে, "তুমি বলঃ আমি কি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব: আমল গুলির দিক দিয়া সকলের অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইল কোন সব ব্যক্তি? সেতো তাহারাই যাহাদের সমস্ত তৎপরতাই হারাইয়া গেল পার্থিব জীবনের (ব্যাপারগুলির) মধ্যে—অথচ তাহারা ধারণা করিয়াছে যে, একটা উৎকৃষ্ট রকমের কীর্তিই তাহারা (সম্পন্ন) করিয়া চলিয়াছে। এই যে লোকগুলি ইহারাই তো (বস্তুতঃ) অস্বীকার করিতেছে আল্লার নিদর্শনগুলিকে ও তাহার সাক্ষ্যাৎকারকে; ফলে তাহাদের সমস্ত আমলই পণ্ড হইয়া গিয়াছে; সুতরাং কিয়ামতের দিনে কোনও গুরুত্বই প্রদান করিব না তাহাদের প্রতি:-(১৮ : ১০৩—১০৫)

কোরান ও ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ধনসম্পদ যশঃ ও খ্যাতি, শক্তি ও ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাস, ইত্যাদি লাভ করিবার জন্য মানব জাতির বৃহত্তম অংশ নানা দলে ও শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং ইহারই ফলে বিভিন্ন দেশে কত বৈচিত্রময় ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। যে সকল বস্তুর আকাঙ্খা ও লোভ মানুষকে আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত করিয়া বিপর্যয় ঘটায় উহাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরানে বলা হইয়াছে :—

اعلموا انما الحيوة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفى الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور

www.ahlehadeethbd.org

"তোমরা (উত্তমরূপে) জানিয়া রাখিবে যে, (পরকালের তুলনায়) দুনিয়ার জীবন একটা খেলা, একটা তামাশা ও শোভাসৌন্দর্যের একটা আড়ম্বর, ধনে জনে অন্য অপেক্ষা আধিক্য লাভের একটা প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে ; তাহার উপমা একটি বৃষ্টি ধারার মত তাহার ফলে যে শস্যক্ষেত্র উৎপন্ন হয়—কৃষকগণ তাহাতে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তৎপর (হঠাৎ) তাহা শুকাইয়া যায়, তখন তুমি তাহাকে দেখিতে পাও পাণ্ডুবর্ণ, পরে তাহা হইয়া যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ; বস্তুতঃ পরকালে থাকিবে কঠিন আজাব অথবা আল্লার মাগফেরাত ও সন্তোষ; বস্তুতঃ দুনিয়ার জীবন মায়ামোহের একটা উপকরণ ব্যাতীত আর কিছুই নহে।" (৫৭ : ২০)

নামধারী মোমেন ও মুসলমানদের মধ্যের অধিক সংখ্যক লোক ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্গত। জন্মগত ভাবে মুমেন মুসলমানদের দলভুক্ত হইলেই যে মানুষ সৎকর্মশীল হইবে ইহা ইসলাম স্বীকার করেনা বরং অল্পসংখ্যক লোককেই সৎকর্মশীল হইতে দেখা যায়। কোরানের বিভিন্ন আয়তে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান। ছুরায় আছ্‌রে বলা হইয়াছে :—

والعصر ان الانسان لفی خسر' الاالذین امنوا وعملوا الصلحت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

"আবহমান কালের সাক্ষ্য (এই যে), মানুষ সমস্তই হইতেছে ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু যাহারা ইমান আনিয়াছে, আল্লাতে বিশ্বাস করিয়াছে এবং সৎকর্মগুলি সমাধা করিয়াছে, আর যাহারা পরস্পরকে সত্য নিষ্ঠার উপদেশ দিয়া থাকে (এবং ইহার ফলে যে পরীক্ষা উপস্থিত হয় তাহাতে) পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়া থাকে যাহারা।

মোনাফেক ও ম্যাকিয়াভেলিজম
(Machiavellism)

ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের মধ্যে মোনাফেকগণ অন্যতম। কোরানে ছুরা বকরার দ্বিতীয় রুকুতে ইহাদের স্বরূপ অতি সুন্দর ভাবে উদঘাটিত করা হইয়াছে। ইহার মাত্র চারিটী আয়তের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি :—

১১। "এবং তাহাদিগকে যখন বলা হয়, ভূমণ্ডলে বিপর্যয় উপস্থিত করিওনা'। (তখন) তাহারা বলে আমরা ত কেবল সংস্কারক মাত্র"

১২। "সাবধান! নিশ্চয়ই তাহারাই হইতেছে বিপর্যয়কারী কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করেনা।

১৩। "এবং তাহাদিকে যখন বলা হয় অন্য লোকেরা যেরূপ (অকপটচিত্তে) ঈমান আনিয়াছে; তোমরাও সেইরূপ ঈমান আনয়ন কর। তাহারা (মনে মনে)বলে আমরা কি ঐ নির্বোধগুলির মত করিয়া ঈমান আনয়ন করিব? সাবধান! নির্বোধ স্বয়ং তাহারাই, কিন্তু তাহারা অবগত নহে"।

১৪। "এবং যখন (তাহারা) মোমেনদিগের সহিত মিলিত হয়, তখন তাহারা বলিয়া থাকে, আমরা ঈমান আনিয়াছি, আবার নিভৃতে যখন নিজেদের (দলপতি) শয়তানগণের সমীপে সমবেত হয় তখন বলে প্রকৃতপক্ষে আমরা ত তোমাদের সঙ্গে আছি; আমরাত (একটা) প্রহসন করিতেছি মাত্র"

বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ সময়ে অসময়ে জোর গলায় শান্তির বুলি আওড়াইয়া থাকে। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্তরিক আগ্রহ ও অকপট প্রচেষ্টার দরকার তাহারও ভাবে অবস্থা ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া চলিয়াছে। শান্তি প্রচেষ্টায় সততার অভাবই উহাকে একটি প্রহসনে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে। কোরানের ভাষায় ইহাই মোনাফেকী। পাশ্চাত্য রাজনীতি ও বস্তুতান্ত্রিকতার অপপ্রভাবে এখন প্রায় প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্র পরিচালকদের কথা ও কার্যকলাপের মধ্যে অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নীতিকেই বলা হয় ম্যাকিভেলিজম (Machiavellism)। ইহার জন্মদাতা Niccolo Machiavelli ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে ইটালির অন্তর্গত ফ্লোরেন্সে(Florence) জন্মগ্রহন করেন। তিনি ১৫১৩ খৃঃ "The Prince" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া সমগ্র ইউরোপের শাসক, যুবরাজ ও উচ্চাকাঙ্খীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। ইহাতে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনবোধে ন্যায়নীতি বিসর্জন, অন্যায় অবিচার, হত্যা, লুটতরাজ—এক কথায় যে কোন প্রকার অন্যায় অপকর্ম করার নীতি শুধু সমর্থনই করেন নাই, বরং সকল উচ্চাকাঙ্খীকে এই পথ অনুসরণ করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছেন। ইহারই প্রভাবে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল যুগে ইউরোপে রাজনৈতিক স্বার্থশিকারী ও প্রতিষ্ঠাকামীর দল নানারূপ ছলচাতুরী, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, দুর্নীতি ও আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বের নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। Machiavelli এর গ্রন্থ প্রিন্স (The Prince) উক্ত নীতিতে উৎসাহ যোগাইতে থাকে। ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর মন্ত্রী Cromwell রোমের সহিত তাহার চুক্তি ভঙ্গের পর এই নীতির একজন শ্রেষ্ঠ সমর্থক হইয়া পড়েন এবং প্রচার করিতে থাকেন, "Machiavelli এর প্রিন্স (ThePrince) রাজনীতি বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।"*

H,G. Wells এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, When the Princes were themselves sufficiently clever they too were Machiavellian they were scheming to outdo one and anoher, to rob weaker contemporaries, to destroy rivals, so that they might for a brief interval swagger. They had little or no vision of any scheme of human destinies greater than this game they played against one another.

"শাসকগণ যখন নিজেরাই বেশ চতুর হইয়া উঠ তখন তাহারাও ম্যাকিয়াভেলিতে পরিণত হন। তাহারা পরিকল্পনা করিতে থাকেন—একে অন্যজনকে পরাজিত করিতে, দুর্বল সমসাময়িকের সর্বনাশ সাধন করিতে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করিতে, যাহার ফলে তাহারা কিছু সময়ের জন্য হইলেও আস্ফালন করিতে পারেন। তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী এহেন ছলচাতুরীর খেলাছাড়া মানুষের ভবিষ্যত সম্ভাবনার উজ্জ্বল পরিকল্পনার কোন ধারণাই তাহারা দিতে পারে নাই।"§

ইউরোপের রাজনৈতিক দর্শনে এক সময়ে ইহা একটি আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বর্তমানে ইহার সমর্থনে জোড়ে-সোরে ঢাকঢোল পিটান না হইলেও পূরাদমেই উহার প্রভাব ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে। ইসলাম এই পথের অনুসারী কপট ও মোনাফেকদিগকে আদর্শ বিরোধী দুশমন রূপে ভাল মত চিনিয়া লইয়া তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে বলিয়াছে। আল্লাহ তাঁহার রসূলকে সম্বোধন করিয়া বলেন,

يايها النبى جاهد الكفار والمنفقين واغلظ عليهم ومأوهم جهنم وبئس المصير

"হে নবী তুমি জেহাদ করিতে থাক কাফেরদিগের ও মোনাফেকদিগের বিরুদ্ধে এবং কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন কর তাহাদের সম্বন্ধে; বস্তুতঃ তাহাদের শেষ ঠিকানা হইতেছে জাহান্নাম এবং তাহা হইতেছে অতি মন্দ আশ্রয়।" (৬৬ : ৯)

কমিউনিজমে নাগরিক অধিকার ও একনায়কত্ব বনাম ইসলামী সার্বজনীন অধিকার ও আদর্শ গণতন্ত্র :

সাম্য ও সম অধিকারের নামে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র নাগরিকগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে লৌহ-শৃংখলে আঁটিয়া কষিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে এবং এইভাবে গুটি কতক শাসক কোটি কোটি মানুষকে তাহাদের জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া এক প্রহসনের সৃষ্টি করিয়াছে। যদি মুহূর্ত সময়ের জন্য কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে নাগরিকগণকে স্বাধীন ভাবে মত ব্যক্ত করার অধিকার এবং তাহাদের মনঃপূত শাসন ব্যবস্থা কায়েম করিবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহা হইলে কমিউনিজমের লৌহ শৃংখল ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া তাহারা সেখানে নূতন ব্যবস্থা কায়েম করিবে। ইহা স্বাধীন দুনিয়ার সাধারণ চ্যালেঞ্জ। কমিউনিজমের এক নায়কত্ব সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধী। ইসলাম বিশ্ববাসীকে আদর্শ গণতন্ত্র শিক্ষা দিয়াছে। এই ব্যবস্থায় আবার সংখ্যাধিকের বলেও যাহা খুশী করা যায়না। ন্যায়-নীতি ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর বিধান ও তদীয় রছুলের আদর্শ ও ব্যবস্থাপনাই এখানে অনুসরণীয়। ইসলাম মানুষের সর্বপ্রকার জন্মগত অধিকার স্বীকার করিয়াছে। ব্যক্তিগত সুবিধা ও লাভের আশাই মানুষকে কর্মতৎপর করিয়া তোলে। এই প্রেরণার বলেই মানুষ তাহার চরম শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। "মানুষের এই স্বার্থ-

* Outline of History by H. G. Wells. P. 790;
§ Ibid P. 790.

www.ahlehadeethbd.org

বোধ প্রসূতিদত্ত অবদান, কোন ন্যায়শাস্ত্র তাহার মন ও মস্তিষ্ককে ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম নয়।" কমিউনিজম কর্তৃক অস্বীকৃত এই অধিকার ইসলামে শুধু স্বীকৃতিই লাভ করে নাই, বরং ইহ কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হইয়াছে। ইসলামী ব্যবস্থপনায় প্রতিটি মানুষ পূর্ণ স্বাধীনভাবে শুধু যে জীবিকা নির্বাহের পথই বাছিয়া নিতে পারে তাহাই নহে, বরং সে ধর্মীয়, তমদ্দুনী ও সাংস্কৃতিক জীবনেও পূর্ণ স্বাধীন। যে কোন ধর্ম, আদর্শ, তমদ্দুন বা সংস্কৃতির অনুসারী ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রের কোন অমুসলমান নাগরিকের উপরই যেমন জোর করিয়া ইসলামের আদর্শ চাপাইয়া দেওয়া চলেনা, তাহার নিজের আদর্শের উপর তেমনই কোন রূপ হস্তক্ষেপ করা যায় না। কোরান ঘোষণা করে :—

لا اكره فى الدين

(কাহারও) ধর্মে কোনরূপ জোর-জবরদস্তি নাই

অমুসলমান নাগরিকগণ ইসলামের প্রথম যুগে সর্বত্র সম অধিকার লাভ করিয়াছে। ইসলামের নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) খৃষ্টান, ইহুদী ও অন্যান্য অমুসলিম নাগরিকগণের অধিকার স্বীকার করিয়া এবং তাহাদিগকে সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করিয়া যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সকল যুগের সকল দেশের অনুকরণীয়। আমাদের এই মন্তব্য ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকই এই সত্য স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কমিউনিজমের ন্যায় ইসলামও বলপূর্বক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইসলাম সম্পর্কে এহেন অভিযোগ উদ্দেশ্যমূলক ছাড়া আর কিছুই নহে; ইহা সত্যের অপলাপও বটে। ইসলাম উহার অমলিন সৌন্দর্য্য ও চিরন্তন সত্যের কারণেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের বৃহত্তর অংশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আরব হইতে দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমান দুনিয়ায় প্রায় ৭০ কোটি মানুষ এই আদর্শের অনুসারী। দুনিয়ার কেহই প্রমাণ দিতে পারিবেনা যে, এই সমস্ত দেশে বলপূর্বক ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল অথবা রাজশক্তির প্রচেষ্টায় ইহা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভের অন্যতম কারণ এই যে, ইহার প্রত্যেকটি অনুসারীই ছিল এক একজন প্রচারক। বিভিন্ন প্রচারক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচার করিবার জন্য স্বদলবলে গমন করিতেন। তাহারা ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য্য ও গুণাবলী নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে রূপায়িত করিতেন। তাহাদের মহান চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া অন্য ধর্মাবলম্বীরা মুগ্ধ হইয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতেন।

শ্রম থিওরী (Labour Theory) ও ইসলাম

এই মতবাদ সাধারণ যুক্তি ও বিচার বিবেচনাতেই অবাস্তব ও কার্যতঃ অচল; অতএব বিজ্ঞান সম্মত প্রাকৃতিক বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্যই থাকিতে পারেনা। ইসলাম সকল প্রকার শ্রমেরই মূল্য দিতে নির্দেশ দিয়াছে। শ্রমিক, ম্যানেজার, বিক্রেতা, উৎপাদনকারী, বস্তু ও দ্রব্যের মালিক, পুঁজিপতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি—যাহারা দ্রব্য উৎপাদন ও তাহা বিক্রি করিয়া মূল্য আদায় করিতেছে তাহাদের সকলেই অবস্থা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী পারিশ্রমিক বা তাহাদের দ্রব্য ও পুঁজির বিনিময় লাভ করিবে। কিন্তু ধনতন্ত্রবাদের ব্যবস্থানুযায়ী পুঁজিপতিগণ তাহাদের মূলধনের বিনিময়ে যে সুদ পাইয়া থাকে তাহা শোষণের একটি বড় অস্ত্র। পৃথিবীর বহু মনীষী এই সুদকে অত্যন্ত খারাপ ও শোষণের একটি স্বার্থক অস্ত্ররূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। এই কারণেই ইসলাম এই সুদ ব্যবস্থা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কেও দুএকটি কথা না বলিলে চলে না। কমিউনিজমে তো ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে লুণ্ঠিত দ্রব্য বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়, এবং ইহাই শোষণের বড় কারণ এইরূপ প্রচার করা হয়; তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ সাধন ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা সত্তার ব্যবস্থাপনা। রাষ্ট্রীয় মালিকানার কল্যাণে রাশিয়া ও অন্যান্য কমিউনিষ্ট দেশে মানুষকে কিভাবে শৃংখলাবদ্ধ করিয়া তাহার স্বভাবিক অভিলাষ ও জন্মগত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং শান্তির নামে অশান্তি সৃষ্টি করা হইয়াছে আমরা পূর্বেই তাহার চিত্র দেখিয়াছি। ইসলাম মানুষের এই স্বাভাবিক অভিলাষ ও জন্মগত অধিকার অস্বীকার করে নাই। সৎ-উপায়ে মানুষ যাহা সঞ্চয় করিবে তাহার উপর তাহার পূর্ণ অধিকার; অবশ্য সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যাপারে তাহাকে প্রয়োজন বোধে স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্যতামূলক ভাবে খরচ করিতে হইবে।

আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনায় ভিন্ন পন্থা:

কমিউনিজমের আদর্শ অনুসারে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতেই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ইহার অনুসারীদের মতে মানুষ এই দ্বিবিধ সুযোগ হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই অন্যায় করিয়া থাকে। যদি তাহাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহাহইলেই তাহাদের অন্যায় অপকর্ম করিবার প্রবৃত্তি দূরীভূত হইবে এবং স্বাভাবিক ভাবেই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু যুক্তি ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাপকাঠিতে বিচার করিলে কমিউনিষ্টগণের মুখরোচক সাম্যের বুলি প্রহসনে পরিণত হইতে বাধ্য। প্রথমতঃ স্বচ্ছলতা ও সাম্যের নামে তাহারা যাহা করিয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাহাই অস্বচ্ছলতা ও অসাম্য। দ্বিতীয়তঃ ইহা একটি আপেক্ষিক ব্যাপার মাত্র। যে যুগে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার শতবিধ চেষ্টা চলিতেছে, সে যুগে বাস্তব ক্ষেত্রে কতজনের অবস্থা স্বচ্ছল? সকলের মুখেই একথা অভাব—পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, ভাল পোষাকের অভাব, ভাল বাসস্থানের অভাব—সব কিছুরই অভাব আর অভাব। "The more a man gets the more he wants." মানুষের চাওয়ার আর শেষ নাই, আকাঙ্খার সীমা নাই; যে যতই পায় ততই চাই। আর কমিউনিষ্টগণ সাম্য বলিতে যাহা বুঝে তাহা যেমন অবাস্তব তেমনই সমাজ জীবনের পক্ষে অস্বাভাবিক। এই কারণেই প্রাকৃতিক ধর্ম ইসলাম এই মতবাদের কোনরূপ গুরুত্ব দেয়নাই। ইসলামী মতে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের প্রয়োজন: পবিত্র ও উন্নত মন, সমাজ ও বিশ্বমানবতার জন্য প্রাণের দরদ, ত্যাগ ও তিতিক্ষার আদর্শ এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জন্মগত কুপ্রবৃত্তি যাহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়া বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য আদর্শ শাসন ব্যবস্থা।

আদর্শ শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং উহার পরিচালনার জন্য আদর্শ হুকুমত (রাষ্ট্র) অপরিহার্য। কমিউনিজমের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধনের আদর্শে বিশ্বাস ইসলামের দৃষ্টিতে বাতুলতা মাত্র। ইসলামের পয়গাম-বাহক হজরত মোহাম্মদ (দঃ) একটি স্বাধীন আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররূপে উহার পরিচালনা করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে প্রলয়কাল পর্যন্ত যাহাতে তাঁহার অনুসারীরা তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়া যাইতে পারে তাহার জন্য তিনি মৌলিক আদর্শ, নীতি ও ব্যবস্থাপনা রাখিয়া গিয়াছেন।

ইসলামী মতে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন আল্লাহ ও কর্ম ফলে বিশ্বাস স্থাপন। এই বিশ্বাস মানুষের মন হইতে ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাওয়ার ফলেই এত অশান্তি ও অরাজকতা।

স্বাধীন ও অধীন বিচার ব্যবস্থা:—

গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার আদর্শ কায়েম রাখার প্রধানতম অবলম্বন স্বাধীন ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিচার বিভাগ। যেখানে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণরূপে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিশেষ করিয়া একনায়কত্বমূলক কমিউনিষ্ট শাসনকর্তাদের করায়ত্তে সেখানে বিচারের নামে অবিচারই বেশী হইয়া থাকে। কর্তৃপক্ষের স্বার্থ হানিকর যেকোন অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়; নাগরিকবৃন্দকে ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

আদর্শ বিচার ব্যবস্থা কায়েম করার ব্যাপারে ইসলাম সকলের অগ্রদূত। ইসলামী ব্যবস্থার গোড়া হইতে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনছিল। স্বয়ং-সম্পূর্ণ সুগঠিত বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সর্ববিষয়ে নির্ধারিত বিধিবদ্ধ আইন ছিল এবং সর্বপ্রকার বিচারের বেলাতেই আইনের প্রাধান্য স্বীকৃত হইত। হজরত উমর তদীয় পুত্র আবু শামাকে মদ্য পানের অপরাধের ফলে নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করিতে গিয়া চিরতরে পুত্রকে হারান। খলীফা আল-মনসুর একবার একদল উষ্ট্র মালিকের অভিযোগের ফলে মদীনার কাজীর দরবারে একজন সাধারণ অপরাধীর ন্যায় দণ্ডায়মান হন এবং বিচারের ফলে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন*। মুসলিম দেশ সমূহে সকল সময়েই আইনের সার্বভৌমত্ব এবং বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে এবং কার্যক্ষেত্রেও আইন বিভাগ শাসন বিভাগ হইতে মুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া যাইতেছে। এই কারণেই ঐতিহাসিক Von Hommer মন্তব্য করেন, "Thus the Islamite administration even in its infancy, proclaims in word and in deed the necessary separation between judicial and executive power". †

"এই ভাবেই ইসলামী শাসনব্যবস্থা গোড়া হইতেই বিচার ও শাসন বিভাগের মধ্যে কথায় ও কাজে—সর্বতোভাবে একান্ত আবশ্যক স্বাতন্ত্র্যের মহিমা ঘোষণা করে"।

কমিউনিষ্ট দেশে সাধারণ বিচার ব্যাপারে অবশ্য আইনের সর্বভৌমত্ব স্বীকার করা হইয়াছে এবং কার্যক্ষেত্রেও তাহা অনুসরণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু গুপ্তচর বিভাগের সত্যমিথ্যা সকল প্রকার রিপোর্টের মোকাবেলায় বিচার বিভাগ ক্ষমতাহীন। কমিউনিষ্ট দেশের বিচার ব্যবস্থার মুকাবেলায় গণতান্ত্রিক দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রশংসা করিতে গেলে কমিউনিষ্টরা জবাব দিয়া থাকে, "প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা অবাস্তব। যাহারা ইহার গৌরবের অধিকারী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে তাহারা আসলে ভণ্ড‡"—

আমরা কমিউনিজমের সহিত ইসলামের বৈসাদৃশ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিলাম। ইতিপূর্বে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও ইহাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি কি তাহার আলোচনা এবং আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। আমাদের আলোচনায় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি তাহা স্পষ্ট করিয়া পাঠকগণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। উভয় আদর্শ ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সামান্য সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে; কিন্তু উহাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি পরস্পর বিরোধী; সুতরাং উভয় আদর্শ, জীবন ও সমাজ ব্যবস্থায় মূলতঃ কোনরূপ সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য নাই। কমিউনিজম মতবাদ প্রচার করেন কার্ল মার্কস ও তদীয় সহচর এঞ্জেলস উনবিংশ শতাব্দীতে। ইহাদের সময়ে এই মতবাদটি শুধু প্রচারপত্র ও পুস্তিকাদিতেই সীমাবদ্ধ থাকে, বাস্তব ক্ষেত্রে তাহারা কিছুই করিতে সক্ষম হন নাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এই মতবাদ বলপূর্বক জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাশিয়ায় বাস্তবায়িত করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। এই মতবাদের নামে ক্রমে ক্রমে সমগ্র রাশিয়া ও উত্তর পূর্ব ইউরোপ এবং এশিয়ার কোন কোন দেশে নূতন শাসন ও জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি যে, এই সমস্ত দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে বলপূর্বক কমিউনিজমকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর কমিউনিজমের নামে যে ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত পক্ষে কমিউনিজম নহে; রাশিয়ায় যাহা প্রতিষ্ঠালাভ করে তা অকমিউনিষ্ট দেশে লেনিনিজম নামে আখ্যায়িত হয়; চীনের ব্যবস্থাপনাকে সরকারী ভাবেই নাম দেওয়া হইয়াছিল নূতন গণতন্ত্র New Democracy।

পক্ষান্তরে ইসলাম যাহা প্রচার করিয়াছে তাহাই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইসলামের পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নিজে ইসলামের আদর্শরূপে যাহা প্রচার করিয়াছিলেন নিজের কাজের মধ্য দিয়া তাহা পুরাপুরি রূপান্তরিত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। ইসলামী জিন্দে-

* History of the Saracenes p. 228
† Ibid P. 62
‡ Russia To-day—by Nityanarayan Banarjee: P, 91

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পীর আদর্শ ও নীতির ধারক ও বাহক মহাগ্রন্থ আল-কোরান তিনি শুধু প্রচার করিয়াই ক্ষান্তহন নাই; নিজেই উহার জীবন্তরূপ ও মূর্তপ্রতীক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইসলামী আদর্শ ও নীতির রূপায়ণে কোনরূপ বলপ্রয়োগই করিতে হয় নাই, ইহার প্রতিটি অনুসারীই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ইহার আদর্শ ও নীতি নিজের জীবনে রূপায়িত করিয়াছেন, ইহার জন্য জানমাল সর্বস্ব কোরবান করিয়াছেন। একজন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় ঐতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন, "কোনরূপ স্থায়ী সৈন্য সামন্ত না থাকাতেও মুসলমানগণ হজরতের যুগে কিরূপ ভাবে বীরত্ব ও শৃংখলার সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুদলকে পরাজিত করিয়াছে এবং ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা সত্যই এক আশ্চর্য্যের ব্যাপার। মুসলমানগণের এই গৌরবান্বিত কাজের মূলে ছিল একটি মাত্র বস্তু,—ইহা তাহাদের আদর্শের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং ইহার প্রতিষ্ঠা ও তরক্কীর জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সর্বস্ব ত্যাগের অদম্য উৎসাহ।"

কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠায় বলপ্রয়োগ ছাড়া অন্য উপায় ছিলনা, অথচ ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য কোন সময়েই এই পন্থার আশ্রয় নেওয়ার নজির কেহই দেখাইতে পারিবে না! রাজশক্তির সাহায্য ছাড়াও ইহা প্রচারিত হইয়াছে, এমনকি অমুসলিম শাসকের অধীনস্থ দেশেও ইহার তবলিগ চলিয়াছে, ইহার অনুসারীরা শাসন কর্তৃপক্ষের সাহায্য ব্যতিরিকেই ইসলামের নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিগুলিকে বাস্তবরূপ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে উহা সফলকাম হইয়াছে। রাজশক্তির সাহায্য ছাড়া স্বাভাবিকভাবে ইসলামের এই প্রতিষ্ঠা ইহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়া থাকে। কমিউনিজম মানুষের আধ্যাত্মিক দিককে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া তাহাকে নিছক পঞ্চভূতের সমন্বয় ও জড় পদার্থের শেষ পরিণতি বলিয়া মানুষের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা পশুর স্তরে নামাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু ইসলাম বলে মানুষ স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, তদোপরি তাঁহার প্রতিনিধি এবং মানুষের 'ক্রমবিকাশ' ক্রমাগতই চলিতে থাকিবে, এবং মৃত্যুর পরও রূহানী জীবনেও তাহার আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ চলিতে থাকিবে। এখানেই ইসলামের সহিত কমিউনিজমের প্রধানতম পার্থক্য।

উপসংহার :

ইসলাম বনাম ধনতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজমের আলোচনা সমাপ্ত করিলাম। আমরা আগাগোড়া স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছি যে, উল্লিখিত মতবাদদ্বয়ের সহিত ইসলামের মৌলিক কোন সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য নাই। কমিউনিজমের সহিত ইসলামের কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়া কোন কোন মহল যে ধারণা পোষণ করেন আমরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক এই কথাকথিত সাদৃশ্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করিয়াছি। কমিউনিজমের আদর্শ, নীতি ও কর্মপদ্ধতির সহিত কোন অবস্থাতেই ইসলামের আপোষ রফা চলিতে পারে না। অন্য পক্ষে ধনতন্ত্রবাদের সহিতও ইসলামের মূলতঃ কোন সাদৃশ্য নাই, ইহা নিছক একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পদ্ধতি; আর ইসলাম একটি আদর্শ ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গজীবন ব্যবস্থা। উভয়ের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে যে সামান্য সামঞ্জস্য দেখা যায় তাহা মৌলিক ব্যাপার নহে। বস্তুতঃ ধনতন্ত্রবাদের মূল আদর্শ সম্পূর্ণরূপে ইসলামের পরিপন্থী।

ধনতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজম পরস্পর বিরোধী এবং ইসলামের সহিত ইহাদের মূলতঃ কোন সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্য না থাকায় ইসলাম উভয়ের মধ্যে সমন্বয় হইতে পারেনা। আমাদের মধ্যে যাহারা মনে করেন যে, ইসলাম এতদুভয়ের মধ্যে একটি সমন্বয় আমরা তাহাদের সহিত একমত হইতে পারিনা। আমাদের মন্তব্যে তাহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু আসলে ইহার কোন কারণ নাই। ইসলামের জীবন দর্শন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ ও ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য নীতি নৈতিকতা সর্ব সময়ের জন্য শুধু কল্যাণকরই নহে, উহা স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধির একমাত্র পথ। ইসলামের শ্রেষ্ঠ নীতি ও উহার দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিলেই আমাদের মন্তব্য চরম সত্যরূপে প্রতিপন্ন হইবে।

ইসলাম ধনতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যে সমন্বয় নহে; কিন্তু ইহা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের

www.ahlehadeethbd.org

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

রূপে অভিহিত করেছেন। এর দ্বারা তিনি এ কথাই বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, মানুষ যত রকম সমস্যার সম্মুখীন হবে তার সমাধানের জন্য এবং তার সামনে যেকোন প্রশ্ন দেখা দিবে—তার জওয়াব লাভের জন্য তাঁর নিকট যেতে হবে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রে ফয়সালা করে নিতে হবে।

রসূলুল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশায় লোকেরা যেকোন সমস্যার সম্মুখীন হ'লেই তার সমাধানের জন্য তাঁর খেদমতে হাজের হ'তেন, তাঁর উপদেশ এবং নির্দেশ মতো কাজ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর সমস্যা-ভারাক্রান্ত লোকদের জন্য এই বিশ্বজনীন গ্রন্থাগারের দুয়ার কি রুদ্ধ থাকতে পারে? এই সার্বজনীন গ্রন্থাগারের দুয়ার সকলের জন্য চিরদিনই উন্মুক্ত থাকবে।

কোরআন মজীদের পরই জ্ঞানের যে উৎস সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম সে হচ্ছে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁর নবুয়তী জীবনে যা বলে গিয়েছেন এবং যা করেছেন তার বিশ্বস্ত রেকর্ড—হযরতের মৃত্যুর পর পরই যা সংগৃহীত ও সংকলিত করার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

রসূলুল্লাহর (দঃ) মহাপ্রয়াণের অনুমান তিন বৎসর পর হযরত আলী হাদীস সংগ্রহের কাজ শুরু করে দেন। ইসলামের ব্যবহার শাস্ত্র সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (দঃ) যেসব ইর্শাদ ফরমিয়েছেন তিনি তার সমস্তই সংগ্রহ ও একত্রিত করেন। এই সংকলনটির নামকরণ হয়েছিল 'আল-কাদায়া'। ওমর ইবনে আবদুল আযীযের খেলাফত কালে ইবনে শিহাব আল জুহুরী উহার বিস্তৃতি সাধন করেন। হযরত আলীর পর বহু বিদ্বান হাদীস সংগ্রহের চেষ্টায় ব্রতী হন। অবশেষে নিম্নলিখিত ৬টি সহীহ হাদীস গ্রন্থ বিশ্বস্ততম হাদীসের কেতাবরূপে সকলের স্বীকৃতি অর্জন করে।

১) বোখারী, ২) নাসায়ী, ৩) মুসলিম, ৩) ইবনে মাজাহ ৫) আবুদাউদ ও ৬) তিরমিযী।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান

কোরআন মজীদ এবং হাদীস শরীফ সংকলনের পর এই দুইটির সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আরও বহু বিদ্যার অনুশীলন শুরু হয়। ঐ সব বিষয়েও অগণিত পুস্তক বিরচিত হয়। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছে: কোরআনের তফসীর, অলঙ্কার শাস্ত্র ও রিজাল শাস্ত্র। আমরা অবগত আছি প্রায় সমুদয় মধ্য এশিয়ায়, উত্তর আফ্রিকায় এবং ইউরোপের এক সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইসলাম অল্পদিনের ভিতর পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এই সব অঞ্চলের প্রাচীনতর সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মুসলিমগণ, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। উপরোক্ত বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ গবেষণামূলক গ্রন্থাদি লিখিত হয়। বিভিন্ন ভাষা থেকে অসংখ্য বই পুস্তক

চেষ্টা করিয়াছে। ইসলাম প্রত্যাদিষ্ট প্রধান ধর্মগুলির মূল আদর্শ (একত্ববাদ, কর্মফলে বিশ্বাস, মানবতার সেবা ইত্যাদি) নিজের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ধর্মীয় ব্যাপারে সামান্য পার্থক্যগুলি ভুলিয়া গিয়া মূল আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হইয়া মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাজ করিয়া যাইবার উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছে। কোরআনের ভাষায় বলা যায়।

قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون

"হে গ্রন্থধারিগণ সকলে সেই 'বিচার সম্মত ন্যায্য সিদ্ধান্তের' প্রতি সমাগত হও যাহা আমাদের ও তোমাদের (সকলের) মধ্যে সাধারণ—(তাহা) এই যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুরই পূজা আমরা করিব না, আর কিছুকে তাহার শরীক বানাইব না এবং আমাদের কেহ আল্লাহ ব্যতিরেকে নিজেদের মধ্যকার কাহাকেও প্রভুরূপে গ্রহণ করিব না; ইহার পরেও তাহারা যদি পরাঙ্মুখ হইয়া যায় তাহা হইলে তোমরা বলিয়া দিও—'সকলে তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা হইতেছি অনুগত—মোছলেম।" (৩:৬৩)

† ছুরায়ে বাকারা, ১৬ রুকু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনূদিতও হয়। এই সব বিদ্যার সংরক্ষণের জন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগেই লাইব্রেরী স্থাপনের কাজ শুরু হয়। গোড়ার দিকে মসজিদ সমূহেই লাইব্রেরী সংস্থাপিত হয়। প্রায় ৫০ বৎসরাবধি মসজিদই ছিল একমাত্র স্থান যেখানে নামাজ ছাড়াও ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা চলত। হযরত ওমর কুফা, বসরা, দামেস্ক এবং অন্যান্য স্থানের মসজিদে ওয়াজ নছিহত ও বক্তৃতা করার জন্য যোগ্য লোক নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁরা কোরআন এবং হাদীসের উপর বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করতেন। কথিত আছে যে, কায়রোর মসজিদে প্রতিদিন প্রায় ৫ হাজার লোকের সমাগম হতো। মদীনার মসজিদুন-নববীতে হযরত আলী, হযরত আব্বাস, ইমাম জা'ফর, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতো বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী মহান বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিগণ ইসলাম ধর্ম এবং ধর্মীয় শাস্ত্রের উপর শিক্ষা দিত করতেন। কিন্তু এ ধরণের যাবতীয় কাজের আশ্রয় দেওয়ার মত প্রশস্ত স্থান যে মসজিদ নয়, এটা বুঝতে খুব বেশী সময়ের প্রয়োজন হ'লনা। সুতরাং বিচারালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক বৈঠক কক্ষের জন্য পৃথক গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিল। লাইব্রেরী নব প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উহার অপরিহার্য অঙ্গরূপে সংযোজিত হ'ল।

ওমাইয়া যুগে

জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার কাযে ওমাইয়াগণ বেশী মনোযোগ দিতে পারেন নাই। মুসলিম খেলাফতের সাম্রাজ্যসীমার বিস্তার সাধন এবং আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রসমনের ব্যাপারেই তাদিগকে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এতদসত্বেও খালিদ বিন ইয়াযীদ এবং ওমর ইবনে আবদুল আযীয সাহিত্যের মস্তবড় পৃষ্ঠপোষক এবং মুসলিম ইতিহাসে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাদের প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীতে প্রায় ৩ লক্ষ গ্রন্থ ছিল আর এ লাইব্রেরী সাধারণ পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এই ভাবে উত্তরকালে তাঁরা ইসলামে লাইব্রেরী আন্দোলনের গোড়া পত্তন করে যান। প্রকৃত প্রস্তাবে খালিদ বিন ইয়াযীদকে মুসলিম লাইব্রেরী সমূহের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে।

তাঁর শাসনামলেই সর্ব প্রথম পুস্তক সমূহের শ্রেণী-বিন্যাস এবং তালিকাভুক্ত করা হয়। ওমর বিন আবদুল আযীযও সর্বসাধারণকে তাঁর লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছিলেন। অনেক বিদ্বানের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীও ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে এ যুগের সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস শিহাব আল জুহরীর ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে এক সুবৃহৎ লাইব্রেরী ছিল। আবু কালাবা, আবু উমরাও এবং কেয়েব বিন মুসলিমেরও ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ছিল বলে আমরা শুনতে পাই।

লাইব্রেরীর স্বর্ণযুগ:—

আব্বাসীয় শাসনামল

আব্বাসীয় শাসনের প্রারম্ভ থেকে সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার এক নূতন যুগ সৃষ্টি হ'ল। মুসলিম ইতিহাসের এই যুগটাকে প্রাথমিক ইসলামের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। আব্বাসীয়রা জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রবচন অনুসারে জ্ঞানের সন্ধানে পর্যটন ক্রিয়াকে সত্যিকারভাবে একটি পবিত্র কর্তব্য মনে করা হ'তো। এ যুগে মুসলমানদের নির্দেশে এবং অনুপ্রেরণায় দর্শন ও জ্ঞানচর্চার সুর আটলান্টিক মহাসগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত এবং অনুরণিত হয়ে উঠেছিল। স্কুল মাদ্রাসা এবং বিদ্যালয়সমূহ প্রতি-অঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গজিয়ে উঠেছিল, প্রায় প্রতিটি সহরে সাধারণ পাঠাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিমদের সাধনা ও গবেষণা জগদ্বাসীদের নূতন ভাবে চিন্তাচর্চার পথ দেখিয়ে দিয়েছিল এবং শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে ফল সম্ভারে এতটা সমৃদ্ধ করে তুলেছিল যে, সভ্যতা এই সব ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিকট অশেষ ঋণের কথা কস্মিনকালেও ভুলতে পারবেনা।

বিশিষ্ট শ্রেণীর লাইব্রেরী

পাঠাগার জগৎ মুসলমানদের নিকট বহুভাবে ঋণী। তাঁরা জগতের সম্মুখে গ্রন্থ-বিবরণী বিজ্ঞানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। আল-নাদীমের (৯৮৭ খৃঃ) ফিহরিস্ত এবং মোহাম্মদ আল্‌তুশীর শিয়া সম্পর্কিত ইতিবৃত্ত এই জ্ঞান শাখার অতি উল্লেখযোগ্য অবদান। আল্‌-রাযী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সৈয়েদ আহমদ বেরেলভীর রাজনীতি

মোহাম্মদ আবদুল বারী, এম, এ, ডি-ফিল (অক্সফোর্ড)

১২৪৬ হিজরীর ২৪শে যুলকা'দা মুতাবেক ৮ই মে, ১৮৩১ খৃঃ জন্মস্থল বেরেলী হইতে শত শত মাইল দূরে সাবেক সীমান্তের প্রত্যন্ত দেশে বালাকোট উপত্যকায় সৈয়েদ আহমদ শেখ সেনাপতি শের সিং এর সহিত এক যুদ্ধে জীবন দান করেন[১]।

কিন্তু কেন—কোন্ উদ্দেশ্যে এই জীবন দান? সাফল্যের সম্ভাবনার প্রতি কোনরূপ দৃকপাত না করিয়া শুধু মাত্র জেহাদে অংশ গ্রহণ ও জীবন বিসর্জনের এক পবিত্র আকাঙ্খায় অনুপ্রাণিত হইয়াই কি তিনি একাজে অগ্রসর হইয়াছিলেন? এই ধর্মযুদ্ধের প্রকৃত লক্ষ্যস্থল বা কাহারা ছিল? ইহা কি ছিল সীমান্তে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক সুচিন্তিত পরিকল্পনাকে চরম রূপদানের পরম প্রচেষ্টা? সৈয়েদ আহমদ কি আরবের ওয়াহাবীগণের অন্যতম শিষ্য ছিলেন? তাঁহার পরিচালিত আন্দোলন কি আরবীয় আন্দোলনের একটি শাখা ছিল?

এই প্রশ্নাবলী সত্যানুসন্ধী ঐতিহাসিকের মনে যুগপৎ জাগ্রত হয় এবং দৃষ্টিকে আকর্ষিত করে। বক্ষমান প্রবন্ধে এই সব প্রশ্নের উত্তরদানের চেষ্টা করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি আমার শেষ প্রশ্নের উত্তর সর্বাগ্রে দেওয়ার চেষ্টা করিব। অর্থাৎ সৈয়েদ সাহেব কি ওয়াহাবী ছিলেন এবং তাঁহার পরিচালিত আন্দোলন কি ভারতের ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল—এই আলোচনাই প্রথম শুরু করিব।

গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল যে, আমি এখানে সৈয়েদ সাহেব এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে সংস্কারপন্থী রূপে এবং তাঁহাদের আন্দোলনকে সংস্কার আন্দোলন রূপে অভিহিত করিব। ইহার কারণ এই

১। মুন্‌শী জা'ফর থানেশ্বরী: সাওয়ানিহ্-আহমদী ১৩৬ পৃঃ।

২) W. W. Hunter: Indian Musalmans P. P. 52—53; S. R. B. G. [Selection from the Records of the Bengal Government], Vol. XL11 P. 128; J. R. A. S, B. (Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society), Vol. XIV, P. 353; E. I. [Encyclopaedia of Islam], vol. IV. P. 1089,

---

কর্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রতিষ্ঠিত চলমান চিকিৎসালয়সমূহ পাঠাগারে সুসজ্জিত ছিল। এ সময়কার ঐতিহাসিক বিবরণী পাঠে আমরা জানতে পাই যে, হাসপাতাল এবং কারাকক্ষেও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অথচ মজার কথা এই যে, তখন সমগ্র পাশ্চাত্য অজ্ঞতার অন্ধকারে গুমরে মরছিল।

রসূলুল্লাহর (দঃ) এই বাণী "শিক্ষার্থীর মসি শহীদের রক্ত অপেক্ষা শ্রেয়তর" এ সময় প্রকৃত মর্যাদা ও তাৎপর্যের সহিত উপলব্ধির চেষ্টা করা হ'ল। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের দল জন্ম নিল এবং বহু চিরস্মরণীয় গ্রন্থের প্রণয়ন সম্ভাবিত হয়ে উঠল। লাইব্রেরী আন্দোলন এ সময় চরম পরিণতি লাভ করল। এই সময় এবং এর পরবর্তী যুগে আমরা বাগদাদ, বসরা, মার্ভ, ত্রিপলী, কর্ডোভা, শিরাজ, বুখারা এবং কায়রোর সুপ্রসিদ্ধ লাইব্রেরী সমূহের নাম শ্রুত হই। পাক-ভারতে খিলজী, তুঘলক এবং মুগল শাসকদেরও সুপ্রসিদ্ধ লাইব্রেরী ছিল।

বর্তমান এবং ভবিষৎ বংশধরদের জন্য লিখিত জ্ঞান ভাণ্ডার সমূহ যুগের পর যুগ সংরক্ষণের দায়িত্ব লাইব্রেরীই বহন করে এসেছে। এই লাইব্রেরীই বিভিন্ন যুগ ও শতাব্দীর সভ্যতাসমূহের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে। লাইব্রেরী আমাদের তামাদ্দুনী এবং ধর্মীয় উত্তরাধিকার। আসুন, আমরা আমাদের উত্তরাধিকার সমূহ সংরক্ষণ ক'রে ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট হস্তান্তর করার জন্য প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করি—যাতে করে আমাদের সময়কার যা কিছু মূল্যবান তার দ্বারা পরবর্তীরা উপকৃত এবং লাভবান হতে পারে। —চলবে

www.ahlehadeethbd.org

প্রবন্ধের অগ্রগতির সঙ্গেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে যেমন তওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ, সুন্নাত (রসূলুল্লাহর (দঃ) জীবন পদ্ধতি), শির্ক (অংশীবাদিতা), বিদ্‌আত (ধর্মে নবোদ্ভাবিত আচরণ ও কার্যকলাপ) উভয় আন্দোলনে সাধারণ ঐক্য পরিদৃষ্ট অনেক লেখক সংস্কারবাদীদিগকে ভারতীয় ওয়াহাবী আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। এই সব লেখক পাক-ভারতীয় সংস্কারবাদীদিগকে আরবের ওয়াহাবীদের একটি শাখা রূপেই ধরিয়া লইয়াছেন।

তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, "১৮২২—২৩ খৃষ্টাব্দে মক্কায় তীর্থ যাত্রার সময়ে সৈয়েদ আহমদ ওয়াহাবীদের সহিত মতবাদের সামঞ্জস্যের দরুণ তদানীন্তন শাসন কর্তৃপক্ষের কোপানলে পতিত হন।" পরিণামে পবিত্র ধাম মক্কা হইতে তিনি বিতাড়িত হন। "তাঁহার প্রতি এই নির্যাতন মূলক আচরণের ফল এই দাঁড়াইল যে, যখন তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তিনি আর পূর্বের ন্যায় এক কল্পনা-বিলাসী ধর্মীয় নেতা এবং মুশরিকানা কার্যকলাপের শুধু সংস্কারকই নহেন, আবদুল ওয়াহাবের একজন গোড়া সমর্থক শিষ্যও বটেন। তাঁহার প্রকৃতিতে যাহা স্বপ্নবৎ অস্পষ্টাকারে বিরাজমান ছিল তাহাই যেন এক তেজবীর্য আনন্দোল্লাসে ফাটিয়া পড়িল। সেই উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি দেখিতে পাইলেন—তিনি স্বহস্তে ভারতের প্রতিটি জিলায় হেলালী ঝাণ্ডা স্থাপন করিতেছেন এবং বিধর্মী ইংরাজের মৃতদেহের তলে 'ক্রুশ' চিহ্নকে প্রোথিত করিয়া ফেলিতেছেন।[১]

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে এই অভিমত অযুক্তিসিদ্ধ। সৈয়েদ সাহেব পবিত্র মক্কা নগরী হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিলেন, এই ভ্রান্ত ধারণার উপর উক্ত অভিমতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ওয়াহাবী রাজধানী দারিয়ায় ইব্রাহীম পাশার বিজয় গর্বিত প্রবেশের মাত্র চারি বৎসর পর মওলানা সৈয়েদ আহমদ এবং তাঁহার দল ১২৩৭ হিজরীর ২৫শে শা'বান মক্কায় পৌঁছেন।[২] প্রকৃত প্রস্তাবে মিসরীয় গভর্ণর আহমদ পাশা ছিলেন তখন হেজাযের শাসনকর্তা এবং মিসরীয় সেনাবাহিনী নজদের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহরসমূহ পাহারা দিতেছিল। ওয়াহাবীদের আমীরকে ইতিপূর্বেই কনস্টান্টিনোপলে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান হইয়াছিল। ওয়াহাবীদের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও মিসরে অন্তরীণাবদ্ধ করা হইয়াছিল। ওয়াহাবী এবং তাহাদের সহৃদয় সমর্থক বৃন্দের জন্য এই সময়টি ছিল সত্যই অত্যন্ত সঙ্কটজনক। এইরূপ পরিস্থিতিতে শির্ক এবং বেদআত সম্পর্কে সংস্কারপন্থীদের মতবাদের জন্য মক্কার তদানীন্তন শাসন কর্তৃপক্ষের ক্রোধবহ্নি সৈয়দ সাহেবের উপর নিপতিত হওয়া অসম্ভব বিবেচিত না হইলেও উপরউল্লিখিত পরবর্তী লেখকগণ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থকারই এই তথাকথিত বহিস্করণ কাহিনীর উল্লেখ তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে করেন নাই।[৩] পরন্তু সৈয়দ সাহেবের জীবনীকারগণ দৃঢ়তার সহিত লিখিয়াছেন যে, সৈয়েদ সাহেব বৎসরাধিক কাল পবিত্র নগরীসমূহে অবস্থান করেন। গভর্ণর আহমদ পাশা সৈয়েদ সাহেবের প্রতি তাঁহার শুভেচ্ছার বাস্তব প্রমাণ দিতে এতদূর অগ্রসর হন যে, তাঁহারই সহায়তায় সৈয়েদ সাহেব তাঁহার সহযাত্রীদের মদীনা পর্যন্ত ভ্রমণের জন্য ১২০টি উষ্ট্র সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত হন। এই এক বৎসরের অবস্থিতিকালে সৈয়েদ সাহেবের প্রধান পুস্তক 'সিরাতে মুস্তাকীম' আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়া পবিত্র নগরী দ্বয়ের পণ্ডিত সমাজে বিতরিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সমাগত বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর এক বৃহদংশে তিনি বিপুল প্রভাব বিস্তারসাধন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হন। তাঁহার অগণিত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে মক্কা মুয়াযযমার হানাফী মুফ্‌তী শায়খ ওমরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪] তথাকথিত বহিস্করণ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের সমসাময়িক রেকর্ডসমূহে সুস্পষ্ট নীরবতা দ্বারা পরোক্ষ সমর্থন পুষ্ট উপরোক্ত দাবীর সমস্তটাই সত্য না হইতে পারে কিন্তু উহা আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য নিশ্চিতরূপে তাৎপর্যপূর্ণ।

1. Hunter, op cit P. P. 52—52

2 Sawanih op cit, P. 60

3. The sayyid Left Makka on Homeward Journey on the Ist Dhu'l-Qa'da, 1238 A. H,

4. See, sawanih, op. cit. P.P. 60—65

কারণ সংস্কার পন্থীদের মনস্তত্ত্বের উপলব্ধির পক্ষে উহা সহায়ক। সৈয়েদ সাহেব যে হজ্বব্রত উদ্‌যাপনের জন্য মক্কা গিয়াছিলেন—একথা ভারতীয় শাসনকর্তৃপক্ষের অবিদিত ছিলনা।[১] এতদ্ব্যতীত প্রাথমিক ওয়াহাবীদের উত্থান, পরিবর্ধন এবং পতন সম্বন্ধেও তাহারা সুপরিজ্ঞাত ছিলেন। পারস্য উপসাগরের কাওয়াজিম উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে বোম্বাই সরকার কর্তৃক ৩টি অভিযান পরিচালিত এবং ভারতীয় নৌবাহিনী কর্তৃক নির্বাহিত হইয়াছিল। পুনঃ প্রথম যুগের ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে ইব্রাহীম পাশার অভিযানের চূড়ান্ত সাফল্যে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য ভারত হইতেই ক্যাপটেন স্যাডলার নজ্‌দে ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন।[২]

এতৎসত্ত্বেও বালাকোটের দুর্ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত ভারত সরকারের প্রেরীত চিঠিপত্র ও সমসাময়িক বিবরণীতে সংস্কারপন্থীগণ ধর্মোন্মত্ত, গাজী এবং মুজাহিদরূপেই উল্লিখিত হইয়াছেন কিন্তু কুত্রাপী ওয়াহাবী রূপে কথিত হন নাই।[৩] সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, মক্কা হইতে সৈয়েদ সাহেবের বহিষ্করণের অলীক কাহিনী পরবর্তী সময়ের চিন্তার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। খুব সম্ভব সংস্কারপন্থীদের স্বধর্মীয় বিরোধী দল কর্তৃক পরবর্তী যুগে ওয়াহাবী আখ্যায়নকে কৃতিত্ব মণ্ডিত করার আগ্রহে এই মিথ্যা বহিষ্করণ কাহিনী সংযোজিত হইয়াছিল।[৪]

ওয়াহাবীদের দৃষ্টান্তেই সৈয়েদ সাহেব 'জিহাদ' পরিচালনায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন অথবা হজ্বব্রত সমাধানের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি জিহাদ সম্পর্কিত তাঁহার ভাবধারার সূত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এই দাবীও ঐতিহাসিক সমালোচনায় টিকে না। সংস্কারপন্থীদের জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ সম্বন্ধে ধ্যাণ ধারনা আর যাহাই হোক ওয়াহাবীদের 'কিতাল' বা যুদ্ধের সঙ্গে উহার কোনই সামঞ্জস্য নাই। মূলতঃ প্রকৃতগত ভাবে সক্রিয় পন্থার অনুসারী দুই আন্দোলনই সংগ্রামের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিলেও তাঁহাদের মধ্যে এই বিশিষ্ট পার্থক্য সুস্পষ্ট যে, ওয়াহাবীরা যেখানে স্বধর্মের নীতি-ত্যাগী মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং এই সংগ্রামকে কিতাল নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, সেখানে সংস্কার পন্থীগর প্রধানতঃ অমুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং এই যুদ্ধকে জিহাদরূপে বিশেষিত করিয়াছিলেন। ওয়াহাবী কিতালের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদিগকে সত্য ধর্মের অবিকৃত অনুশাসনের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ সম্পন্ন হইতে এবং কড়াকড়ি অনুসরণে) বাধ্য করা কিন্তু সংস্কার পন্থীদের উদ্দেশ্য ছিল (যাহা আমরা অবিলম্বেই দেখিতে পাইব) অনেকটা ভিন্নমুখী। ইবনে ঈদের নিকট লিখিত শেরখ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাবের চিঠিতে যেমন সুস্পষ্ট—ওয়াহাবী যুদ্ধ তওহিদের ওয়াহাবী ব্যাখ্যারই কার্যকরী পরিণতি মাত্র।[৫]

অপর পক্ষে সংস্কারপন্থীগণ জিহাদকে ইসলামের একটি স্বাধীন অনুষ্ঠানরূপেই প্রচার করেন এবং এতৎসম্পর্কীয় তাহাদের রচিত পুস্তকাদি ধর্মীয় যুদ্ধ ও উহার ফযিলতের বর্ণনায় ভরপুর।[৬]

অবশ্য শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র রাজনৈতিক রচনাবলী[৭] এবং আরও প্রত্যক্ষ ভাবে শাহ আবদুল আযীয কর্তৃক ভারতবর্ষকে দারুল-হরব রূপে ফতোয়া প্রদানের—ঘোষণা তাঁহাদের অনুপ্রাণনার প্রকৃত উৎস[৮]। "সুপ্রসিদ্ধ আমীর খানের অধীনে লব্ধ সৈয়েদ সাহেবের সামরিক অভিজ্ঞতা প্রেরণা সঞ্চারের কারণ সমূহের মধ্যে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে।" সর্বশেষ (কিন্তু সর্বনিম্ন নহে) কারণ হইতেছে পাঞ্জাবের মুসলমানদের উপর শিখ নির্যাতনের বেদনাদায়ক সংবাদ। সংস্কারপন্থীগণ পবিত্র নগরীসমূহের

1. Bengal political consultations (B. P. C), 30th March, 1827, No. 32.

2. G. F. Sadlier: Diary of Journey accross Arabia.

3. See B. P. C., op. cit., 30th March, 1827, Nos. 29 and 32. J. D. Cunningham.

4. Nawab M. Siddiq Hasan khan: Tarjuman Wahhabiya p p. 17—18.

5. Rawadat-al-Afkar wa' Lafham etc, (Br, Museum Ms. or. 23 344-57 vol. 1, Fol. 63

6. There is hardly any letter by the sayyid in which he did not discuss Jihad.

7. For his Political ideas see, K. A. Nizami Shah Waliullah Dihlwai ki Siyasi Maktubat

8. See Fatawa 'Aziziya, vol. 1 P. P. 16—17.

www.ahlehadeethbd.org

তীর্থ যাত্রার বহু পূর্বেই হিযরত এবং জিহাদের (ধর্মযুদ্ধ) কথা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন[1] এবং শিখ কর্তৃক মুসলিম নির্যাতনের সংবাদ তাঁহাদের অন্তরে গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া দিল। হজের জন্য তীর্থ যাত্রা প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সূচিত করিল মাত্র। বোখারার শাহের নিকট সৈয়েদ সাহেবের লিখিত এক চিঠিতে তিনি নিজেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন[2]।

ডক্টর হান্টার নিজেই একস্থানে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সংস্কার আন্দোলন অন্য নিরপেক্ষ এক স্বকীয় আন্দোলন এবং ওয়াহাবী মতবাদের আওতামুক্ত থাকিয়াই স্বাধীনভাবে উহার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়াছিল। তিনি স্পষ্টভাবে একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, মক্কা যাত্রার পূর্বেই সৈয়দ আহমদ শেকিয়ানা অনাচারের সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন[3] একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সংস্কারমূলক প্রধান প্রধান পুস্তক সৈয়েদ সাহেবের মক্কা যাত্রার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। ইহা খুবই তাৎপর্য পূর্ণ যে, মক্কায় অবস্থানকালে সৈয়েদ সাহেব ওয়াহাবী অথবা অন্য কোন দলের ধারণা ও মতবাদ ধার কিম্বা গ্রহণ করার পরিবর্তে নিজের মতবাদ প্রচারের দিকেই সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সেরাতে মুস্তাকীমের আরবী অনুবাদই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সংস্কারপন্থী নেতৃবৃন্দ শাহ আবদুল আযীযের রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় ও ছাত্র এবং তাঁহার স্বনামধন্য মাদ্রাসার উপযুক্ত সৃষ্টি বিধায় তাঁহারা যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং শাহ আবদুল আযীযের বিস্তর লেখনী দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইবেন ইহা আশা করা মোটেই অযৌক্তিক নহে। সৈয়েদ সাহেবের সম্বন্ধে একথা যথার্থই বলা হইয়াছে যে "তাঁহার ধর্মীয় অথবা রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে এমন কিছুই ছিলনা যাহা শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং শাহ আবদুল আযীয পূর্বেই বলিয়া যান নাই। তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই টুকু যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং শাহ আবদুল আযীয ছিলেন অতীব ধর্মপরায়ণ এবং গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী যাঁহারা কলমের লেখনী এবং মুখের বাণীর মাধ্যমে ইসলামের খেদমতের পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন, আর সৈয়েদ আহমদ শহীদ ছিলেন বাস্তব ক্ষেত্রে এক কর্মী পুরুষ। লেনীন যেরূপ কার্ল মার্ক্সের রচনা ও বাণীকে বাস্তবরূপ দিয়া গিয়াছেন, সৈয়েদ সাহেবও তেমনই শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং শাহ আবদুল আযীযের মতবাদকে রূপায়িত করিয়াছেন।"[4]

আমাদের উত্থাপিত প্রথম প্রশ্নদ্বয়ের আলোচনা এখন আমরা শুরু করিতে চাই। প্রশ্ন দুইটিকে এই ভাবে নূতন আকারে পুনঃ উত্থাপন করা যাইতে পারে। সৈয়দ সাহেব কর্তৃক সূচিত জেহাদ কি শুধু জিহাদের জন্যই জেহাদ ছিল? না, অন্য একটি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার অন্যতম উপায় মাত্র ছিল? আর যদি ইহা সত্যই একটি উপায় ভিন্ন আর কিছু না হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য বস্তুটি কি ছিল?

লুধিয়ানা নগরীতে নিয়োজিত রাজনৈতিক সহকারী মিঃ সি এম ওয়েড সাহেব ১৮৩১-খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ আটক হইতে একটি সংবাদের কপি দিল্লীতে প্রেরণ করেন, উহাতে তিনি লিখিয়া জানান, "ইতিপূর্বে আমি এই এলাকার সংবাদ কোন দৈনিক পত্রিকায় সরবরাহ করিয়াছি, বিশেষ করিয়া গোলযোগ সৃষ্টিকারী খলিফার আক্রমণাত্মক কার্যাবলী, জবরদস্ত খানের সহিত তাহার মিলিত ভাবে উঠাবসা ও চলাফেরা এবং মোজাফফাবাদের দুর্গের অবরোধ সম্বন্ধে তথ্যাবলী সরবরাহ করিয়াছি......।"[5] সৈয়েদ সাহেবকে এই সাংবাদিক যে পদবীতে বিশেষিত করিয়াছেন তাহা বিশেষ তত্ত্বপূর্ণ। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সীমান্তের অন্যান্য শাসক ও সরদারের বিপরীত সৈয়েদ সাহেব ছিলেন একজন 'খলিফা' এবং তিনি কোন এক নির্দিষ্ট আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছিলেন। এখন প্রশ্ন এই যে, এই আদর্শ কি ছিল আর এই খলিফা পদবী দ্বারা কি বুঝায়। প্রথম প্রশ্নের উত্তর জেনারেল খুৎ লিঃ এর নিকট লিখিত সৈয়েদ সাহেবের চিঠিতে পাওয়া যাইবে।

—ক্রমশঃ

1, S. R, B. G. op. cit, P. 127, S. A. H. Ali Nadwi: Sirat Sayyid Ahmad Shahid. P. 76

2, As quoted in Sawanih , op. cit. P. 190.

3, Hunter op. cit. P P. 52—53, Compare, H. T. prinsep : Origin of ther Sick power in the Punjab etc, P.P. 145—146. Cunningham, op. cit. , P.P. 198—9, S, R. B. G. op. cit, p p. 127—8.

4. The Morning News [Calcutta], 2d Number, 1944 p. 77

5. B p. C, 6th May, No 42.

www.ahlehadeethbd.org

জঙ্গে আযাদী

---নওবেলাল

পয়ার :

প্রথমে স্মরণ করি আল্লাজীর নাম,
রসূল করীমে ভেজী দরুদ সালাম।
শত বর্ষ আগেকার আযাদী-সংগ্রাম
তাহার বারেতে রচি শায়েরী কালাম।
ভুল চুক হৈলে সবে শোধরাইয়া নিও
নতুবা নিজের গুণে মাফ করি দিও।
এক শ বছর আগে বাংলা দেশেতে
যে যবান জারী ছিল শহরে-দেহাতে।
কবিতা রচনা করি সেই সে ভাষায়
তওফিক দেন যদি মেহেরবান খোদায়॥

বলিব গোড়ার কথা করি মুখ্‌তাসার
মুমিন মুস্‌লিম শুন করিয়া গওর।
চৌদ্দ শ বছর আগে আরব দেশেতে
নূর নবী পয়দা হৈল কোরেশ বংশেতে।
আল্লার তওহীদ-বাণী করিয়া প্রচার
আরব মুল্লুক করে দিল গুলজার।
হাজার জাতির দেশ এই হিন্দুস্তান
বে-দীন মুশরেকী হালে আছিল মস্তান।
মুহাম্মদ বিন কাসিম নবীন জওয়ান
উড়াইল হিন্দুস্থানে ইসলামী নিশান।
তারপরে আইল হেথা মাহমুদ গজনী
ছড়াইল সারা দেশে তক্‌বীরের ধ্বনি।
মুহম্মদ- ঘৌরী ছিল বড় জোরওয়ার
পৃথিরাজে করিলেন জঙ্গে জেরবার।
ভারতের তখ্‌ত-তাজ করিল দখল
ইস্‌লামী হুকুম ফের করিল সচল।

আলিম-ফাজিল বহু আউলিয়া দরবেশ
ক্রমে ক্রমে আইসা তারা ভরে গেল দেশ।
ঘরে ঘরে করে জারী নবীর পয়গাম
পিলায় বে-দীন সবে তওহীদের জাম॥

তার পরে একে একে সুলতান বহুত
মুল্‌ক হিন্দুস্তানে জারী রাখে হুকুমত।
কুতবুদ্দীন, ইল্‌তুৎমিশ্‌, রাজিয়া, বল্‌বান্‌
নাছিরুদ্দীন, আলাউদ্দীন খাল্‌জী-প্রধান,
ফিরোজ, মুহম্মদ, বহলুল, ইব্রাহীম
সুলতানৎ চালাইল হইয়া মুকীম।
পাঠান বংশের এরা সকল সুলতান
শাসন করিল সবে মুল্‌ক্‌ হিন্দুস্তান।
আদল ইন্‌ছাফ করে প্রজাদের পরে
কীর্তি ও সুযশ আছে সারা দেশ ভরে।
হিন্দুস্তানের আব্‌-হাওয়ার খাতিরে
জঈফ পাঠান-কওম হৈল ধীরে ধীরে॥

সংগ্রাম সিং ছিল রাণা চিতোরের
খোয়াব দেখেন তিনি হিন্দু-রাজত্বের।
তাইমুরের খানদান দিল্লীর বাবর
ফারগানা দেশ ছাড়ি হৈল যাযাবর।
সংগ্রাম সিং তাই করিয়া হিকমৎ
বাবরে ডাকিয়া আনে করিয়া দাওৎ।
পনের শ ছাব্বিশ সালে পানিপথ ময়দানে
শক্তির পরখ হৈল মোগল-পাঠানে।
বাঘে ঘইষে বেধে গেল জবর লড়াই
কত যে সিপাহী মরে লেখা-জোখা নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাসে কত কাটা মুণ্ড লহু দরিয়ায়
হাতি-ঘোড়া কত সব গড়াইয়া যায়।
খোদার কালাম রদ কভু নাহি হয়
ইব্রাহীম লোদীর ভাগ্যে হৈল পরাজয়।
দিল্লীর তখতে গিয়ে বাবর বসিল—
সংগ্রাম সিংহের আশা নিষ্ফল হইল।
তিনশ বছর ধরি মোগল খানদান
শাসন করিল তারা মুল্‌ক হিন্দুস্তান।
তখতে বসিয়া তারা করে বাদশাহী—
ইনছাফ সকলে পায় ভেদাভেদ নাহি।
শিল্প, সাহিত্য আর স্থাপত্য বিদ্যায়
কত যে তরক্কী হৈল বলা নাহি যায়।
কত যে রাখিল কীর্তি কে করে শোমার
এখনও সে-সব আছে গাওয়া হয়ে তার।
তাজমহল, লালকিল্লা, মতি মসজিদ
দিওয়ানে আম-খাস ধর ইহার সহিত।
তারপরে দেখ যদি তখতে তাউস্
তাজ্জব হইবে তব উড়ে যাবে হুশ,
মানুষে এয়সাই কীর্তি কেমনে করিল—
হয়ত বা জিন্-পরী সঙ্গে যোগ দিল।
শাহ্-দরা, শাহী মসজিদ, বাগে শালিমার—
সারা দেশ জুড়ে কীর্তি কে করে শোমার।
জঙ্গী বাবর তার পুত্র হুমায়ুন,
আকবর তার পুত্র ধরে মহাগুণ।
আদিল জাহাঁগীর, হাসিন নূর জাহান,
বেগম মুমতাজ, শাহে ইশ্‌ক্ শা-জাহান;
রাজ দরবেশ, আলমগীর সম্রাট মহান
রাখিল দুনিয়া জুড়ি কীর্তি অফুরান।
কবি জিবুন্নিসা আর বেগম জাহানারা
ফার্সী যবানে ফোটায় কাব্যের ফোয়ারা।
ইতিহাস পড়ে দেখ, যদি থাকে সন্দ—
এইটি আরয মোর, শোন আকেলমন্দ॥

আকবর, জাহাগীর আর শা-জাহান
হিন্দুদের সাথে সবে মিতালী পাতান।
শাদী-বিয়া হৈল বহু হিন্দু মুসলমানে
ইসলামী জোশ তাই পড়ল ভাটার টানে।
আলমগীর দেখি তাহা হৈল বে-কারার
বহুত কোশেশ করে জোশ ফিরাবার।
কায়েম করেন তিনি দীনী হুকুমত—
দীন ইসলামে বাড়ে ইজ্জৎ—হুরমত।
ইসলামের দুশমন যত ছিল এ সময়
এয়ছা কাম তাহাদের পসন্দ নাহি হয়।
'পাহাড়িয়া চুহা' এক ডাকাত সরদার
লুঠেরা বর্গী বলে খ্যাত নাম যার।
আলমগীরের সাথে লড়িয়া বহুত
আখেরে দুনিয়া ছাড়ি হৈয়া গেল ভূত।
আকাশে যখন জাগে চাঁদের জোয়ার
দুনিয়া জুড়িয়া দেখি রোশনাই বাহার।
পুর্ণিমার রাত্রি যবে গুজরিয়া যায়—
চান্দে যে ক্ষয় লাগে জানে তা সবায়।
আলমগীরের সুলতানৎ যবে খতম হইল—
মোগলের তক্‌দীরে সিয়াহী পড়িল।
জমানার ফেরে পড়ে হৈল বে-শামাল
না-ফরমানী মুসলমানে করিল পয়মাল।
ভুলিল আল্লার বাণী, নবীর হাদীছ
ইত্তেহাদ, ই'তেকাদ, ইলমু—তজ্‌বীজ।
ইমামের ইক্‌তেদাহ আর নেতার হুকুম
না মানিয়া বরবাদ হইয়া গেল কওম।
চলে গেল তখ্‌ত-তাজ শাহী-সুলতানৎ
শান-শওকত আর ইজ্জত হুরমত।
তেজারতী নিয়ে হেথা আসিল ইংরাজ
সুযোগ বুঝিয়া শিরে তুলে নিল তাজ।
বাংলা মুলুক যবে আছিল আযাদ
সিরাজ দখলে ছিল নবাবী মসনদ।
সতের শ সাতান্ন সালে পলাশী ময়দানে
সলা-পরামর্শ করে যত বে-ঈমানে।

www.ahlehadeethbd.org

নিমকহারাম যত জুটিল হেথায়—
মীরজাফর, উমিচাঁদ আর কৃষ্ণরায়
রাজবল্লভ জগৎশেঠ মিলি এক সাথে
সঁপিল নিজের দেশ ইংরাজের হাতে।
আযাদীর আফতাব ডুবে পলাশীতে
বাদশার জাত বন্ধ হৈল গোলামীতে।
তারপরে শতবর্ষ গুজরিয়া গেল
বাদশার জাত নাহি গোলাম বনিল।
হুকুক-বরদারী যার আদি পেশা নয়—
তাবেদারী করা তার ধাতে নাহি সয়।
হিন্দুরা সুযোগ পেয়ে এসে দলে দলে
তাবেদারী করে শুরু মিলে কুতুহলে।
শিখিল বিদেশী ভাষা, বে-জাতী আমল
অফিস-আদালত সব করিল দখল।
নও-মনিবের তারা হইল পিয়ারা
মুসলমান রৈল দূরে হয়ে দিশাহারা।
আযাদীর তরে তারা করিল জিহাদ
জুলুম সিতানা কত সহিল বে-হদ।

গড়িয়া বাঁশের কিল্লা করিল লড়াই
বাংলার তিতু-মীর বাহাদুর সিপাই।
পান করিলেন শেষে জামে শাহাদৎ
কবুল করেন তিনি বেহেশতী দাওৎ।
ফরিদপুরের বাঘা-বীর দুদু মিয়া নাম
আযাদীর তরে বহু করেন সংগ্রাম।
বন্দীভাবে বহুদিন কাটাইয়া দিল
গোলামীর জিনজির তবু না পরিল।
বালাকোট ময়দানে সুবায়ে সরহদ
শহীদ হইল জঙ্গে সাইয়িদ আহমদ।
ইসমাইল মওলানা, আলিম মুজাহিদ
ময়দানে শাহ ওয়ালীউল্লাহ হলেন শহীদ।
সিত্তয়ানীর জঙ্গে সরহদ ময়দানে
শাহাদৎ কবুল করে কত মুসলমানে।

ইংরাজের তাবেদারী না করার তরে
হাজারো জুলম চলে মুসলমানের পরে।
দুয়োরাণী সুয়োরাণী নীতি চালাইয়া—
ইংরেজ মুসলমানে রাখে দাবাইয়া—
মুসলিমের জমিদারী, তালুক জায়েদাৎ
নাছারার হুকুমেতে হৈল বাজেয়াফত—
সদা তার মনে ভয়, পাইলে ফুরসৎ।
দখল করিয়া নিবে দিল্লীর তখৎ।

ফরমিয়াছেন কুরানেতে পাক-পরওয়ার
রহমানুর রহীম যিনি গফুর গফ্ফার—
জাতির হালৎ কভু না হয় বদল,
যদি না খারাপ হয় তার কর্মফল।
আল্লার কালাম পাক আনিয়া স্মরণে
হায়াৎ মউত সপি তাহার সদনে
হায়দরী হাঁক হাঁকি নারায়ে—তকবীর
নাঙা শমশের হাতে যত মর্দ বীর—
আযাদীর জঙ্গে সবে কুদিয়া চলিল
নাছারার জাত তবে প্রমাদ গণিল।
আঠার শ সাতান্ন মে'র দশই তারিখে
রোজ রবিবার ছিল কিতাবেতে লিখে—
আযাদী লড়াই শুরু হৈল হিন্দুস্থানে
ইংরেজ শাসন হতে মুক্তির কারণে।
হিন্দু আর মুসলমান যতেক সিপাই
এক সাথে লড়ে সবে যেন ভাই ভাই।
ইংরেজ দেখিলে সবে যায় তাড়াইয়া
শিয়াল কুকুর সম ফেলিত মারিয়া।
লাখ্নৌ, এলাহাবাদ, আর কানপুর—
দিল্লী মীরাটসহ ঢাকা—ব্যারাকপুর—
জ্বলিল আগুন সব ঠাই একাকার—
বিলাতে ইংরেজ বসি হৈল বে-কারার।
কোশেশ করিল ভারী নিভাতে অনল
যত ঢালে পানী কিন্তু না লভিল ফল।
মীরাটের সিপাহীরা দিল্লীতে যাইয়া
ইংরেজে মারিল আর দিল খেদাইয়া।

www.ahlehadeethbd.org

বাহাদুর শা ছিল বাদশা শুধু নামে—
ইংরেজ সর্বেসর্বা সব কাজে কামে।
সিপাহীরা বাহাদুরে তখ্‌তে বসাইল
"বাদশা নামদার" বলি কুর্নিশ করিল।

হসরৎ বেগম ছিল রাণী অযোধ্যার
লড়িল ইংরেজ সাথে লয়ে তল্‌ওয়ার।
ঝাঁসীর রাণী লক্ষী বাই—মহীয়সী নারী
আযাদীর জঙ্গে নাম হয়ে গেল জারী।
জেরা-বর্মে ঢাকি দেহ মর্দমীর বেশে
দুশ্‌মনে মারিয়া জান দিল নিজে শেষে।
নানা ছাহেব কানপুরে হয়ে বুদ্ধিহারা
দয়ামায়া না দেখাল, মারিল নাছারা।
তাঁতিয়া তোপী নামে মারাঠা ব্রাহ্মণ
শেষভাগে করল বহু ইংরেজ নিধন।
মওলানা আহমদুল্লাহ্‌ দীনদার সিপাই
ইংরেজের সাথে বহু করেন লড়াই।
বখ্‌ত্‌ খাঁ বেরেলীর বড় পাহ্‌লওয়ান
বাদশার সিপাহ-সালার ছিল মতিমান।

চারিদিকে মুছিবতে না মানিয়া হার
ইংরেজ বিভেদ-নীতি করে এখ্‌তিয়ার।
শিখ্‌ আর গুর্খা দলে ঘুষ বল্‌ দিল
মুলুক-তালুক বহু ওয়াদা করিল।
ইংরেজের লাগি তারা করিল লড়াই
ভাইয়ের বুকেতে ছুরি মারিল যে ভাই।
গোয়ালিয়রের মন্ত্রী রাও দিনকর
গোলামীর খতে তিনি করেন স্বাক্ষর।
নিজাম সালার জং হায়দরাবাদের
ইংরেজে মদদ করে স্বার্থের খাতের।
রাণা জং-বাহাদুর নেপালের উজীর
ইনাম খেলাত বহু করিয়া হাছিল
তিরিশ হাজার গুর্খা দিল পাঠাইয়া
দেশের লোকেরে ছুরি মারার লাগিয়া।
শিখ জাতি ইংরেজের পক্ষে যোগ দিল

এইরূপে ইংরেজের হিম্মত বাড়িল।
বে-ঈমান যত সব এ-দেশী লশ্‌কর
ভাইয়ের কলিজায় হানিল খন্‌জর।
বে-রহম, সঙ্গ-দিল্‌, নিমকহারাম
ইংরেজের মারফতে লভিল ইনাম।

এইরূপে ইংরেজের বাড়িল তাকৎ
দখল করিল ফের দিল্লীর তখ্‌ত্‌!
ধোকাবাজি চাল চালে করে বহু ফন্দি
বাহাদুর শাহে তারা করিল যে বন্দী।
বাদশা-নামদারে ধরি জিন্দানে পুরিল
রেঙ্গুন শহরে তারে চালান করিল!
সেইখানে বাকী জীবন দুঃখে কাটাইয়া
ইন্তেকাল করেন তিনি আল্লাহকে স্মরিয়া
বাবরের খান্দানের এয়ছাই হালত—
কে বুঝিতে পারে বল মওলার কুদরত।
সিপাহসালার তার দুই শাহজাদা
আযাদ করিতে দেশ করেন ওয়াদা।
দোজখী হডসন এক ইংরেজ সিপাই
মেরে দিল গুলি করে বিচারাচার নাই।
বিফল হইল যবে আযাদী লড়াই
স্বরূপ ধারণ করে ইংরেজ সিপাই।
লাখে লাখে মুসলমানে কতল করিল
শহরে-দেহাতে রক্ত-নদী বহাইল।
কারবালা ময়দান যেন হৈল সব ঠাঁই
নারী-শিশু, বুড়াবুড়ী না পায় রেহাই।
মার কোল হতে বাচ্চা লয় যে টানিয়া
কচি বুকে দেয় ফের ছুরি বসাইয়া।
বাপের হুজুরে ওড়ায় আব্রু মেয়ের
বিবিরে বে-ইজ্জত করে সামনে খসমের।
কমিনা ইংরেজ কত মারে মুসলমান
হিসাব তাহার জানে আল্লাহ-রহমান।
কিতাবেতে লেখিয়াছে করিয়া শোমার
দিল্লীতেই শহীদ হৈল সাতাশ হাজার।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কলিজা শুকায়ে যায় করিতে বয়ান
সারা দেশে বহাইল খুনের তুফান।
গঙ্গা-যমুনার পানি লাল হয়ে গেল
শহীদের লাশ কত ভাসিতে লাগিল।
গাছের ডালে ফাঁসি-কাষ্ঠ তৈয়ার করিয়া
শত শত মুসলমানে মারে লটকাইয়া।
সংখ্যাগুরু ছিল যারা উত্তর ভারতে
রাতারাতি সংখ্যা-লঘু হৈল হিসাবেতে।
এইরূপে মুসলমানে করিয়া বরবাদ
ইংরেজ খতম করে আযাদীর জিহাদ।
মালমাত্তা মুসলানের যেখানে যা ছিল
শিখ ও গুর্খা মিলি লুটিয়া লইল।
ইংরেজ বিভেদ নীতি করে এখতিয়ার
অন্য সকলেরে করে বড়ই পিয়ার।
ভাগ্য দোষে আজাদী লড়াই বিফল হইল
আযাদী-সলিতা তবু জ্বলিতে লাগিল।
জান-মাল কুরবান দিল আযাদ-বাহিনী
জীবন্ত আদর্শ তাহা, নহে যে কাহিনী।
শহীদানের কুরবানী হয়েছে সফল
আজাদ হয়েছি মোরা ভেঙেছি শিকল।
হাছিল করেছি মোরা 'আযাদ পাকিস্তান'
কায়েদের তোফায়েলে আল্লার মহাদান।
তওফীক দেন যদি আল্লাহ মেহেরবান
বারান্তরে সে কাহিনী কবির বয়ান।
আযাদীর জঙ্গের যত শহীদান
মাগফিরাৎ দিও তাদের গফুর-রহমান।*

—তামাম শোদ্—

* ১৯৫৭ সালে "সিপাহী বিদ্রোহের" শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে রচিত এবং কোন এক মোশায়েরায় পঠিত।

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী

অধ্যাপক আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এ কথা হয়ত কারো অবিদিত নয় যে, আঁ-হযরত (দঃ) ও তদীয় সাহাবা কেরামের যুগে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হত একমাত্র কুরআন ও হাদিসের উপর ভিত্তি করেই। কিন্তু উত্তরকালে মুসলিম সাম্রাজ্য দেশ দেশান্তরে বিস্তৃতি লাভ করায় এবং বিভিন্ন সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারক ও বাহকেরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় নানা প্রকার নিত্য নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়। ফলে ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে এবং কালক্রমে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী যুফরী, তাবারী, যাহেরী ইত্যাদি অসংখ্য ফেকাহ মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে ইসলামী ভাবধারায় গড়ে তোলার জন্য পথপ্রদর্শকরূপে জন্ম লাভ করে। উল্লিখিত ফেকাহসমূহের মধ্যে প্রথমোক্ত চারটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং বর্তমান মুসলিম জাহানের অধিকাংশ মুসলমানই ইহাদের কোন না কোন একটার অনুসরণ করতঃ নিজেদেরকে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী বলে অভিহিত করে থাকেন। এ ত' গেল মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনে এক একটী স্বতন্ত্র চিন্তাধারা অনুসরণের কথা।

মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনের মসয়ালা মাসায়েল গুলির ন্যায় তাদের আকিদা, বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদিও পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রেও মুসলমানগণ বিভিন্ন চিন্তাধারার (School of thought) অনুসরণ করে কেউ আশ'আরী, কেউ মাতুরিদী, কেউ মুহাদ্দেস, কেউ জাহমী, কেউ মু'তাযিলী, কেউ কাদরী, কেউ জাবরী ইত্যাদি নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত বা সুন্নী মুসলমান বলে আজ আমাদের মধ্যে যে কথাটীর প্রচলন দেখা যায়—উল্লিখিত মতবাদসমূহের প্রথমোক্ত তিনটীই উহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য শাখা। এই শাখাত্রয়ের মধ্যে কোন বুনিয়াদী বা মৌলিক মতানৈক্য না থাকলেও তৎকালে গ্রীক দর্শনের সুতীক্ষ্ণ তরবারী দ্বারা ইসলামের মূলে যে অবিরত কুঠারাঘাত করা হচ্ছিল সে হামলা হতে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য মুসলমানেরা যেসব অস্ত্র তৈরী করেছিলেন আশ'আরী, মাতুরীদি এবং মুহাদ্দিসীন সেসব বিভিন্ন অস্ত্রের বিভিন্ন নাম মাত্র। এসবের কোনটা ছিল বর্শা, কোনটা বল্লম আর কোনটা তীর। মুসলমানদের মধ্যে যারা আশ'আরী বলে পরিচিত তারা আবুল হাসান আশ'আরীর মতবাদের অনুসারী। আজকার এ নিবন্ধে আমরা আবুল হাসান আশ'আরীর পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব।

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী প্রকৃতপক্ষে ইয়ামানের বাশিন্দা এবং তথাকার আশআর নামক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গোত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট বলে আশ'আরী নামে অভিহিত। তাঁর নাম আলী এবং কুনিয়াত আবুল হাসান। ইতিহাস প্রসিদ্ধ সিফ্ফিনের লড়াই শেষে হযরত আলী (রঃ) ও মুআবিয়ার (রঃ) মধ্যে সন্ধি স্থাপনের জন্য হযরত আলীর পক্ষ হইতে আবু মুসা আশ'আরী নামক যে ব্যক্তিকে সালিশ (umpire) নিযুক্ত করা হয়েছিল ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী তাঁরই বংশধর।[১] আবু মুসা আশ'আরীর চার পুত্রের মধ্যে একজনের নাম ছিল আবু বুরদা। ইনিই ছিলেন আবুল হাসান আশ'আরীর প্রপিতামহ। তাঁর বংশপরিচয় নিম্নরূপ :—"আলী বিন ইসমাঈল বিন আবি বিশ্‌র বিন সালেম বিন ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ বিন মুসা বিন বিলাল বিন আবু বুরদা বিন আবু মুসা আল আশ'আরী।[২]

আবুল হাসান আশ'আরী বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিঞ্চিত মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। খতিব বাগদাদী[৩]

(১) Muslim thought and its source by Sayyed Muzaffaruddin Nadvi P P —52.

(২) তারিখ খতিব বাগদাদী ১১শ খণ্ড, ৩৪৬ পৃঃ।

(৩) ঐ ঐ

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম সুবকী [৪], এবং ইবনে আসাকের[৫] তাঁর জন্মের তারিখ ২৬০ হিঃ বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ইবনে খাল্লিকান[৬] ২৬৬—২৭০ হিজরীর কথা লিখেছেন। খৃষ্টাব্দের হিসেবে তার জন্মের তারিখ ৮৭৩—৮৭৪ বলে ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে উল্লিখিত হয়েছে[৭]।

আবুল হাসান আশ'আরীর উর্দ্ধতন পিতামহ আবু মুসা আশ'আরী আঁ হযরত (দঃ) এর যুগেই মাতৃভূমি ইয়ামান পরিত্যাগ করতঃ মদীনায় এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। ইসলাম জগতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকের (রঃ) যুগে তিনি বসরার গভর্ণর নিযুক্ত হন। আবুল হাসানের জনক আবু বুরদাহর জন্ম এই বসরাতেই হয়। উত্তর কালে তিনি কুফার চীফ জাষ্টিসের পদ অলঙ্কৃত করেন। আবু বুরদাহর অন্যতম পুত্র এবং আবুল হাসানের অগ্রজ বেলালও এককালে বসরার আমীর ও কাযীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফলকথা এই যে, আবুল হাসান আশ'আরীর যুগ পর্যন্ত তাঁর খান্দান একটি ক্রমবর্ধমান পরিবার হিসেবে বসরায় বসবাস করছিলেন।

আবুল হাসান আশ'আরীর শৈশব কালেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং তাঁর বিধবা মা আবু আলী আল জুবাইএর সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন[৮]। ফলে, শিশু আবুল হাসান জুবাইর ঘরেই প্রতিপালিত হন এবং শিক্ষা জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁরই শিক্ষাগারে অতিবাহিত করেন।

বুয়ালী আল জুবাই ছাড়া আর যেসব পণ্ডিতের শিক্ষাগারে আবুল হাসান বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিতদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) যাকারীয়া সাজী : ইমাম যাহাবী বলেছেন, আবুল হাসান "আহলে হাদীসদের" মতামত সম্বন্ধে এরই নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ইনি ৩০৭ হিজরীতে বসরায় এন্তেকাল করেন[৯]।

২। মুহম্মদ বিন আলী বিন ইসমাঈল আসকাফ্‌ফাল : আবুল হাসান এঁর নিকট ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ইনি আবুল হাসানের নিকট ইলমে কালাম অধ্যয়ন করেন। ৩৩৫ হিজরীতে এর মৃত্যু হয়[১০]।

(৩) আবু ইসহাক মারওয়াযী :—আবুল হাসান এঁর নিকট ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ৩৪০ হিজরীতে এঁর মৃত্যু হয়[১১]।

পূর্বেই বলেছি যে, শৈশবকালেই আবুল হাসানের পিতৃবিয়োগ ঘটায় তাঁর লালন পালন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বু-আলী আল জুবাইর ঘরেই হয়েছিল। আল জুবাই ছিলেন মু'তাযীলি মতবাদের এক জন বিশিষ্ট ইমাম। আহমদ বিন ইয়াহ্‌ইয়া আল-মুরতযা লিখেছেন যে, আবুল হুযাইলের মৃত্যুর পর বু-আলী আল-জুবাইর চেয়ে বড় ইমাম মু'তাযীলীদের ঘরে আর কেউ জন্মায়নি[১২]। মু'তাযিলী শিক্ষাগারে অধ্যয়নের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ আবুলহাসানও জীবনের প্রথম দিকে মু'তাযিলী মতবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শুধু তাই নয়, জীবনের দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে তিনি মু'তাযিলী স্কুলের একজন গণ্যমান্য ইমাম বলে অভিহিত হতে থাকেন। বু-আলী আল জুবাই স্বয়ং যেসব মিটিং-এ উপস্থিত হতে পারতেন না সেসব মিটিং-এর নেতৃত্ব করার জন্য তিনি আবুল হাসানকে পাঠিয়ে দিতেন। এই যুগেই তিনি মু'তাযিলী মতবাদের সংস্কার কল্পে একখানা বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন।

হাদিস, তফসীর ও ফেকাহ শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে আশ'আরীর চিন্তাজগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কিছুদিন ধরে তাঁকে অত্যন্ত চিন্তামগ্ন ও নির্জনে কাল কাটাতে দেখা যায়। মু'তাযিলীদের "মসলায়ে সালাহ ও আসলাহ" তাঁকে অত্যন্ত বিব্রত করে তোলে। (মসআলাটীর অর্থ হল এই যে, বান্দাদের জন্য যে কাজ মঙ্গলজনক, আল্লাহর পক্ষে তা' করা ওয়াজেব। অন্যথায় তিনি আদেল বা ন্যায়-বিচারক

(৪) তাবাকাতুশ শাফেয়ীয়াহ ২য় খণ্ড, ২৪৬ পৃঃ।

(৫) তাবঈীন কিযবিল মুফতারী ১৪৬ পৃঃ।

(৬) ১ম খণ্ড, ৩২৬ পৃঃ। (৭) ১ম খণ্ড, ৪৮০ পৃঃ।

(৮) মাকরীযী ৪র্থ খণ্ড ১৮৬ পৃঃ।

(৯) তাবাকাত সুবকী ২য় খণ্ড, ২২৬ পৃঃ।

(১০) মাকরীযী ৪র্থ খণ্ড, ১৮৬ পৃঃ।

(১১) ইবনে খাল্লিকান ২য় খণ্ড,

[১২] যিক্‌রুল মু'তাযিলা ৪৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হতে পারেন না)। একদা তিনি স্বীয় ওস্তাদ আল-জুবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, "হুজুর, জনৈক ব্যক্তির তিন ছেলে ছিল। তার মধ্যে প্রথম ছেলে খুব পরহেযগার, নামাযী, মুত্তাকী, ধার্মিক; দ্বিতীয় ছেলে পাকা লম্পট জোয়াচ্চুর, বদমাইশ এবং বেদীন; তৃতীয় ছেলে শিশু। এরা সবাই মারা গেছে। আমি জানতে চাই হাশরের দিন এদের কি হবে।" আল-জুবাই উত্তর দিলেন, "বড় ভাই যিনি ধার্মিক তিনি বেহেশ্‌তের অতি উচ্চস্থানে সুখ স্বচ্ছন্দে বসবাস করবেন; মেঝো ভাই দোযখের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে অসহ্য যাতনায় ছটফট করবে আর শিশুটী শুধুমাত্র নাজাত-প্রাপ্ত হবে।" আল্ আশ্‌আরী জিজ্ঞেস করলেন, "হুজুর, শিশু ছেলেটি যদি তার বড় ভাই সাহেবের বিলাসব্যসন দেখে আল্লাহর কাছে ফরইয়াদ করে যে, প্রভু হে, আমাকে তুমি আমার বড় ভাই সাহেবের মত একটী উন্নত মনযিল দান কর, তাহলে কি তাকে সে মনযিল দান করা হবে?" জুবাই উত্তর দিলেন, "না। তাকে বলা হবে যে, তোমার ভাইকে উচ্চস্থান দান করা হয়েছে আমলের বিনিময়ে। কিন্তু তোমার ত' তেমন কোন আমল নেই যে, তার বিনিময়ে তোমাকেও সে স্থান দান করা হবে।" আশ্‌আরী বললেন, "হুজুর, ছেলেটী যদি একথা বলে যে, প্রভু হে, আমি যে কোন আমল করতে পারিনি তাতে ত' আমার কোন দোষ নেই। তুমিই ত' আমাকে শৈশবে মৃত্যুদান করেছিলে যার ফলে আমি কোন আমল সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারিনি। যদি তুমি আমাকে সময় ও সুযোগ দান করতে তা হলে দেখতে পারতে আমি কেমন সুন্দর সুন্দর আমল নিয়ে তোমার দরবারে উপস্থিত হতাম।" আল-জুবাই বললেন, "আল্লাহ উত্তর দিবেন, আরে নাদান বান্দা, তুমি যা জাননা, আমি তা জানি। আমি যদি তোমাকে দীর্ঘজীবি করতাম তাহলে তুমি পুণ্যের পরিবর্তে শুধুমাত্র পাপই করতে এবং আমার অবাধ্যতাচরণ করার ফলে আজ দোযখের প্রজ্জলিত হুতাশনে নিক্ষিপ্ত হয়ে হাহাকার করতে। তাই তোমার জন্য যা মঙ্গলতর ব্যবস্থা, আমি তাই করেছি।" এতদশ্রবণে আশ্‌আরী বলতেন, "হুজুর, যদি মেঝো ভাই—যে দোযখের আগুনে পুড়ে মরছে আল্লাহ তাআলাকে বলে, প্রভু হে, তুমি আমার ছোট ভাইয়ের ভবিষ্যৎ জানতে এবং তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত তা' তুমি করেছ। দয়াময়, তুতি ত' আমারও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিলক্ষণ সচেতন ছিলে। তুমি আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিৎ তা' করনি কেন?" এ প্রশ্ন শুনে আলজুবাই এমন থতমত খেয়ে গেলেন যে, তার মুখ দিয়ে আর কোন কথাই বের হলনা[১৩]।

এরপর হতে তিনি দীর্ঘ ১৫ দিন পর্যন্ত প্রায় রুদ্ধদ্বার কক্ষে অতিবাহিত করেন। এবং সব সময় সত্য পথের সন্ধান লাভ করার জন্য সকল সত্যের স্রোত সত্যের দরবারে মুনাজাত করতে থাকেন। দীর্ঘ পনর দিন পর তিনি স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রসমূহ খুলে দূরে নিক্ষেপ করে বললেন, "আজ যেভাবে আমি আমার দেহ হতে আমার পরিধেয় বস্ত্র খুলে দূরে নিক্ষেপ করলাম, ঠিক তেমনি ভাবে আমার মন হতে মু'তাযিলী আকিদা সমূহ দূরে নিক্ষেপ করলাম।" এরপর তিনি বসরার জামে মসজিদে গিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করে বললেন, "তোমাদের মধ্যে যারা আমাকে চিনে তারা ত' চিনেই আর যারা না চিনে তাদেরকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, আমি অমুকের পুত্র অমুক। এতদিন ধরে আমি এ বিশ্বাস পোষণ করতাম যে, আলকুরআন আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু; মানব চক্ষু (এমন কি মৃত্যুর পরও) আল্লাহকে দেখতে পারে না; মন্দ কাজের স্রষ্টা স্বয়ং বান্দারাই। মনে রেখ, আজ হতে আমি আমার এ ভ্রান্ত মতবাদ হতে তওবা করছি এবং মু'তাযিলীদের উপরোক্ত আকিদা সমূহের প্রতিবাদ করছি।" এরপর মু'তাযিলী আকিদার প্রতিবাদে অবিরাম লেখনী চালাতে আরম্ভ করলেন। তাঁর এ সময়কার রচিত দু'খানা বইয়ের নাম আমরা অবগত হয়েছি। একখানার নাম الكتاب اللمع আর দ্বিতীয় খানার নাম كشف الاسرار وهتك الاستار।

মু'তাযিলী স্কুল পরিত্যাগ করার পর ইমাম আশ'আরী খলিফা মামুনের যুগের শ্রেষ্ঠ মুতাকাল্লিম

১৩] Prof. R. A. Nicholson's Literary History of the Arabs (P. 377) মূল: ইবনে খাল্লিকান ও শেহরেস্তানী

www.ahlehadeethbd.org

ইবনে কুল্লাবের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন। ইবনে কুল্লাব মুতাকাল্লিম হলেও আকীদার দিক দিয়ে পুরো-পুরী "সলফী" ছিলেন। হাফেজ ইবনে কাইয়েম, শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ ইত্যাদি মনিষীবৃন্দ তাঁকে "সলফী" বলেই উল্লেখ করেছেন। তাঁকে মুতা-কাল্লিমীনদের মধ্যে এ জন্য গণ্য করা হয় যে, তিনি তাঁর সলফীদের মতবাদকে বহিরাক্রমণ হতে রক্ষা করার জন্য ইলমে কালামকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতেন। এ সম্বন্ধে শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মীয়াহ বলেছেন :—

আল আশ'আরী মু'তা-যিলীদের মযহাব পরিহার করার পর ইবনে কুল্লাবের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন এবং আহলে সুন্নত ও আহলে হাদিস-দের দিকে ঝুঁকে পড়েন

لما رجع الاشعرى من مذهب المعتزلة سلك طريق ابن كلاب ومال الى اهل السنة والحديث وانتسب الى الامام احمد كما قد ذكر ذلك فى كتبه كلها كالابانة والموجز والمقالات وغيرها

তাঁকে ইমাম আহমদের দিকে মনসুব করা হয়। একথা তিনি স্বয়ং তাঁর বিভিন্ন পুস্তক যেমন "ইবানা" "মুজেয" "মাকালাত" ইত্যাদিতে বর্ণনা করেছেন।[১৪]

আল-আশ'আরী মু'তাযিলী মতবাদ পরিহার করার পর বসরাতেই অবস্থান করতে থাকেন এবং যে লেখনী ও রসনা তিনি একদিন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে পরিচালনা করতেন পূর্ণ উদ্যমে এখন সে রসনা ও লেখনী আহলে সুন্নতের স্বপক্ষে পরিচালনা করতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়ালেন মু'তাযিলীগণ। এঁদের সাথে তাঁর বড় বড় মোনাযিরা বা তর্কযুদ্ধ হল। মু'তাযিলীদের ঘরের খুটিনাটি সব খবর সম্বন্ধে খুব ওয়াকেফহাল হওয়ায় আল-আশ'আরীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পেরে উঠা মু'তাযিলীদের পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। যে ইলমে কালামের উপর ভিত্তি করে মু'তাযিলীগণ তাঁদের তর্কজাল বুনছিলেন। আশ-'আরী ছিলেন সে ইলমে কালামের মহাপণ্ডিত। তাই সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম শাব্দিক কুটতর্ক তুলে তাঁর নিকট বাজীমাত করা মু'তাযিলীদের পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠছিল না। তর্কযুদ্ধে এভাবে একের পর এক মু'তাযিলী পণ্ডিতকে নাজেহাল করার ফলে আশ'আরীর পাণ্ডিত্যের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল এবং দেশ-বিদেশের জ্ঞান-পিপাসুরা তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডারের মদীরা-পান লালসে মধুমক্ষিকার ন্যায় চতুর্দিক হতে ছুটে আসলেন। অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যদি আমরা এস্থলে স্বীয় যুগের ইমাম মুহাম্মদ বিন খফিফ সিরাযীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করি। মওসুফ আশ'আরীর ইলম ও ফযলের কথা শ্রবণ করে শিরায হতে বসরায় গমন করেন এবং আশআরীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতঃ স্বীয় যুগের ইমাম হন। উক্তিটীর প্রতি ছত্রে যে ভাবাবেগ ও উচ্ছাস ফুটে উঠেছে, অনুবাদে তা অক্ষুণ্ণ রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তিনি বলেছেন :—

শায়খ আবুল হাসান আশ'আরীর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা যা আমি প্রত্যেক শহর ও মফস্বলবাসীর নিকট শ্রবণ করে আসছিলাম অবশেষে এক দিন আমাকে যৌবনের প্রারম্ভেই বসরাভিমুখে যাত্রা করতে বাধ্য করল। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যেন আমি সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিটির সহিত সাক্ষাৎ লাভ করতে পারি এবং আল্লাহ তায়ালা তওহীদ সংক্রান্ত যে সব বিদ্যার দ্বার তাঁর সামনে উন্মুক্ত করেছেন তা হতে উপকৃত হতে পারি। কারণ সকলকে ছাড়িয়ে উর্ধে উঠেছেন; । অঙ্গুলী নির্দেশের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন; স্বীয় আলেম ফাযেলদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে আলেমগণই তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করার আগ্রহশীল।

دعانى ادب وحب ادب وولوع وشوق......ان احرك نحو البصرة ركابى فى عنفوان شبابى لكثرة مابلغنى عن لسان البدوى والحضرى من فضائل شيخنا ابى الحسن الاشعرى لاستعد بلقاء ذلك الوحيد واستفيد مما فتح الله تعلى من ينابيع الوحيد إذحاز فى ذاك الفن قصب السباق وكان ممن يشار اليه بالاصابع فى الافاق وفاق الفضلاء من ابناء زمانه واشتاق العلماء الى استماع بيانه

দীর্ঘদিন যাবত বসরায় সত্য মতে প্রচারণা চালাবার পর যখন তথায় মু'তাযিলীদের প্রভাব লুপ্তপ্রায় হয়ে আসল তখন ইমাম

(১৪) ইজতেমায়ুল জয়ুদিল ইসলামিয়া, ১১১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ইসলাম জগতের আর একটি কেন্দ্রে ইহার প্রচারণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তাই তিনি বসরা হতে বাগদাদে গমন করলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তথায় অবস্থান করে দ্বীনে হক্কের বাণী বজ্রনিনাদে ঘোষণা করতে থাকলেন।

ইমাম আশ'আরী হিজরী সনের ৩২০—৩৩০ সালের মধ্যে আহমদ বিন যাহের সরখসী নামক এক বিশিষ্ট শাগরেদের গৃহে ইন্তেকাল করেন। ঐতিহাসিক ইবনে আসাকের "মশ্‌রুয়ুব্‌ যাওয়াইয়া" নামক স্থানে একাধিক বার তাঁর সমাধি পরিদর্শন করেন।

দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে, আমরা অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও ইমাম সাহেবের বংশধরদের সম্বন্ধে কোন কিছুই অবহিত হতে পারিনি।

ইমাম সাহেব তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন একজন পাকাপোক্ত সন্ন্যাসী। "দিনান্তে শাকান্ন ভোজন" করেই তিনি জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। জীবিকার্জনে ছিলেন তিনি অত্যন্ত সংযমশীল। জীবিকার্জনের যেসব পথে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হত তিনি শত ক্ষতি স্বীকার করেও তা' হতে বিরত থাকতেন। তাঁর জীবিকার্জনের দুটী মাত্র পথ ছিল। একটী হল তাঁর পৈতৃক ওয়াকৃফ্‌ সম্পত্তি আর অন্যটী হল হাকিমী ঔষদের ব্যবসায়। পৈতৃক ওয়াকৃফ সম্পত্তির মোট পরিমাণ হল একটি মাত্র গ্রাম যার আয় চার ভাইয়ের মধ্যে সমান ভাগে বণ্টন করা হত। আর ঔষুধের দোকানের আয় ছিল নিতান্ত কম তদুপরি অনিশ্চিত। ঐতিহাসিকগণ তাঁর বাৎসরিক খরচ মাত্র ১৭ দেরহাম বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিগণ দেমিরী, খতিব বাগদাদী এবং সুবকী—

নিয়ে তোমা[illegible]রর খরচ ১৭ দেরহাম বলে উল্লেখ বললেন, [illegible]বকী ত' এক ধাপ আরও অগ্রসর হয়ে তুমি যা খরচ এক দেরহামের চেয়ে একটু বেশী দীর্ঘজী। করেছেন। তবে খতিব বাগ্‌দাদীদের মাত্র প পুরাতন সংস্করণে এবং পূর্বোল্লিখিত ঐতিফলে [illegible] মতে ১৭ দেরহাম তাঁর বাৎসরিক খরচ হাহাক [illegible]ক নয়।

ব্যবস্থ ওয়া ও পরহেযগারীতেও ইমাম সাহেব ছিলেন বলতে আদর্শ পুরুষ। খোদা-প্রেম ও খোদা-ভক্তি ছিল তাঁর মানসিক শান্তির একমাত্র উপকরণ। তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী, সাথী, সহচর ও অনুচরদের বর্ণনানুসারে ইমাম সাহেব দীর্ঘ বিশ বছর ধরে এশার নামাযের ওযু দিয়েই ফজরের নামাজ আদায় করেছিলেন!

নিতান্ত সুফী মানুষ হলেও ইমাম সাহেব অন্যান্য সুফীদের মত নিরস ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন রসে ভরপুর এক রসিক। গণ্ডীর মধ্যে যতদূর সম্ভব হাসি ঠাট্টায় তিনি অংশ গ্রহণ করতেন।

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী প্রধানতঃ ইলমে কালামের লোক হয়ে থাকলেও তফসির, হাদিস, ফেকাহ ও তর্কশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কুরআনের একখানা উঁচু দরের তফসীর লিখেন। "আল্ আওয়াসেম আনিল কাওয়াসেম" নামক পুস্তকের রচয়িতা হাফেয আবু বকর বিন আরাবীর বর্ণনানুসারে ইমাম সাহেবের তফসীর খানা ৫০০ শত খণ্ডে সমাপ্ত হয়। আবদুল জব্বার হামদানীর "মুহীত" নামক শত খণ্ডের তফসীরখানি ইমাম সাহেবের তফসীরের [illegible] মাত্র। আল্লামা যহাবী বলেছেন যে, ইমাম সাহেব উক্ত তফসীর খানি রচনা করেন তাঁর মু'তাযিলী মতবাদ পোষণ করার যুগে। কিন্তু যহাবীর এ তথ্য পরিবেশন উপযুক্ত অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে বলে মনে হয়না। কারণ আল্লামা সুবকী এ তফসীরের প্রথম খণ্ড দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। বলেন যে, উক্ত খণ্ডের স্থানে স্থানে তিনি মু'তাযিলী মতবাদের প্রতিবাদ দেখতে পেয়েছেন, "মিরআতুল জিনান" নামক পুস্তকে ইমাম আশআরীর তফসীরের মুখবন্ধ হতে যে কয়েকটী লাইন উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে একথা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যে, উক্ত তফসীর খানি প্রকৃত প্রস্তাবে বু আলী আল যুবাইর তফসীরের প্রতিবাদ কল্পেই লিখিত হয়েছিল। আল যুবাই কুরআনের যে সব স্থানের কদর্থ করেছিলেন আশআরী সে গুলির যথাযথ উত্তর প্রদান করতঃ সঠিক অর্থের সন্ধান দিয়েছেন। ইমাম সাহেব স্বয়ং তাঁর গ্রন্থরাজির যে সূচী প্রদান করেছেন তাতে তিনি তাঁর তফসীর সম্বন্ধে লিখেছেন:— আমরা কুরআনের একখানি তফসীর [illegible] كتاب تفسير القرآن

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী আন্দোলনের ইতিহাস

অধ্যাপক হাসান আলী এম, এ, এম. এম

পাক-ভারতের আজাদী আন্দোলনে মুসলমানদের দান কতখানি, ইতিহাসের মানদণ্ডে তাহা একবার যাচাই করিয়া দেখা উচিত। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়া শতাধিক বর্ষ যাবত এককভাবে মুসলিম সমাজ যে আন্দোলন পরিচালনা করিয়া আসিয়াছে এবং উত্তরকালে ইংরেজগণ যাহাকে 'ওহাবী বিদ্রোহ' আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত ইতিহাস দেশবাসীর সম্মুখে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয় নাই। ভারতের বুকে ইসলামকে মুক্ত এবং কোরআন ও সুন্নতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতঃ আবার সেই খলিফাদের যুগ প্রবর্তন করাই ছিল এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইসলামের পতাকাবাহী ও জাতির দিক দিশারী মুক্তিকামী সাধকবৃন্দ ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা যে কোন স্বাধীন দেশের

লিখেছি যাতে আমরা জুবাই ও বালখীকৃত কদর্যগুলির প্রতিবাদ করেছি।

ردَدنا فيه على الجبائى والبلخى ماحرفا من تاويله

ইমাম সাহেবের এ অমূল্য গ্রন্থখানি আজ ধরার বুক হতে নিশ্চিহ্ন হয়েগেছে। বিশ্বের কোন লাইব্রেরীতে এবং কোন অংশে রক্ষিত আছে বলে আমরা অবগত হতে পারিনি। কথিত আছে যে, সায়েব বিন আব্বাছ নামক জনৈক মু'তাযিলী রাজধানী বাগদাদের গভর্ণমেণ্ট লাইব্রেরিতে রক্ষিত উহার পাণ্ডুলিপিসমূহ জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য লাইব্রেরীর প্রহরীকে দশ হাজার দিনার ঘুষ দেন।

ফেকাহ শাস্ত্রে ইমাম সাহেব কোন বিশিষ্ট ইমামের তকলীদ করতেন না। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদারপন্থী। তিনি ইমাম চতুষ্টয়ের প্রত্যেককেই সহীহ বলে মনে করতেন। ঐতিহাসিক ইবনে আসাকের এ ব্যাপারে তাঁর মতামত অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে লিখেছেন :— আবুল হাসানের মত ছিল এই যে, প্রত্যেক মুজতাহিদই সত্য পথের পথিক।

ومذهب الشيخ ابى الحسن تصويب المجتهدين فى الفروع

ইমাম সাহেবের এ উদারতার সুযোগ গ্রহণ করে হানাফীরা তাঁকে হানাফী, শাফেয়ীরা শাফেয়ী, মালেকীরা মালেকী এবং হাম্বলীরা হাম্বলী বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আশ'আরী ছিলেন একজন উঁচু দরের তর্কবাগিশ। মু'তাযিলী স্কুলের সর্বশ্রেষ্ঠ তর্কবাগিশ 'বুআলী-আল জুবাইর শাগরেদ হিসেবে তিনি এ শাস্ত্র পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর তর্কানুষ্ঠানগুলির কিছু কিছু আলোচনা তাবাকাতুশ শাফেয়ীয়াহ নামক গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। ইমাম সাহেবের মুনাযারার একটী বৈশিষ্ট ছিল এই যে, তিনি তর্কানুষ্ঠানে কোন প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞাসা করতেন না। বরং প্রতিপক্ষ কোন প্রশ্ন করলে তিনি তার উত্তর দিতেন মাত্র। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, তিনি এসব অনুষ্ঠানকে বেদ'আত বলে মনে করেন। তাই তিনি প্রথমতঃ কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে বেদআতের সূচনা করতে চান না। তবে হাঁ, যখন প্রতিপক্ষ কুফরী কালাম উচ্চারণ করে তখন তার জওয়াব প্রদান ওয়াজেব হয়ে দাঁড়ায়। তাই তখন তিনি কুফরীর প্রতিবাদ কল্পে বেদ'আতের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইমাম সাহেবের মুনাযারার আর... এই যে, তিনি সারা জীবন মুনাযারা ... কোন দিন ভুলক্রমেও কোন প্রতিপক্ষকে ... বলে গালি দেননি। মৃত্যু শয্যায় তিনি শাগরেদদেরকে ডেকে বলেছিলেন, "সাক্ষী ... যে, আমি জীবনে কোন দিন কোন আহলে ... কাফের বলে উক্তি করিনি, আমার মতে ... মুসলমান—সবাই এক খোদার পূজারী।"

নাগরিকদের পক্ষে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। ইঁহাদের সুদীর্ঘ সমর সাধনার পূর্ণ পরিণতি স্বরূপ নেয়ামতে-এলাহি এই পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বালাকোটের কারবালায় আমীরুল মুমেনীন হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর (রহঃ) শাহাদতের পর এই আন্দোলনও শাহাদত প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই যেন দেশবাসীর ধারণা। প্রকৃত প্রস্তাবে এই আন্দোলনের অনলপ্রবাহ বিগত দেড় শতাব্দীর ভিতরে একদিনের তরেও যে নির্ব্বাপিত হয় নাই প্রসঙ্গতঃ তাহাও এই প্রবন্ধের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কথা। শিখ শাসিত পাঞ্জাবে মোছলমানগণ নরনারী ও শিশু নির্বিশেষে শিখদের হস্তে সীমাহীন নিগ্রহ ভোগ করিতেছিল। ফেরাউন যেমন বানি এসরাইলের কওমকে প্রায় ৪০০ বৎসর কাল হীন ও জঘন্য কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিল অনুরূপভাবে শিখগণও মোছলমানগণকে নৃশংস অত্যাচারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। শুধু ইহাই নহে, বরং অসংখ্য নিরপরাধ মুসলিম নর-নারীর নিধন সাধন করতঃ পাঞ্জাবের শিখ রাজত্বে গরু কোরবানী ও আজান পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এমন কি লাহোরের শাহী মসজিদটীকেও ঘোড়ার আস্তবলে পরিণত করা হইয়াছিল। মোছলমানদের সেই দুর্দ্দিনে হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহঃ)—যিনি ইতিপূর্বে টঙ্কাধিপতি নওয়াব আমীর খানের সেনা বাহিনীতে ৬ বৎসরকাল অবস্থান করিয়া সমরশাস্ত্র যথারীতি অধিগত ...লেন—নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে ...। তিনি পেশোয়ারের উপকণ্ঠে ইউছফজাই ...ঞ্জতার নামক স্থানে তাঁহার শিবির স্থাপন ...ন। এই স্থানটী ভারতের বহিঃপ্রান্তে এবং স্বাধীন ... অধ্যুষিত ও মুসলিম রাষ্ট্র সংলগ্ন ছিল। সেখান ... তিনি শিখদের কবল হইতে পেশোয়ারকে ... করিবার সঙ্কল্প লইয়া বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ ...না হইলেন। ইহাই ছিল শিখদের সহিত তাঁহার ... যুদ্ধযাত্রা—যাহা ১৮২৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর ...খে সংঘটিত হয়।

"When at last insulting tyranny could no more be endured, Hazrat Syed Ahmad having for his single object the protection of the faith, took with him a few Musalmans, and, going in direction of Kabul and Peshawar, succeeded in rousing Muhamedans from thir slumber of indifference." (The Indian Musalmans, PP 6—7)

রাজা রণজিত সিং যখন যুদ্ধের পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন তখন অনন্যোপায় হইয়া পাঞ্জাব রাজ্যের অর্ধেকের বিনিময়ে সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দীনের জন্য উৎসৃষ্ট প্রাণ হজরত সৈয়দ আহমদ রাজত্বের যুপকাষ্ঠে এসলামকে বলিদান দিতে পারিলেন না। তিনি গোটা পাঞ্জাবকে মুক্ত করা ব্যতীত অন্য কোন শর্তেই রাজি হইলেন না। তখন উপায়ান্তর বিহীন হইয়া শিখরাজ কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং এই উপায়েই তিনি অনিবার্য্য পতনের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া গেলেন। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খানের দুই ভ্রাতা পীর মোহাম্মদ খান ও ফতেহ মোহাম্মদ খান তাঁহার নিকট বিক্রীত হইয়া গেল। অগত্যা উক্ত দোস্ত মোহাম্মদ খানের হস্তেই হজরত সৈয়দ শহীদ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে অধিকৃত পেশোয়ারের শাসনভার ন্যাস্ত করিয়াছিলেন।

অদৃষ্টের পরিহাস, হিজরী ১২৪৬ সালের ২৩শে জুলকদ তারিখে মাত্র ৩০০ জন অনুচর সমভিব্যাহারে হজরত সৈয়দ আহমদ বর্তমান আজাদ কাশ্মীরের অন্তর্গত পাঞ্জতার হইতে যাত্রা করিয়া মোজাফফরাবাদের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। পথে বালাকোট নামক গিরি প্রান্তরে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় উপনীত হইয়া তথায় বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন। এমন সময় উল্লিখিত খান ভ্রাতৃদ্বয় চরম বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্বক সৈয়দ সাহেবের এই গতিপথের সংবাদ রণজিৎ সিংকে জানাইয়া দিল এবং ঐ নিরাপদ আশ্রয়ের গুপ্ত পথ দেখাইয়া দিল। কাল বিলম্ব না করিয়া তস্য পুত্র শের সিং বিংশ সহস্র ... সৈন্য

Contents

লইয়া সেই দিন অপরাহ্নেই বালাকোট প্রান্তরের গিরিপথ অবরোধ করিয়া ফেলিল। পরদিন ২৪শে জুলকদ, ৮ই মে, ১৮৩১ তারিখে ভোর হইতে না হইতে যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল। তেজবীর্য মুজাহিদ বাহিনী প্রাণের বিনিময়ে বিশ হাজার সৈন্যকে ৬ মাইল পর্যন্ত বিতাড়িত করতঃ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। কিন্তু প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মাত্র ৩০০ সৈন্য ঐ বিরাট বাহিনীর সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, গোলাবারুদও নিঃশেষ হইয়া গেল। ফলে হজরত সৈয়দ আহমদ তাঁহার প্রধান সেনাপতি আল্লামা ইসমাঈল ও অনুচরবৃন্দ সহ শাহাদতের আবে-হায়াত পান করতঃ অমর ধামে চলিয়া গেলেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য সময়ে বঙ্গদেশ পর্যন্ত এই আন্দোলন ত্বরিত গতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। হযরত সৈয়দ আহমদ (রহঃ) যখন বালাকোটে শহীদ হন তার ছয়মাস পরেই তাঁহার অন্যতম শিষ্য বাংলার অমর সন্তান মীর নেসার আলী ওরফে গাজী তিতুমীর বারাসতের রণক্ষেত্রে ইংরেজদের সহিত সম্মুখ সমরে ১৯শে নবেম্বর ১৮৩১ সালে শাহাদত বরণ করেন।

আমীরে জামাআত হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলুভীর (রহঃ) এই আকস্মিক তিরোধানের পর শাহ এসহাক দেহলভীর জামাতা এবং সৈয়দ শহীদের অন্যতম খলীফা মওলানা সৈয়দ নাছিরুদ্দিন সীমান্তস্থিত জামাআতে মুজাহেদিনের আমীররূপে সর্বপ্রথম নির্বাচিত হন এবং ১২৫০ হিজরীর ৩রা জুলহিজ্জা, মোতাবেক ২রা এপ্রিল ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জন্মভূমি পরিত্যাগ করতঃ মুজাহিদ বাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ কল্পে সীমান্তের পথে যাত্রা করেন। তথায় সৈন্যবাহিনী সংগঠন করতঃ প্রথমতঃ তিনি রূঝান দুর্গ অবরোধ করেন যাহা স্থানীয় মজারীদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইনিই ইতিহাস প্রসিদ্ধ আফগান যুদ্ধে ইংরেজদের হাত হইতে কাবুল ছিনাইয়া লইয়া লর্ড অকল্যাণ্ডের মনোনীত ব্যাক্তি শাহ শুজার স্থলে আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খানকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আফগানিস্তানকে ইংরেজদের প্রভাব মুক্ত করতঃ স্বাধীনতা দান করেন। ইংরেজদের সহিত তাঁহার বহুস্থানে যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়। একমাত্র গজনীর যুদ্ধেই তিন শত এবং কাবুলের অপরাপর যুদ্ধে এক হাজার মুজাহেদ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতঃ শাহাদত বরণ করেন। (The Indian Mussalmans—P 13) ইঁহারা সকলেই মওলানা সৈয়দ নাছিরুদ্দিনের সৈন্য ছিলেন। আনুমানিক ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় পুরাতন ক্যাম্পে জীবনের সকল সংগ্রাম শেষ করতঃ তিনি অনন্তের পথে যাত্রা করেন।

আলী ভ্রাতৃদ্বয়

মওলানা বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলী পাটনা শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম মওলানা ফতেহ আলী। ভারত সম্রাট শাহ আলমের রাজত্ব কালে তাঁহাদের মাতামহ নওয়াব মঈনুল মুলক আমীনুদ্দৌলা রুহুদ্দীন হোসায়েন খান নাসেরে জঙ্গ বাহাদুর বিহার প্রদেশের নাযিম ছিলেন। মাতামহের পরম আদরনীয় দৌহিত্র মওলানা বেলায়েত আলী তাঁহার কৈশোর জীবনে অত্যন্ত বিলাসিতার ভিতর দিয়া লালিত পালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাল্য কালেই হজরত সৈয়দ শহীদের পূত পবিত্র সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তিনি রায় বেরিলিতে সৈয়দ সাহেবের খেদমতে উপনীত হন এবং তথায় শাহ অলিউল্লাহ দেহলুভীর বংশের উজ্জল রত্ন মওলানা এসমাইল শহীদের নিকট তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর জেহাদে যোগদান করার প্রাক্কালে হারামায়েনের জেয়ারত শেষ করতঃ তিনি জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

হজরত সৈয়দ আহমদ (রহঃ) ১২৪১ হিজরীতে খৃষ্টীয় ১৮২৫ সালে যখন চিরতরে তাঁহার মাতৃভূমি পরিত্যাগ করতঃ জেহাদের উদ্দেশ্যে সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করেন তখন আলী ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার সহযাত্রী ও সহকর্মী ছিলেন। এখন হইতেই তাঁহাদের সৈনিক জীবন শুরু হইল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে সৈয়দ শহীদ নওশেরায় শিখদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যে জেহাদে অবতীর্ণ হন তাহাতে আলী ভ্রাতৃযুগল প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরেই সৈয়দ সাহেব মওলানা বেলায়েত আলীকে জেহাদের প্রচার ও সমাজ সংগঠন-কার্যের গুরু দায়িত্ব প্রদান করতঃ রণক্ষেত্র হইতে ভারতে প্রেরণ করেন। —চলবে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাময়িক প্রসংগ

بسم الله الرحمن الرحيم

পঞ্চদশ আযাদী দিবস

গত ১৪ই আগষ্টে পাকিস্তানের পঞ্চদশ আযাদী উৎসব মহা সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়েছে। প্রত্যেক জাতির জাতীয় জীবনে আযাদীর উৎসব আসে জাতিকে অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখার আর মনযিলে মকসুদে পৌঁছার জন্য ইস্পাতদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করার সুযোগ দিতে।

পুরাতন জাতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করার এ শুভক্ষণে বসে আজ ১৯৪০ সালে গৃহীত "লাহোর প্রস্তাবের" কথা মনে পড়ে, প্রস্তাবটী বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যায় যে, উহা ছিল একটী আদর্শ-ভিত্তিক প্রস্তাব। একটী বিশিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্যকে ভিত্তি করে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। আর এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল একটী স্বতন্ত্র আবাস ভূমির। তাই গৃহীত হয়েছিল পাকিস্তান প্রস্তাব। অতএব পাকিস্তান হাসিল একটী আদর্শ রূপায়নের সংগ্রামে সাফল্য অর্জনের নামান্তর মাত্র।

যে বিরাট ও যুগান্তকারী আদর্শের কথা লাহোর প্রস্তাবে গৃহীত হয়েছিল পাকিস্তান অর্জিত হলে তা, বাস্তবে রূপায়িত হবে এ আশংকা করে বিদেশী বণিক আর স্বদেশী বণিক উভয় গোষ্ঠিই ভীতত্রস্ত হয়ে উঠল। তাই তারা আদাজল খেয়ে লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মরমুখো হয়ে উঠল। তারপর ১৯৪০ সাল হতে ১৯৪৭ সালের ইতিহাস এক তুফান তরঙ্গময় দিন-রাত্রির ইতিহাস। এক দিকে বিশ্বযুদ্ধ এবং তারই ফল স্বরূপ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আর অন্য দিকে নারী-ঘাতী, শিশুঘাতী বর্বরতার লেলিহান জিহ্বা। কলকাতা ও বিহারের মাটী মযলুমদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠল। মানুষ মানুষের রক্ত দিয়ে হোলী খেলতে আরম্ভ করল আর তা' দেখে খোদ ইব্‌লিস শয়তান নৃত্য করে উঠল। উদ্দেশ্য ছিল এ সব হাঙ্গামা করে পাকিস্তান প্রস্তাবকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিবে। সমুদ্র পার হতে মিশনের পর মিশন, পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা খোদার রহমত (?) স্বরূপ নাযেল হতে আরম্ভ করল। ক্রিপস মিশন, কেবিনেট মিশন, ওয়াভেল পরিকল্পনা, মাউণ্টব্যাটান পরিকল্পনা—এমনিধারা আরও কত মিশন ও পরিকল্পনা আসল। উদ্দেশ্য ছিল, গয়ংগচ্ছ করে পাকিস্তান প্রস্তাবকে কোনক্রমে নাকি নস্যাৎ করা যায়। কিন্তু হিমালয়তুল্য অবিচল শীর্ণকায় মানুষটীর বজ্রকঠিন সংকল্পের সামনে সব "পলিসিই" ব্যর্থ হল—বণিকের রাজদণ্ড পাক-ভারত উপমহাদেশ হতে পাততাড়ী গুটাল। শহীদের রক্ত, মায়ের অশ্রুধারাকে স্বার্থক করে একদিন দুনয়ার মানচিত্রে একটী সবুজ-ভূমি অঙ্কিত হল। দশ কোটী মানুষ স্বীয় লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার অভিষ্ট দেশ লাভ করে আনন্দে হেঁকে উঠল, "না'রায়ে তকবীর" "আল্লাহু আকবার"। জড়ের জিন্দান ভেঙ্গে নব উষার রঙ্গিন আলোকে মিল্লতের সুপ্তি ভেঙ্গেছে দেখে জাতির পিতা বললেন, আমার কাজ শেষ হয়েছে। এখন আপনাদের কাজ। পাকিস্তানকে আদর্শ-ভিত্তিক মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করা

www.ahlehadeethbd.org

প্রত্যেক পাকিস্তানীর পবিত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব।

যে আদর্শকে ভিত্তি করে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, যে আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য এক দিন এ উপমহাদেশের অগণিত নরনারী স্বেচ্ছায় বুকের তাজা রক্ত দান করেছিল এবং যে আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য জাতির জনক বারম্বার তাকিদ করেছিলেন তা হল পাকিস্তানের বুকে আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ এ দেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে গড়ে তোলা।

আমরা যতদূর জানি এ উপমহাদেশে মুজাদ্দেদ আলফে সানী সৈয়দ আহমদ সরহিন্দিই সর্বপ্রথম ইসলামকে কুসংস্কারের পঙ্কিলতা হতে মুক্ত করে খাঁটী ও সনাতন শরিয়তের ভিত্তিতে ইসলামী ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ও জেহাদে মশগুল হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও ইসমাইল শহীদ (রঃ) কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলন মুজাদ্দেদ সাহেবের পুনর্জাগরণ আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফল। রাজনৈতিক আজাদী ছাড়া ইসলামী আদর্শের পূর্ণ রূপায়ন সম্ভবপর নয় বলে এঁরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পন্থায় "যাল্লাতুল মু'মেন" বা "হারানো মাণিকে"র অনুসন্ধানে তৎপর হন। তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহও অনুরূপ অনুসন্ধানের আর একটি পদক্ষেপ। এদেশের মুসলমানদের একমাত্র ইপ্সিত বস্তু ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা রূপায়নের দুর্জয় বাসনায় এদেশের আলেমবৃন্দের এক বৃহৎ অংশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এ দুর্গম গিরি লঙ্ঘন করার দুঃসাহসিক যাত্রায়। প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়ে ঐ যাত্রা বিফল হয়েছিল বটে, কিন্তু যে ঈমানের তেজ এসব মুজাহিদের অন্তরে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল তা কোন দিনই নির্বাপিত হয়নি বরং ঘুঁটের আগুনের মত তা ধিক্ ধিক্ করে ভিতরে ভিতরে জ্বলতেই ছিল এবং ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে সেই আগুনেরই শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। ঘরে আগুন, বাইরে আগুন—দেশময় সর্বত্র আগুন। এ আগুনের এক শিখা গিয়ে লাগল কুচক্রী ব্রিটিশের ঘরে আর এক শিখা [illegible] পী বানিয়াদের ঘরে। এ আগুনের লেলিহান জিহ্বার সামনে কুচক্রীদের কোন চক্রই টিকে থাকতে পারল না। সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল এবং ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান অর্জিত হল।

স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের ১৪ বছরের ইতিহাস ভাঙ্গা-গড়ারই ইতিহাস। এ ১৪ বছরে পাকিস্তানের বস্তুগত উন্নতি সাধিত হয়েছে প্রভূত। কিন্তু যে আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য আজ কয়েক শতাব্দী ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন উৎসর্গকৃত হয়েছে, যে আদর্শকে বাস্তবরূপ দান করার জন্য এদেশের মুসলমানেরা অকুণ্ঠচিত্তে ধন-মাল ও ইজ্জত বিসর্জন দিয়েছে সে আদর্শের বাস্তব রূপায়ন কতদূর হয়েছে আজ ১৪ই আগষ্টের আজাদী দিবসে বসে সে কথা চিন্তা করে দেখার উপযুক্ত সময় এসেছে। খোদা না করুন, যদি আমরা সে আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে থাকি কিংবা সে আদর্শের বাস্তব রূপায়ন হতে বিমুখ হয়ে পড়ি, তাহলে আমাদের সংগ্রাম নিরর্থক হবে। আমাদের আযাদী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে আর আমরা আল্লাহর নিকট জবাবদেহ হব।

খৃষ্টধর্মের প্রসার—আমাদের কর্ত্তব্য

আমরা তর্জুমানুল হাদীসের নবম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে "একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ" শিরোনামায় মুসলিম দেশগুলোতে এবং বিশেষ ক'রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিমদের দলে দলে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছিলাম। ব্যাপারটি যে অত্যন্ত মর্মন্তুদ ও বেদনাদায়ক তাতে সন্দেহ নেই। মুসলিম হিসেবে সে বেদনার জ্বালা আমরা অনুভব করি তাই বলেছিলাম, অতীতে যদি দেশের কোন নিভৃত কোণে কোন অজ্ঞাতনামা মুসলিমও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছে অথবা তার ধর্মত্যাগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা হলে সমগ্র জাতির মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু আজ আমাদের ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতি এত নিস্তেজ ও শিথিল হয়ে পড়েছে যে, এক বছরের মধ্যে হাজার হাজার মুসলিমকে ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে দেখেও আমরা নির্বিকারভাবে বসে রয়েছি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাই হউক, ঐ ইসলাম ত্যাগী খৃষ্টানদের খৃষ্টধর্মের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্য স্বনামধন্য প্রবীণ আলিম মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের লেখনী ধারণের সঙ্কল্পের কথা জানতে পেরে আমরা একটু আশ্বস্ত হতে পেরেছি। কিন্তু তাঁর বয়স ও স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করে আমরা মোটেই নিশ্চিন্ত হতে পারছিনা। বিশেষ করে তাঁর লেখনীর আওয়ায ঐ ইসলাম ধর্মত্যাগীদের কাণে পৌঁছান ত চাই। তাই আমাদের বক্তব্য এই যে, লেখনী পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ও খৃষ্টধর্মে অভিজ্ঞ, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ত্যাগী মুবাল্লিগ দল ইসলাম ত্যাগীদের নিকট গিয়ে তাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলে এ ব্যাপারে কৃতকার্যতা লাভের আশা করা যেতে পারে।

জম'ঈয়তে আহলে হাদীস এবং তার মুখপত্রদ্বয় মাসিক তর্জুমানুল হাদীস ও সাপ্তাহিক 'আরাফাতের নীতিই হ'চ্ছে খাটি ইসলামী জীবন-আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রচারণা এবং ইসলাম বিরোধী অপ-প্রচারের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সঙ্গত ভাবে মৌখিক ও লিখিত অভিযান পরিচালনা করা। মরহুম মাওলানা আবদুল্লাহিলকাফী সাহেবের 'নবুওতে মোহাম্মদী' নামক বিরাট গ্রন্থখানি এই উদ্দেশ্য সাধনের একটি ধাপ মাত্র।

আমরা পাক-ভারতের প্রত্যেক মুসলিমকে এ সম্পর্কে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

রবিউল আওয়ালের ছুটি

রবি'উল আওয়াল মাসের ১২ই তারিখ সরকারী ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হয়ে থাকে। কি উপলক্ষ্যে এই দিনটিকে ছুটির দিন নির্ধারিত করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা সরকারী ভাবে দুরকমের উক্তি শুনতে পাই। পূর্বে বলা হ'তো, পর্বটি 'ফাতিহা ইদোয়াযদাহম' অর্থাৎ নবী কারীমের (দঃ) ইন্তিকাল সূচক ১২ই তারিখ। গত কয়েক বছর থেকে বলা হচ্ছে পর্বটি 'ঈদে মীলাদুন্নাবী'। অর্থাৎ নবী করীমের জন্মসূচক আনন্দ উৎসব। এ সম্পর্কে সম্প্রতি ডাঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, নবী করীম সঃ-এর ইন্তিকালের তারিখ ১২ই রবিউল আওয়াল নয়। তাঁর ইন্তিকালের তারিখ ১লা রবিউল আওয়াল হওয়া একবারে অবধারিত এবং এই প্রসঙ্গে তিনি ১লা রবি'উল আওয়াল তারিখকে ছুটির দিন ঘোষণা করার জন্য সরকারের নিকট একপ্রস্থ আবেদনও জানিয়েছেন।

আমাদের বক্তব্য এই যে, জনাব ডাঃ সাহেব তাঁর মতটি প্রমাণ ক'রতে গিয়ে একটি ভিত্তিহীন দাবী ক'রে বসেছেন। দাবীটি এই, "হিসেব মতে ১লা অথবা ২রা রবি'উল আওয়াল নবী সঃ এর ইন্তিকাল তারিখ হওয়া সম্ভব কিন্তু যেহেতু কেহই ২রা তারিখটিকে তাঁর ইনতিকাল তারিখ বলে উল্লেখ করেননি কাজেই ১লা রবিউল আওয়াল তারিখই নবী সঃ-এর ইনতিকাল তারীখ হিসেবে অবধারিত।"

জানিনা, জনাব ডাঃ সাহেব এসম্পর্কে কোন্ কোন্ গ্রন্থ দেখেছেন। তবে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও সমগ্র মুসলিম আলিম জগতে প্রামাণ্য একটি গ্রন্থ দেখতে তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি—গ্রন্থটির নাম 'মাজমা'-বিহারুল-আন্‌ওয়ার'—গ্রন্থকারের নাম 'শাইখ মুহম্মদ তাহির'—।

গ্রন্থটির—নওল্ কিশওর প্রেসে মুদ্রিত সংস্করণের —তৃতীয় খণ্ডের ৫৪৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে ' সোমবারে ইন্তিকাল করেন.....রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখে..... আর বলা হয় চাঁদ উঠার তারিখে, আর বলা হয় দুই রাত গত হ'লে এবং প্রথমটি শেষ দুইটির তুলনায় বেশী (লোকে বলে)।

ফলকথা এই যে, নবী করীম সঃ-এর জন্ম বা ইন্তিকাল কোনটিরই তারিখ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়না। আর নবী করীম সঃ-র ইন্তিকালের পরে কয়েক শতাব্দী ধ'রে তাঁর জন্ম-বার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকীকে পর্বরূপে গ্রহণ করা হয়নি। অতএব এ সম্পর্কে কোন ছুটি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর যদি সরকার একান্তই ছুটি দিতে বদ্ধ পরিকরই হন তবে যেহেতু ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে, তাঁর জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই রবী'উল আওয়াল মাসের সোমবারে হয়েছে, কিন্তু প্রথম সোমবার অথবা দ্বিতীয় সোমবার সে সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। কাজেই আখেরী চাহার-শম্বার ছুটির অনুকরণে এই ছুটির দিনটি রবীউল আওয়াল মাসের প্রথম অথবা দ্বিতীয় সোমবারে হওয়াই অধিকতর সঙ্গত বলে মনে হয়।

www.ahlehadeethbd.org